ভিক্টোরিয়ার বাগান

সমরেশ মজুমদার

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

ভিক্টোরিয়ার বাগান

টিফিনের বাক্স নীতার ব্যাগের পাশে রেখে মলিনা বললেন, 'হ্যাঁ রে, তোর সঙ্গে যারা কাজ করে তাদের সবারই বিয়ে হয়ে গিয়েছে?'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ি পরছিল নীতা, হাত থামিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, 'তার মানে?'

মলিনা বললেন, 'তোর বড়দা জিজ্ঞাসা করছিল, খোঁজ খবর নেবে—।'

'বুঝতে পারছি না। আমি কি প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করব তাদের বউ আছে কিনা!'

'আহা, ওভাবে বলছিস কেন? এক বছর তো চাকরি হয়ে গেল, শুনিস তো!'

'আমার ব্যাপারে তোমাদের ভাবতে হবে না।' নীতা শাড়ি পরা শেষ করে দ্রুত বাক্সটা ব্যাগে ভরে নিল, 'এই বাজারে লোকে চাকরি পায় না, আমি পেয়েছি, সেইটেই মন দিয়ে করতে দাও।'

'তা তোকে চাকরি করতে কে নিষেধ করছে। বিয়ের পর যা পাবি তা কি আর আমাদের জন্যে খরচ করবি। কথা হল যদি সরকারি অফিসের ভাল পাত্র পাওয়া যায় তাহলে ভবিষ্যৎটা নিয়ে আর চিন্তা করতে হয় না।'

নীতা কথা বাড়াল না। ছিমছাম হয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। এখন ঘড়িতে এগারটা। এনকুয়ারি না থাকলে এইসময় বের হয় সে। কর্নফিল্ড রোডের মোড় থেকে ট্রামে সহজেই জায়গা পাওয়া যায়। অফিসটা পার্ক স্ট্রীট পাড়ায় বলে রক্ষে। ডালহৌসির ভিড়ে পড়তে হয় না। নীতা ট্রামে উঠে বসার জায়গা পেল। মায়ের মুখটা মনে পড়তেই এক ধরনের বিরক্তি জন্মাল। অদ্ভুত মানুষের মন। যখন স্কুল কলেজে পড়ত তখন দিনরাত সতর্ক করত যেন কোন ছেলের সঙ্গে কথা না বলে। পাড়ার কোন ছেলে যদি কথা বলতে চায় তাহলে যেন পাশ কাটিয়ে চলে আসে। অথচ অফিসে ঢোকার মাস তিনেকের মধ্যেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছে ভাল ছেলের খোঁজ চাই। খোঁজ চাই, কিন্তু প্রেম করা চলবে না। খবর পেয়ে এরাই যাবে ছেলের বাড়িতে। অর্থাৎ নিজের বিয়ের জন্যে ঘটকগিরি করতে হবে নিজেকেই।
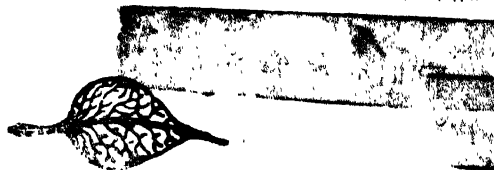
নীতাদের বাড়িটা একসময় বড় ছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর যে ভাগটা

ওদের তা এখন যেন ছোট হয়ে এসেছে। চার ঘরে তিন বিবাহিত দাদা আর নীতা থাকে মায়ের সঙ্গে। দাদারা যা চাকরি করে তাতে আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করার ক্ষমতা কারো নেই। নীতার বিয়ে হয়ে গেলে সবাই নিজেদের বাচ্চাগুলোকে মায়ের কাছে পাঠাতে পারে। কিন্তু তাই বা কদিন ?

ডিপার্টমেন্টে যারা সর্বভারতীয় পরীক্ষা দিয়ে ঢোকে তাদের কথা আলাদা। কিন্তু সরাসরি ইন্সপেক্টর পদে যারা ঢোকে তাদের ওপরে ওঠার সুযোগ রয়েছে। সুপারিশ ছাড়াই নীতার কপালে শিকে ছিঁড়েছিল। মাইনেটাও কম নয়। পার্মানেন্ট হয়ে গেলে সে সরকারি ফ্ল্যাটের জন্যে দরখাস্ত করতে পারে। আর কি চাই!

অফিসের সামনে ট্রাম থেকে নেমে রাস্তা পার হল সে। আর তখনই দাসবাবুকে দেখতে পেল। বেশ বয়স হয়েছে ভদ্রলোকের। খুব নিচু তলায় ঢুকেছিলেন। পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে অনেক বছর অপেক্ষা করে করে শেষপর্যন্ত যে পোস্টে আসতে পেরেছেন সেখান থেকেই নীতা চাকরি শুরু করেছে। দাসবাবুর হাতে একটা চামড়া ওঠা ব্যাগ, দেখা হওয়ামাত্র বললেন, 'আজ খুব অল্পের জন্যে জানে বেঁচে এসেছি মিস চৌধুরী। বুড়ো বয়সে এসব পোষায় ?'

'কেন, কি হল ?'

'কালীঘাটে গিয়েছিলাম একটা এনকুয়্যারিতে। কি করে বুঝব ভদ্রলোক পাগল। বেশ ডেকে ঘরে বসাল। তারপর কামড়ে দেয় আর কি।'

দাসবাবুকে নীতার পছন্দ হয়। সাতে-পাঁচে থাকেন না। তিনতলায় ইন্সপেক্টরদের বসার জন্যে একটা ঘর আছে। জনা বারো মানুষ কাজকর্ম না থাকলে সেখানে বসেন। প্রথম থেকেই সে দাসবাবুর সঙ্গেই কথাবার্তা বলে। আড্ডাবাজ কোনদিনই সে নয়। তাছাড়া পারিবারিক কারণেই ছেলেদের সঙ্গে মন খুলে মিশতে সঙ্কোচ হয়। অনেক দিনের অভ্যেস যাবে কোথায়!

ঘরে ঢুকে দাসবাবু পিওনকে বললেন, 'সাহেব খালি হলে বলো। আমার পক্ষে ওই বাড়িতে এনকুয়্যারি করা সম্ভব নয়।'

নৃপেন বসে আনন্দবাজার পড়ছিল। চোখ তুলে বলল, 'স্টোরির গন্ধ পাচ্ছি। কি হল দাদা ?'

দাসবাবু বললেন, 'কি আর হবে। আছ বেশ। তোমার সাহেব তো এনকুয়্যারি করতেই দেন না।'

এই অফিসে কলকাতার একটা অংশের অ্যাসেসমেন্ট হয়। বারো জন অফিসারের ওপর এলাকাটা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতি অফিসার একজন

ইন্সপেক্টর আর চারজন কেরানি নিয়ে তাঁর সেকশন চালান। নীতা যে সেকশনে পোস্টেড তার অফিসার বদলি হয়েছেন। নতুন লোক এখনও আসেনি।

নৃপেন জিজ্ঞাসা করল, 'কেসটা কি বলুন না দাসদা ?'

দাসবাবু চেয়ারে বসে মুখ মুছছিলেন, 'আমাদের এক পার্টি গিফ্‌ট পেয়েছে বলে ডিক্লেয়ার করেছে কালীঘাটের এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে। লোকটার অ্যাসেসমেণ্ট হয় কিনা খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। চাকর আমাকে দেখে খুব হেসে-টেসে ভেতরে ঢোকাল। লোকটা ঘরে ঢুকে আমার বাবার নাম জানতে চাইল। বুড়ো মানুষ, তাই বললাম। এবার ঠাকুর্দার নাম জিজ্ঞাসা করল। এবার অবাক হলাম, কিন্তু বললাম। তারপর ঠাকুর্দার বাবার নাম জানি কিনা প্রশ্ন করতে মাথা নাড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে লাল। চিৎকার করতে লাগল। চোখ বড় হয়ে গেল। বলল, ও নাকি আমার ঠাকুর্দার বাবা। আমি প্রতিবাদ করতে কামড়ে দিতে এল। তুমি বোঝ। কোনমতে পালিয়ে বেঁচেছি।'

গল্পটা শেষ হওয়ামাত্র নৃপেন ঠাঠা করে হাসতে লাগল। নীতাও না হেসে পারল না। নৃপেন সেটা দেখে হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, 'কার মুখ দেখে উঠেছি। আপনি তাহলে হাসছেন মিস চৌধুরী ?'

নীতা স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আপনি তো খুব অল্প সময় এই ঘরে থাকেন তাই দেখতে পান না।'

নৃপেন আবার কাগজ টেনে নিল, 'কোন স্কুলে পড়েছেন বলুন তো ? সবসময় এরকম চোখা চোখা কথা বলেন। ওহো, আপনার নতুন বস এসে গিয়েছে।'

নীতা জিজ্ঞাসা করল, 'জয়েন করেছে ?'

'হুঁ। শুনলাম এসেই সেকশনের কেরানিদের নিয়ে পড়েছে। আপনারও খোঁজ করেছে ?'

'এতক্ষণ বলেননি কেন ?'

'এতক্ষণ ? এলেন তো এইমাত্র। খবর দিতে গেলে আপনার বাড়িতে যেতে হয়।'

নীতা আর কথা বাড়াল না। প্রথম থেকেই নৃপেন তার সঙ্গে ঠুকে কথা বলে। বিয়ে-থা করেনি। বেঁটে রোগা লোকটিকে কোন মেয়ে বাধ্য না হলে বিয়ে করবে না। কিন্তু প্রশ্ন হল নতুন অফিসার যদি এসেই তার খোঁজ করে থাকেন তাহলে তার দেখা করতে যাওয়া উচিত। ইন্সপেক্টরদের যদিও অ্যাটেনডেন্স্ নিয়ে কড়াকড়ি নেই, এনক্যায়ারি করতে যায় অনেকেই। বিকেল তিনটের মধ্যে সই

করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের ঘরে খাতা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আজ তার এনক্যুয়ারি ছিল না। ভদ্রলোক আবার এ নিয়ে কথা না শোনান।

এখনও নতুন কারোর সঙ্গে আলাপ কর'ত যাওয়ার সময় বুকের ভেতর কাঁপুনি আসে। চাকরিতে ঢোকার পর যে অফিসারের কাছে কাজ শুরু করেছিল তিনি বেশ স্নেহপরায়ণ ছিলেন। আর একবছর বাদে রিটায়ার করবেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ওঁর কাছে কাজ করতে কোন অসুবিধে হয়নি নীতার। প্রায় হাতে ধরেই কাজ শিখিয়ে গিয়েছেন তিনি। যেদিন প্রথমবার এই বাড়ির সব কটা অফিসের কর্ণধার সহকারী কমিশনারের ঘরে ডাক পড়েছিল, সেদিন হাতের তেলো ঘেমে গিয়েছিল তার। অফিসাররাও ওঁর ঘরে ঢুকতে সাহস পান না। ভদ্রলোক নীতার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'আপনিই একমাত্র লেডি ইন্সপেক্টর। মার্চের সময় আপনার গুরুত্ব অনেক। এখনই আমি আপনাকে এনক্যুয়ারিতে পাঠাচ্ছি না। আপনি এখন সামারি অ্যাসেসমেন্ট করুন কিছুদিন।'

করদাতাদের জমা দেওয়া হিসাবপত্র দেখে অ্যাসেসমেন্ট করতে করতে অনেক কিছু শিখে গিয়েছে নীতা। এবারে কনফার্মেশন পরীক্ষায় বসবে। পাশ করলে দুবছর বাদে অফিসারশিপ পরীক্ষা দেওয়া যাবে। নীতা উঠবে উঠবে ভাবছিল, পিওন এসে বলল, 'দিদি, আপনাকে নতুন সাহেব ডাকছেন। এর আগেও খোঁজ নিয়েছিলেন।'

নীতা টেবিল ছাড়তে যাচ্ছিল, নৃপেন বলল, 'লোকটা ডাইরেক্ট রিক্রুট নয়, প্রোমোটী, সব ঘাঁতঘুত জানে। বুঝেসুঝে কথা বলবেন।'

ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে ডানদিকে কেরানিদের হলঘর। বাঁ দিকের প্যাসেজ ধরে এগিয়ে গেলে দুপাশের খুপরিতে অফিসাররা বসেন। দরজার ওপরে তাঁদের নাম লেখা বোর্ড ঝুলছে। নীতার অফিসারের ঘরের সামনে কোন বোর্ড নেই। লেখানো হয়নি এখনও। দরজায় নক করতে ভেতর থেকে ভারী গলা ভেসে এল, 'ইয়েস।'

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই মানুষটিকে দেখতে পেল। লম্বা, ছিপছিপে, সুন্দর। নীতা দুই হাত যুক্ত করল, 'নমস্কার।'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন 'বলুন।'

'আমি নীতা চৌধুরী।'

'ওহো। বসুন। সকালে এসে আপনাকে খুঁজেছিলাম। আচ্ছা, আপনি আসেন কখন?'

'কাজের চাপ কম থাকলে সাড়ে এগারোটার মধ্যে।'

'সময়টা দেখছি আপনি নিজেই ঠিক করে নিয়েছেন।' ভদ্রলোক হাসলেন।

ঠোঁট কামড়ালো নীতা। এতদিন তাকে অফিসে আসার ব্যাপারে কোন কথা শুনতে হয়নি। অফিসার বললেন, 'দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।'

নীতা বসল। ভদ্রলোক সিগারেট ধরালেন, 'আমাদের সেকশনে সামারি অ্যাসেসমেণ্ট কি রকম পেণ্ডিং আছে?'

'এখনও শ'চারেক রিটার্ন পড়ে আছে।'

'এটা কি মান্থলি প্রোগ্রেস রিপোর্টের ফিগার?'

'মানে?'

'এম. পি. আর-এ তো সত্যি কথা বলা হয় না। যাহোক, এ মাসের মধ্যে পুরোটা শেষ করে ফেলুন। আর অফিস যখন সাড়ে এগারোটায় শুরু হয় না তখন ঠিক সময়ে এলেই ভাল হয়। আপনি এখন পর্যন্ত কোন আউটডোর ওয়ার্ক করেছেন?' ভদ্রলোক একনাগাড়ে কথা বলছিলেন।

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। এবার যেতে পারেন।'

নীতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই দরজা ঠেলে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন, 'আরে চ্যাটার্জি, এ যে একদম মরুভূমিতে পড়ে গেলাম!' বলতে বলতে তিনি নীতার দিকে কিছুটা বিস্ময় নিয়ে তাকালেন।

অফিসারের নাম চ্যাটার্জি, বললেন, 'কেন?'

ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন চেয়ারের দিকে, 'সাড়ে এগারোটার আগে অফিসে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। কিছু বললে তো বদনাম রটে যাবে।'

বেরুবার আগে নতুন ভদ্রলোকের চাপা গলা শুনল নীতা, 'কে?'

'ইন্সপেক্ট্রেস।'

ঘরে এসে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল নীতা। এখন দাসবাবু বা নৃপেন এখানে নেই। অন্যান্য ইন্সপেক্টররা গালগল্প করছে। কেমন জ্বালা ধরে গিয়েছিল মনে। কিন্তু প্রতিবাদের সপক্ষে যুক্তি পাচ্ছিল না সে। ইন্সপেক্টরদের আউটডোর থাকে বলে অ্যাটেনডেন্সের কড়াকড়ি নেই। কিন্তু ঠিক সময়ে অফিসে না আসার কোন কারণ থাকতে পারে না। ইচ্ছে করলে এক মাসে চারশো সামারি অ্যাসেসমেণ্ট শেষ করা যায়। চ্যাটার্জি সাহেবের বক্তব্যের প্রতিবাদ করার কিছু নেই। নীতা ঠিক করল, কাল থেকে ঠিক সময়ে অফিসে আসবে। চ্যাটার্জি সাহেবকে কোন

ত্রুটি ধরার সুযোগ দেবে না। ফাইল নিয়ে বসে পড়ল সে। হঠাৎ কানে এল নৃপেনের গলা, 'নাঃ, আপনাকে নিয়ে পারা গেল না মিস চৌধুরী। আপনি আমাদের ভাত মারবেন।'

নীতা মুখ তুলে তাকাল। নৃপেন কখন ফিরে এসেছে টের পায়নি। এখন সে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে। নৃপেন বলল, 'আপনি যখন আপনার অফিসারের কাছে গিয়েছিলেন তখন সোম সাহেব ছিলেন ওখানে?'

'সোমসাহেব?' নীতা বুঝতে পারছিল না।

'আমার সেকশনের অফিসার ইনচার্জ। দুজনে তো একই সঙ্গে বদলি হয়ে এসেছে। মাঝারি হাইট, চটপটে কথা বলেন। অনাশ সোম।'

'নাম জানি না। তবে এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেছিলেন।'

'হ্যাঁ। ফিরে এসে বললেন, "চ্যাটার্জির ইন্সপেকট্রেস খুব এফিসিয়েন্ট। এক মাসে চারশো সামারি অ্যাসেসমেন্ট তুলে দেবেন বলেছেন। আপনি বলছেন অত পারবেন না। এতো ভারী মুস্কিলের কথা নৃপেনবাবু"।' গলা নকল করে নৃপেন কথাগুলো বলেই স্বর পাল্টাল, 'আপনি এমন কথা বলতে গেলেন কেন মশাই?'

নীতা হেসে উঠল, 'আমি কোন কথা দিইনি। চ্যাটার্জি সাহেব ওই হুকুম করেছেন।'

নৃপেন নিজের চেয়ারে ফিরে গেল, 'দুই মানিকজোড় একসঙ্গে বদলি হয়ে এসেছে। আমাকে ঘাঁটিয়ে দু'নম্বরি করতে গেলে ছেড়ে দেব না।'

নীতা আড়ষ্ট হল। এখন পর্যন্ত তাকে এমন অভিজ্ঞতার সামনে পড়তে হয়নি। পার্টিদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগের ফলে এই ডিপার্টমেন্টের অনেক বদনাম বাজারে আছে। এক সপ্তাহ চাকরি করার পর ছোটদা একদিন সরাসরি জিজ্ঞাসা করছিল, 'হ্যাঁরে, তোদের অফিসে এক্সট্রা ইনকাম কেমন হয়?'

'মানে?' নীতা ফোঁস করে উঠেছিল।

'আরে বাবা, যে দেশে যে নিয়ম তা তো মানতে হবেই।'

'আমার ওখানে এসব হয় না।'

'পুলিশ আর তোদের ডিপার্টমেন্টের লোক গঙ্গায় ডুবে এ কথা বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। হয়তো চৈত্র মাসে ঢুকেছিস, আষাঢ় এলে দেখবি কেমন বৃষ্টি পড়ে।'

কিন্তু এতদিনেও সেসবের প্রমাণ সরাসরি পায়নি সে। এর সবচেয়ে বড় কারণ হল এতদিন যে অফিসার ছিলেন তিনি সততার সঙ্গে কাজ করেছেন। এই

ঘরে বসে নানান কথা তার কানে আসে। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়নি এখনও।

বিকেলে নোটিশ এল। আগামীকাল সকাল আটটায় সমস্ত ইন্সপেক্টর এবং কিছু পেশকারকে আসতে হবে। কোন ব্যবসায়ীর বাড়িতে সার্চ করতে যেতে হবে। ব্যবসায়ীর নাম বা বাড়ির ঠিকানা এখন কাউকে জানানো হয় না। এর আগে একবার নীতার এই অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছে। সাধারন মহিলাদের তল্লাশ করার ব্যাপারে তার উপস্থিতি প্রয়োজন হয়। একেবারে স্পটের কাছাকাছি পৌঁছে নাম ঠিকানা প্রকাশ করা হয় যাতে যার বাড়িতে যাওয়া হচ্ছে সে সাবধান হতে না পারে। এর আগের বার সকালে গিয়ে রাত নটায় ছাড়া পেয়েছিল নীতা। কাল কখন রেহাই পাওয়া যাবে ঈশ্বর জানেন। নৃপেনের নামও লিস্টে আছে, সে তো ক্ষেপে লাল। আগামীকাল তার একদিনের জন্যে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার প্ল্যান ছিল।

সকাল সাতটায় স্নান সেরে কোন মতে চা বিস্কুট খেয়ে সে যখন বেরুচ্ছিল তখন ছোটদা বলল, 'চাকরি পেয়েছিস বটে, শুধু মানুষের সর্বনাশ করে যাচ্ছিস।' বেরুবার আগে নীতা মাকে বলে এল দেরি হলে চিন্তা না করতে। আর এইরকম কথা শুনলেই মায়ের মুখ ভারী হয়ে যায়। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না।

অফিসে পৌঁছে দেখল, পাঁচশ জনের দল হয়েছে। চ্যাটার্জি সাহেব তো আছেনই, অনীশ সোমকেও সে দেখতে পেল। ভদ্রলোক তাকে আড়চোখে দেখছেন বুঝতে পারল নীতা। দলে সে-ই একমাত্র মহিলা। সহকারী কমিশনার অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে সামনে চলে এলেন, 'আপনি মিস চৌধুরী, তাই তো? গুড। বাড়ির মেয়েদের যদি বডি সার্চ করতে হয় সেটা আপনি করবেন। কাউকে কোন সুযোগ নিতে দেবেন না। মনে থাকবে?'

নীতা মাথা নাড়ল। কয়েকটা ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রাইভেট কারে দলটা রওনা হল। নৃপেন তার পাশে বসেছিল। তার মুখ গম্ভীর। চাপা গলায় বলল, 'ভেবেছিলাম না এসে পরে সিক রিপোর্ট দেব। এই শালা সোমটার জন্যে পারলাম না।'

'কেন, উনি কি করেছেন ?' নীতা জানতে চাইল।

'গতকাল ছুটির আগে ডেকে বলল, "নৃপেনবাবু, দেখবেন হঠাৎ সিক হয়ে যেন পড়বেন না। তাহলে এ. সি-র কাছে জবাবদিহি করতে হবে আমাকে।" আচ্ছা চালু লোক, আগেভাগে কথাটা বলে আমার পথ বন্ধ করে দিল।'

নিউ আলিপুরে যে বাড়িটায় তল্লাশি শুরু হল তারা বেশ বড় মাপের ব্যবসাদার। প্রাথমিক নাটক হয়ে যাওয়ার পর পুলিশের সাহায্য নিয়ে ওরা কাজ শুরু করল। নীতা দোতলার বারান্দায় একা দাঁড়িয়েছিল, এই সময় অনাশ সোম এগিয়ে এলেন, 'আপনি এখানে, আর আমি আপনাকে খুঁজছি।' গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে হঠাৎ কেঁপে উঠল নীতা। সে নিজেও বুঝতে পারছিল না দুটো পা কেন আচমকা অবশ হয়ে যাচ্ছে!

অনাশ সোম বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে। এ বাড়ির মেয়েদের একটা ঘরে থাকতে বলা হয়েছে। ওরা খুব ঝামেলা করছে ' আপনি তাদের ম্যানেজ করবেন।'

নীতা চুপচাপ ভদ্রলোককে অনুসরণ করলো। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ অনাশ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ব্রেকফার্স্ট করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন ?'

নীতা ঘাড় নাড়ল। অনাশ বললেন, 'কাজের কাজ করেছেন। আমার যে কখন খাবার জুটবে কে জানে। আজ এখানে মনে হচ্ছে বেশ ঝামেলায় পড়তে হবে।'

তারপর সারাদিন কাজের ফাঁকে যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই অনাশ কথা বলেছেন। বেশ ভদ্রভাবেই। অথচ নীতার সেকশনের অফিসার চ্যাটার্জি কিন্তু দূরত্ব রেখে চলেছেন। ব্যাপারটা অফিসের অনেকের নজরে পড়েছে। নৃপেন এক ফাঁকে বলে গেল, 'কি ব্যাপার বলুন তো ? আমার সাহেব আপনার কাছে ঘুরঘুর করছে কেন ? লক্ষণ ভাল লাগছে না।'

নীতার মুখে রক্ত জমল, 'বাজে বকবেন না। সার্চ করতে এসেছেন তাই করুন।'

প্রচুর অঘোষিত সম্পদ পাওয়া গেল ওই বাড়িতে। বাড়ির মেয়েরা স্বাভাবিক-ভাবেই চাইবে যাতে কর্তা বিপদে না পড়েন। নীতা যখন তাদের সঙ্গে, তখন বয়স্কা মহিলা মিষ্টি গলায় বললেন, 'আচ্ছা ভাই, এইভাবে যে আমাদের আটকে রেখেছ, এটা কি ঠিক হচ্ছে ?'

নীতা বলেছিল, 'আপনাদের শুধু এই ঘরের ভেতরে থাকতে হচ্ছে। বাথরুমও তো অ্যাটাচ্‌ড্। অসুবিধে হবার কথা নয়।'

'কিন্তু তোমরা ভুল করছ। এ বাড়িতে বে-আইনি কিছু লুকানো নেই।'

নীতা জবাব দিল না। মাঝবয়সী বিবাহিতা একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই

চাকরি পেতে হলে কি কোয়ালিফিকেশন লাগে ?'

'গ্র্যাজুয়েট হলেই চলে।'

'মাইনে কত ? তিন হাজার পাও ?' বয়স্কা জানতে চাইলেন।

নীতা হেসে ফেলল। মহিলা জিজ্ঞসা করলেন, 'বিয়ে থা-হয় নি নিশ্চয়ই। সারাক্ষণ ছেলেদের সঙ্গে আছ, অসুবিধে হয় না ?'

'না।'

'আচ্ছা। তোমার ব্যাপারে আমি কেন কথা বলছি। তা শোন বাছা, হাজার পাঁচেক টাকা তোমাকে দিচ্ছি। আমার বৌমাকে এবাড়ি থেকে বের করে দিতে পারবে ?'

'আপনি আমাকে অত টাকা দিতে যাবেন কেন ?'

'ওই যে এঘর থেকে তোমরা বেরুতে দিচ্ছ না, তাই।'

'সার্চ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাইরে যাওয়া নিষেধ।'

'আ মলো যা, তা জানি না নাকি। যাতে বউমা যেতে পারে তার ব্যবস্থা করে দাও। আচ্ছা বাবা, ছয় হাজার দেব। বউমা তৈরি হও।'

'আপনারা মিথ্যে আমাকে এসব বলছেন। এতে আপনারাই বিপদে পড়বেন।'

এইসময় অনীশ আবার এল, 'আপনার বাড়িতে টেলিফোন আছে ? মানে, দেরি হয়ে গেলে একটা খবর দিতে যদি চান—!'

'এখন কিন্তু দুপুর বারোটাও বাজেনি।' নীতা হেসে ফেলল।

তার চোখের দিকে তাকিয়ে অনীশ লজ্জা পেল। চট করে সরে গেল ও। আর কিরকম কাঠ কাঠ হয়ে গেল নীতার শরীর। বুকের খাঁচায় হৃৎপিণ্ডটা কিরকম নড়ে উঠল। আর তখনই ঘরের অন্য পাশে আর্তনাদ উঠল। নীতা চমকে ফিরে তাকাল। বিবাহিতা মধ্যবয়সী মহিলা মাটিতে পড়ে গেছেন দুম করে। বয়স্কা মহিলা তাকে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করছেন। নীতা হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ওঁর ?'

'প্রেসার লো। মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। এখনই নার্সিং হোমে না নিয়ে গেলে ওকে বাঁচানো যাবে না। তাড়াতাড়ি কিছু একটা কর।'

নীতা ছুটে বারান্দায় চলে এল। মিস্টার চ্যাটার্জিকে দেখতে পেয়ে নীতা ব্যাপারটা জানাল। তিনি ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলেন তাঁর ওপরওয়ালার কাছে। তারপরেই কর্তারা চলে এলেন ঘরের দরজায়। মহিলা তখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তার স্বামী ও শ্বশুর এসেছেন। তাঁরা অফিসারদের অনুরোধ করছেন একটা

ব্যবস্থা করতে যাতে ওকে এখনই নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া যায়। সেই ব্যবস্থা হল। অ্যাম্বুলেন্স চলে এল দশ মিনিটের মধ্যে। তাকে যখন স্ট্রেচারে তোলা হচ্ছে তখন নীতার মাথায় ভাবনাটা চলকে উঠল। বয়স্কা মহিলা ওকে এবাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার জন্যে ছয় হাজার টাকার লোভ দেখিয়েছিলেন। তার পরেই এই অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বানানো নয় তো! খুব সাহস করে নীতা মিস্টার চ্যাটার্জিকে বলল, 'ওকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার আগে একবার বডি সার্চ করা উচিত।'

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোকজন প্রতিবাদ করে উঠল। একজন অসুস্থ মানুষকে যদি এভাবে কষ্ট দেওয়া হয় তাহলে তার প্রাণহানি হতে পারে। কিন্তু তখনই অনীশ বলে উঠল, 'উনি যখন বলছেন তখন স্যার ব্যাপারটা ভাবা উচিত।'

সহকারী কমিশনার সবাইকে ঘরের বাইরে দুমিনিটের জন্যে যেতে বললেন। কিভাবে শরীর তল্লাশ করতে হয় কোন ধারণা ছিল না নীতার। পা থেকে আরম্ভ করতে বয়স্কা চাপা গলায় বললেন, 'দশ হাজার দেব। ওকে ছেড়ে দাও।'

মহিলার নার্সিংহোমে যাওয়া হয়নি। তার শরীর থেকে অঘোষিত যে সম্পদ পাওয়া গেল তার পরিমাণ কম নয়। রাত এগারোটার সময় চারজনের যে দলটা নীতাকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল তার মধ্যে অনীশও ছিল।

এরপর ঘটনা এত দ্রুত ঘটতে লাগল যে নীতা নিজেই তাল রাখতে পারছিল না। সেই দিনটির পর তিন সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়নি ওরা ফ্লুরিসে বসেছে! বসার পরেই বারংবার দরজার দিকে তাকিয়েছে অনীশ, 'মুস্কিল হল এখনই অফিসে আমাদের নিয়ে গল্প তৈরি হোক আমি চাই না। আমি ছেলে, কিন্তু তোমাকে তো ওদের সঙ্গে কাজ করতে হবে। এই রেস্টুরেন্টের পরিবেশটা ভদ্র, কিন্তু এত খোলামেলা যে অস্বস্তি হয়।' অনীশ বসেছে দরজার দিকে মুখ করে।

মেনু কার্ডে এক কাপ চায়ের দাম প্রায় দশ টাকা দেখে চমকে উঠেছিল নীতা, 'ওরে ব্বাবা, এখানে চা খেতে আর আসব না।'

অনীশ বলল, 'না, দামটা কিছু না। আমি একটু আড়াল চাইছি।'

নীতা গম্ভীর হল, 'আড়াল কেন? কথা বলতে যারা আড়াল খোঁজে তারা লোক ভাল নয়।'

অনীশ হেসে ফেলল, 'তুমি আমাকে খারাপ লোক বলছ?'

'মোটেই না। এই তো বেশ আরাম করে গল্প করছি। আর কি চাই!'

'তোমার মাথায় কিছু ঢুকবে না। আমাদের নিয়ে গল্প শুরু হোক তুমি চাও?'

'বাঃ, তাই কেউ চায়?'

'এখানে মানে পাবলিক প্লেসে দুজনে বসলে কার মুখ চাপা দেবে ?'

ব্যাপারটা বুঝতে পারে নীতা। কলকাতায় চেনা মানুষের অভাব নেই। অন্তত অনীশের যেন শেষ হয় না। আর যেখানেই ওরা বসবে কেউ না কেউ ঠিক এসে পড়বে। অনীশের ব্যাপারটা সে বোঝে। ওর বাবা খুব রক্ষণশীল মানুষ। খুব ধীরে ধীরে ওকে এগোতে হচ্ছে। তাছাড়া চাকরিতে এখনও কনফার্মেশন হয়নি অনীশের। কর্তৃপক্ষের গুডবুকে থাকতে চায়। অনেক ওপরে ওঠার রাস্তা ওর সামনে খোলা। এই অবস্থায় কোন বদনাম রটুক অনীশ চাইবে না। না চাওয়াটাই ঠিক। গল্প রটুক নীতা নিজেই কি চায় ? তাদের সম্পর্কের কথা এখনও বাড়ির কেউ জানে না। জানানোর মত ব্যাপারটা এগিয়েছে কিনা তাও সে বুঝতে পারছে না। মা নিশ্চয়ই খুশি হবেন। দাদারাও। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারটা অনীশ মুখ ফুটে না বলা পর্যন্ত কাউকে জানানোটা বোকামি হবে। শোনামাত্র মা কান ঝালাপালা করতে থাকবে বিয়ের দিন জানার জন্যে।

অনীশের সঙ্গে তার রুচি মেলে। অনীশ কবিতা ভালবাসে। গল্প উপন্যাস পড়ে। এসব নীতার ভারী পছন্দ। কিন্তু রাস্তায় হাঁটা যাবে না, খোলা রেস্টুরেন্টে বসা যাবে না। তাহলে দেখা হবে কি করে ? কথা বলতেও তো কোথাও বসা দরকার। বিয়ের কথা ভাবলেই বুকের ভেতর কন কন করে ওঠে। একটা শিরশিরে আনন্দ তিরতির করতে থাকে। কিন্তু খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে বিয়ের সম্ভাবনা নেই। হিসাব করেছে সে, অনীশের চাকরি পাকা হতে এখনও একটি বছর। আজকালকার ছেলে, বাবার মত না থাকলে ভালবাসার মানুষকে ছেড়ে চলে যায় না। সেক্ষেত্রে এক বছর বাদে ঘটনাটা ঘটার সম্ভাবনা আছে। অনীশ স্বামী হিসেবে কিরকম হবে এটা কল্পনা করতে চেয়েছে অনেকবার। কিছু কিছু বাইরের মতামতে এবং কয়েকটা রুচির ব্যাপারে নিশ্চয়ই মিল আছে কিন্তু সে অনীশকে কতটা জানে ? এক বছর সময় পাওয়া গেলে সেই জানাটায় সুবিধে হবে। কিন্তু কোন মানুষকে জানতে গেলে তার কাছে বসতে হয়।

ঠিক পাঁচটা দশে কলামন্দিরের সামনে দাঁড়িয়েছিল নীতা। এখনও অনুষ্ঠান শুরু হতে দেরি আছে। ফলে চট করে চেনা মানুষের সামনে পড়ার সম্ভাবনা নেই। রাস্তায় কারো জন্যে দাঁড়ানো খুব বিশ্রী ব্যাপার। তাও সেটা গড়িয়াহাট বা ভবানীপুরে স্বাভাবিক, সাহেবপাড়ায় মোটেই নয়। এখানে কোন মেয়েকে একা দেখলেই পুরুষমানুষগুলোর মুখচোখ বদলে যায়। সে-সব উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকা মোটেই সহজ নয়। অনীশ এল পাঁচটা পনেরোতে। ট্যাক্সি থেকে না নেমে বলল, 'উঠে পড়।'

'ওমা! কোথায় যাব?'

'বাঃ। এখানে দাঁড়িয়েই কথা বলব নাকি?'

'কি আশ্চর্য! তুমি টেলিফোনে বললে কলামন্দিরের সামনে দাঁড়াতে! আমি ভাবলাম আজ বুঝি নাটক দেখব।' নীতা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল, 'আজও তুমি কিন্তু দেরি করলে! ঠিক সময়ে একদিনও আসতে পার না?'

'সরি! উঠব উঠব করছি এমন সময়ে বস্ ডেকে পাঠালেন। নেক্সট উইকে মনে হচ্ছে একটা ভাল খবর পেয়ে যাব।'

'কি খবর?'

'উঁহু। এখন বলব না।'

'বেশ। না বললে। কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়?' নীতা প্রশ্নটা করে বাইরে তাকাল।

গাড়িটা ডান দিকে ঘুরছে। অনীশ বলল, 'একটা খুব কোজি বসার জায়গা পেয়েছি। মনে হচ্ছে সেখানে কেউ বিরক্ত করবে না, কারো চোখে পড়বও না।'

'তুমি গিয়েছ সেখানে?'

'না না। আমার এক বন্ধু খবরটা দিয়েছে।'

'তুমি তাকে বলেছ আমাকে নিয়ে যাবে?'

'মাথা খারাপ! ওকে বললাম গার্ল ফ্রেণ্ড নিয়ে একটা বসার জায়গা এই শহরে পাওয়া যায় না। সে বলল, হদিশ জানা থাকলে কোন অসুবিধে হয় না। একটু চেপে ধরতে বলে ফেলল। চল, আগে তো দেখি!'

নীতার ব্যাপারটা শুনে ভাল লাগছিল না। কিন্তু সেটা বলতে সঙ্কোচ হল। অনীশ নিশ্চয়ই এমন কোন খারাপ জায়গায় তাকে নিয়ে যাবে না। ড্রাইভারকে অনীশ নির্দেশ দিচ্ছিল। একটা রেস্টুরেণ্টের সামনে ট্যাক্সি থামল। ভাড়া মিটিয়ে অনীশের সঙ্গে নীতা রেস্টুরেণ্টে ঢুকল। বাঁ দিকে ক্যাশিয়ারের কাউণ্টার। মাঝখানে প্যাসেজ। দুপাশে ছোট ছোট কেবিন। প্রতিটি কেবিনের দরজায় পর্দা ঝুলছে। ওয়েটারের নির্দেশ অনুযায়ী ওরা তিন নম্বর কেবিনটায় বসল। ছোট টেবিলের এদিকে নীতা অন্য দিকে অনীশ। ওয়েটার অর্ডার নিতে এসে অবাক। তার মুখ দেখে অনীশ জিজ্ঞাসা করেছিল 'কি হয়েছে?'

'না, মানে, আপনারা এভাবে বসবেন?'

'হ্যাঁ। কেন বল তো?'

'না, এখানে যারা আসে তারা পাশাপাশি বসে।' বলে হুকুম জেনে হেসে চলে গিয়েছিল।

অনীশ মাথা নেড়ে বলেছিল, 'থাকগে, এখন বেশ মন খুলে কথা বলা যাবে। শোন, কাল মা বিয়ের কথা বলছিলেন।'

'আচ্ছা!' নীতার মনটা ভাল হয়ে গেল।

অনীশ মাথা নাড়ল, 'বলে দিলাম বিয়েটা আমি করব, আমাকেই ভাবতে দাও।'

'সেকি। ব্যাস?'

চুপ করাতে হবে তো।

অনীশের কথা শেষ হওয়ামাত্র কেবিনের ওপাশ থেকে একটা মেয়ের গলা ভেসে এল, 'না, থাক। এসব করার কথা ছিল না।' তৎক্ষণাৎ একটি পুরুষ-কণ্ঠ বলে উঠল, 'আরে বাবা ঠিক আছে। কত এক্সট্রা দিতে হবে তাই বলে ফেল!'

'কুড়ি।'

'দশ করো ভাই। অলরেডি তিরিশ দিয়েছি। পঞ্চাশ টাকায় পুরো হয়।'

নীতার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। কেবিনগুলোর পার্টিশন পাতলা কাঠের। সে ঝট করে উঠে দাঁড়াতে অনীশ বলল, 'ছেড়ে দাও ওদের কথা।'

নীতা মাথা নাড়ল, 'না, এখানে এক মুহূর্ত থাকব না।'

'ইগনোর কর। বসো।'

'আমার বমি পাচ্ছে। তুমি কি যাবে?' নীতার গলায় জেদ।

অগত্যা অনীশ উঠল। পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে আসতেই ওয়েটার বলল, 'যাচ্ছেন কোথায়? আপনাদের অর্ডার তৈরি হয়ে গিয়েছে স্যার।'

'লাগবে না। কত হয়েছে?'

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে অনীশের জন্যে খারাপ লাগল নীতার। অনীশের কিছু টাকা নষ্ট হল। কিন্তু ওকথাগুলো শোনার পর সে কিছুতেই ওখানে বসে থাকতে পারে না। কানের ভেতরটা এখনও ঝাঁঝাঁ করছে। এমনকি এই যে সে এখানে দাঁড়িয়ে আছে তাতেই অনেকে চোরা চোখে তাকাচ্ছে। অনীশ বেরিয়ে এসে পাশে দাঁড়াল, 'কোথায় যাওয়া যায়?'

'সন্ধ্যে হয়ে গেছে। চল হাঁটি।'

অনীশ প্রতিবাদ করল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর অনীশ বলল, 'এখন বুঝতে পারছি কেন ও চট করে রেস্টুরেন্টটার হদিশ দিচ্ছিল না। তুমি বিশ্বাস করো, আমি কিছুই জানতাম না। এত নটরিয়াস জায়গা—।'

'অন্য কথা বল।'

কথা খুঁজে পেতে একটু সময় লাগল। হাঁটতে হাঁটতে ওরা বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামের সামনে এসে পৌঁছাল। চমৎকার সন্ধ্যা নেমেছে পৃথিবীতে। অনীশ বলল, 'এই, এক কাজ করি এস, ভিক্টোরিয়ার বাগানে কিছুক্ষণ বসা যাক। আমি কোনদিন ওখানে বসিনি।'

'তুমি আগে কখনও প্রেম করেছ?'

'কক্ষনো না।'

'তাহলে বসবে কি করে! ওখানে শুনেছি অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে বসে।'

'সেটা দুপুরবেলায়। সন্ধ্যের পর এক একটা পরিবার ওখানে এসে আড্ডা দেয়।'

ঔৎসুক্য নীতারও ছিল। আজ অবধি সে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে দূর থেকেই দেখেছে। কখনও ভেতরের বাগানে পা দেয়নি। জায়গাটায় লুকোচুরি কিছু নেই। অন্ধকারে আলো জ্বলছে। আর পরিচিত মানুষের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনাও কম।

কিন্তু বেঞ্চিগুলো ইতিমধ্যে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। এক একটা বেঞ্চিতে দুজোড়া করে ছেলেমেয়ে বসে। নীতা আড়চোখে দেখল কোন জোড়া অন্যদের উপস্থিতি নিয়ে একটুও চিন্তিত নয়। অনেক ঘুরে ঘুরে ভিক্টোরিয়ার পেছনে রেসকোর্সের দিকে একটা বেঞ্চি চোখের সামনে খালি হতেই অনীশ সেটা দখল করল। এদিকে লোকজন কম। বেঞ্চিতে আর কেউ ভাগ বসাচ্ছে না। ওরা আরাম করে বসল। অনেকটা পথ হেঁটে আসায় নীতার পা ব্যথাও হয়ে গিয়েছিল। অনীশ সিগারেট ধরাল, 'জায়গাটা তো ফাইন।'

নীতা মুগ্ধ হয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে তাকিয়েছিল। আলোছায়ায় মাখানো চমৎকার এক ছবি যেন। হঠাৎ পেছন থেকে একটি ছেলে ব্যাগ কাঁধে সামনে এসে দাঁড়াল, 'দাদা, ন্যাপথলিন নিন।'

অনীশ বলল, 'ন্যাপথলিন? না, না, আমাদের লাগবে না।'

'লাগবে। ন্যাপথলিন থাকলে পোকায় কাটবে না।'

'দূর মশাই। বলছি লাগবে না।'

'এভাবে বলবেন না। আমরা বেকার। পেটের জ্বালায় ঘুরছি। আপনাদের মনে পুলক আছে। কিনে নিন। ছোট প্যাকেট পাঁচ আর বড় প্যাকেট দশ টাকা।'

ছেলেটার কথা শোনামাত্র নীতা চমকে উঠল; 'আরেব্বাস। এতো ডাকাতি।'

'এটা কি বললেন দিদি। পাড়ার দোকানে চায়ের কাপ পঞ্চাশ পয়সা, পার্ক স্ট্রিটে যান দশ টাকা। এখানে বসে কথা বললে এই দাম তো পড়বেই।'

অনীশ বলল, 'আপনাকে ভাই বলেছি ন্যাপথলিনে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।

ছেলেটি বলল, 'প্রয়োজন না থাকলেও নিতে হবে।'

'জোরজবরদস্তি নাকি?' ফুঁসে উঠল অনীশ।

'ধরে নিন তাই। হকার্স ইউনিয়নের নিয়ম হল এখানে যারা বসতে আসবে তাদের কিছু না কিছু কিনতে হবে। আমি লক্ষ্য করেছি আপনারা কিছু কেনেননি।'

'আমি আপনার কাছে কিছু কিনব না।'

'তাহলে এখানে বসতে অসুবিধে হবে। আমরা দল বেঁধে আসব।'

কিছুটা সময় তর্ক করার পর অনীশ বাধ্য হল পাঁচটা টাকা দিতে। ন্যাপথলিনের প্যাকেটটা নিয়ে অনীশ ছুঁড়ে ফেলতে যাচ্ছিল, নীতা বাধা দিল, 'বোকামি করো না। ওটা থাকলে প্রমাণ হবে আমরা কিছু কিনেছি। আর কেউ বিরক্ত করবে না।'

অনীশ পাশে রেখে দিল প্যাকেটটা, 'আচ্ছা যক দিল।'

নীতা বলল, 'রেস্টুরেন্টে বসলে অনেক বেশি খরচ হত।'

কথাগুলো বলে মুখ ফেরাতেই লোকটাকে দেখল নীতা। ভাঁড়ে করে চা বিক্রি করতে আসছে। সে ছেলেমানুষের মত বলল, 'এই চা খাব, আমি কখনও ভাঁড়ে চা খাইনি।'

অনীশ শব্দ করে হাসল, 'সেকি! কলকাতায় আছ কি করে!'

'আমি তো আর পায়ে চাকা লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতাম না।'

'বেড়াতে না মানে বাড়ি থেকে অ্যালাউ করত না বল।' অনীশ দুটো চা নিল। ভাঁড়ের চা এক টাকা করে সে যেন জীবনে প্রথম শুনল। দুটো টাকা লোকটাকে দিয়ে বলল, 'শোন, তোমার সঙ্গে যে হকারের দেখা হবে তাকেই বলবে এদিকে যেন না আসে। আমরা এখানে গল্প করতে এসেছি বাজার করতে নয়।'

লোকটা গম্ভীর গলায় বলল, 'তাহলে ওপাশে চলে যান।' সে হাত তুলে ভিক্টোরিয়ার পেছন দিকটা দেখাল।

'কেন? ওদিকে গেলে কি লাভ হবে?'

'খোকনদাকে পঁচিশটা টাকা দিলে কেউ আপনাদের কাছে যাবে না। পুলিশও না। পার্টিরা খোকনদাকে টাকা দিয়ে দুঘণ্টা ভাড়া করে মাঠটা।'

লোকটা চলে গেলে অনীশ বলল, 'শুনলে! ভিক্টোরিয়ার পেছনের মাঠের অন্ধকার একটা লোক দখল করে নিয়ে ভাড়া খাটাচ্ছে। কর্পোরেশনকে কাঁচকলা দেখিয়ে।'

নীতা সরল গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'হকারদের ভয়ে দুঘণ্টার জন্যে লোকে

কেন পঁচিশ টাকা দিতে যাবে। কেউ অত বোকা নাকি!'

অনীশ বলল, 'সত্যি, তোমার চাকরিটা কি করে হল বল তো! জীবনে এর আগে কখনও প্রেম করোনি সেটা বুঝতেই পারছি।'

'তুমি কটা প্রেম করেছ?'

'অনেক।'

'যাঃ। সত্যি তোমার জীবনে ঘটনা ঘটেছে?'

হো হো করে হাসল অনীশ। তারপর খালি চায়ের ভাঁড়টা দূরে ছুঁড়ে ফেলল, 'এতকাল পড়াশুনা আর ক্যারিয়ার তৈরি নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে ওদিকে মন দেবার সুযোগই পাইনি। তবে সাদামাটা ব্যাপার বুঝব না তা নয়। পঁচিশ টাকা যারা খরচ করে তারা একটু নিজনতা খোঁজে, অন্ধকারে যাতে ঘনিষ্ঠ হতে পারে।'

নীতা চকিতে চা-ওয়ালার নির্দেশিত দিকটা দেখে নিল। তার চা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভাঁড়টা নিচে নামিয়ে সে বলল, 'চল, ওঠ।'

'উঠব মানে? এই তো বসলাম। বাড়িতে কি বলে এসেছ?'

'সিনেমায় যাব।'

'সেটা ভাঙতে তো দেরি আছে। আরে বাবা, আমরা যেখানে বসে আছি সেখানে ভদ্রলোকেরা বসে।' অনীশ চুপ করল।

খোলা জায়গা বলেই নীতার একটু ঠাণ্ডা লাগছিল। মা বলে ওটা নাকি ওর বাতিক। কিন্তু একটু ঠাণ্ডা লাগলে যে গলা ধরে যায় সেটা তো সত্যি। সে নিচু গলায় বলল, 'তোমার মা কেমন দেখতে?'

'মায়েরা যেমন হয়। তবে একালের না, সেকালের।' অনীশ মুখ ফেরাল, 'হঠাৎ মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করছ, কি ব্যাপার?'

'না। কিছু না। আমার না, ভাবলে কেমন ভয় ভয় লাগে।'

'কি ভাবলে?'

'সব যদি ঠিকঠাক না শেষ হয়?'

'শেষ বলতে কি মিন করছ? বিয়ে?'

'হুঁ।'

'শেষ হয়ে যাওয়া মানে বিয়ে হওয়া? বাঃ। তারপর আর প্রেম থাকবে না?'

'বাঃ, আমি তাই বলেছি নাকি? ওই পর্যন্ত তো আমরা স্বস্তি পাব না কিছুতেই। এইভাবে কথা বলার জন্যে জায়গা খুঁজে বেড়াতে হবে। লুকোচুরি

খেলা। কে তোমাকে দেখে ফেলল, কে আমাকে চিনে ফেলল, এসবের তো শেষ হবে।'

'দুর। ভয়টয় করো না। মনে সাহস রাখো। তাহলেই হবে। আচ্ছা, ধরো, এই আমরা বসে আছি হঠাৎ দেখলাম তোমার দাদা সামনে এসে দাঁড়ালেন। তুমি কি করবে? মানে কি জবাবদিহি দেবে?'

'নিজেকেই প্রশ্ন করো যদি আমার দাদা না হয়ে তোমার বাবা হন?'

'ওঃ, আমি দুহাত জোড় করে বলব, বাবা আপনার দাসীকে চিনে নিন।'

'দাসী? আমি? ইম্পসিবল।'

অনীশ হেসে নীতার হাত ধরল। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে গেল হাতটা। দাসী শব্দটা কানে যাওয়ামাত্র যে রাগটা হয়েছিল তা পলকেই উধাও। দেখা হলেই একবার না একবার অনীশ তার হাত ধরেই। তখনই কান গাল থেকে শুরু করে দুটো পায়ে একটা তপ্ত ঢেউ নামা ওঠা করে। কথা খুঁজে পায় না এইসময় নীতা। কিন্তু ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে। অনীশ খুব ভদ্র। শুধু হাত ধরে বসে থাকে ও, স্পর্শে কিছু বোঝাতে চায়। প্রথম প্রথম নীতার আশঙ্কা হত আরও বেশি কিছু করার দুঃসাহস দেখাবে অনীশ। পরে ভয় ভেঙেছে। না, লোকটি ভদ্রতার সীমা ডিঙিয়ে যেতে কখনই চায়নি। আর তার ফলেই ওর সম্পর্কে আরও আকর্ষণ বেড়েছে তার। চুপচাপ তার আঙুল নিয়ে খেলা করে যাচ্ছে অনীশ। আজ নীতাও সাড়া দিল। অনীশের হাত বেশ নরম।

'এই যে দাদা, উঠুন।' একেবারে কানের কাছে শব্দগুলো উচ্চারিত হতেই ছিটকে সরে এল নীতা। ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখল দুটো স্বাস্থ্যবান লোক তাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। দুজনেরই মুখে কুৎসিত হাসি। অনীশ উঠে দাঁড়াল, 'কি বলছেন আপনারা?'

'উঠতে বলছি। চলুন।' লোকটা হাতের লাঠিটা নাচাল।

'উঠব মানে? কি বলতে চাইছেন আপনি?'

লোকটা খপ করে অনীশের হাত ধরল, 'যা চাইছি তা গেলেই দেখতে পাবেন। ভদ্রতা করে আপনি বলে কথা বলছি। জোর খাটাতে হবে নাকি!'

অনীশ জোর করে নিজেকে ছাড়াতে চাইল, কিন্তু পারল না। লোকটা চেঁচাল, 'অ্যায়, বাড়াবাড়ি করলে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেব। মাগী নিয়ে অন্ধকারে ফুর্তি মারাতে এসেছ, না? চল শালা শ্বশুরবাড়ি।'

শব্দটা কানে ঢোকামাত্র স্তম্ভিত হয়ে গেল নীতা। এরা কারা? পুলিশ না

গুণ্ডা? হঠাৎ তার গলা থেকে আর্তনাদ ছিটকে বের হল। প্রথম লোকটা দ্বিতীয়জনকে বলল, 'মাগীটাকে ধর, এখনই দৌড়ে পালাবে। তুই নতুন ডিউটিতে এসেছিস, এদের চিনিস না।'

অনীশ প্রতিবাদ করল, 'আপনি কাকে কি বলছেন? উনি সরকারি কর্মচারী।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসময় সবাই নিজেকে মন্ত্রী ফিল্মস্টার বানায়।' লোকটা অনীশকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। দ্বিতীয়জন নীতার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'চল।'

ভয়ে থর থর করছিল নীতা। তার গলা থেকে আর কোন শব্দ বের হচ্ছিল না। এইসময় অনীশ মুখ ফিরিয়ে চিৎকার করল, 'নীতা, পালাও এরা পুলিশ।'

কিন্তু কোথায় পালাবে নীতা। সামনে যমদূতের মত দাঁড়ানো লোকটা লাল দাঁত বের করে বলল, 'মাল দিলেও ছাড়তে পারব না আজকে। বড়বাবুর হুকুম। এখানকার সবকটা মাগী আর তাদের বাবুদের ধরে নিয়ে যেতে হবে লালবাজারে।'

'আমি ভদ্রঘরের মেয়ে। আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলবেন না।'

'অন্ধকারে দুজনে বসে লীলা করছ, ভদ্রলোকের মেয়ে বুঝি লাইনে কম? চল। গায়ে হাত দিলে কেউ কিছু বলবে না।'

লোকটার সঙ্গে কথা বলতে ঘেন্না লাগছিল। এরা যে ভুল করছে তা সে কি করে বোঝাবে! নীতার মনে হল, এরা যেখানে নিয়ে যেতে চাইছে সেখানে নিশ্চয়ই এদের ওপরওয়ালা আছে। তাদের সঙ্গে কথা বলে অপমানের শোধ তোলা যাবে। সে চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে দেখল, অনীশও আর প্রতিবাদ না করে সামনে হাঁটছে।

গেটের দিকে যেতে যেতে চিৎকার কানে এল। কয়েকটা মেয়ে ছুটে যাচ্ছে চিৎকার করে। তাদের পেছন পেছন দুতিনজন লোক লাঠি হাতে তাড়া করছে। অন্ধকার থেকে তাড়িয়ে ওদের আলোয় নিয়ে এল লোকগুলো। তিনটে লোককেও ধরেছে ওরা। নীতা পা চালিয়ে অনীশের কাছে পৌছাল। পেছনে যমদূত লেগেই রয়েছে। নীতা ব্যাকুল গলায় বলল, 'এরা আমাদের লালবাজারে নিয়ে যাচ্ছে, শুনছো!'

অনীশ ফ্যাস ফ্যাস গলায় বলল, 'লালবাজার? সত্যি?'

'জিজ্ঞাসা করে ছাখো। তুমি কিছু করো?'

'কি করি বল তো। আমি বুঝতে পারছি না কিছু।' অনীশ কথাগুলো বলল গেটের কাছে পৌছে।

সেখানে কিছু লোক ছুটে গেছে মজা দেখতে। গেটের বাইরে একটা বড়ভ্যান দাঁড়িয়ে। একজন অফিসার চিৎকার করে বললেন, 'জলদি ভ্যানে তোল

শালাদের। কাউকে ছাড়া হবে না।'

নীতা দেখল, মেয়েগুলো চেঁচামেচি করতে করতে ভ্যানে উঠে পড়ল। তাদের সঙ্গে যে পুরুষরা ছিল তাদের অনেকেই কাকুতি-মিনতি করতে লাগল ছাড়া পাওয়ার জন্য। কিন্তু সেপাইরা তাদের কথায় কান দিচ্ছিল না প্রথমে। তিনজন অবশ্য তারই ফাঁকে টাকা দিতেই তাদের পাহারাদার মুঠো আলগা করল। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াতে লাগল লোকগুলো। সেপাই তিনটে ভান করল যেন ছুটে তাদের ধরে ফেলবে। কিন্তু একটু বাদেই দাঁত বের করে ফিরে এল।

ওরা ততক্ষণে ভ্যানের সামনে পৌঁছে গিয়েছিল। একটু জোর করেই অনীশ অফিসারটির সামনে গিয়ে বলল, 'স্যার, আপনার লোকজন ভুল করছে। আমরা কোন অন্যায় করিনি। এভাবে আমাদের ধরে নিয়ে আসা অন্যায়।'

কথাটা শেষ করেই অনীশ মুখ নামাল। দর্শকদের সংখ্যা বাড়ছে। তাদের মুখে হাসির সঙ্গে যেসব বাক্য উচ্চারিত হচ্ছে তা অন্তত নীতার সামনে শ্রবণযোগ্য নয়।

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কি স্বামী-স্ত্রী?'

অনীশ ঢোঁক গিলে বলল, 'না।'

'দেন আই ডোণ্ট বিলিভ ইউ। প্রেমিক-প্রেমিকারা অন্ধকার পেলে যেসব কাণ্ড করে তা বাজারে-মেয়েদের চেয়ে কিছু কম নয়। উঠে পড়ুন, জলদি।'

'কিন্তু আমরা কোন অন্যায় করিনি।' শেষবার প্রতিবাদ জানাল অনীশ।

'কি করেন আপনি?' খিঁচিয়ে উঠলেন অফিসার।

নীতা দেখল জবাব দিতে গিয়ে সামলে নিল অনীশ। অফিসার ইশারা করতে সেপাইরা তাদের ঠেলতে লাগল ভ্যানের দরজার দিকে। নীতা শেষপর্যন্ত মরীয়া হয়ে বলল, 'অনীশ, কিছু করো।'

সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা বিকৃত স্বরে হেসে উঠল। একজন চিৎকার করে উঠল, 'দাদা, বউদিকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে যান।'

নীতা উঠতে চাইছিল না। ওরা অনীশকে ঠেলে ভ্যানে তুলে দিল। অফিসার এগিয়ে এলেন নীতার সামনে, 'এখন আমার কিছু করার নেই। আপনাদের ছাড়তে হলে সবাইকে ছাড়তে হয়। যদি কিছু বলার থাকে থানায় গিয়ে বলবেন। উঠে পড়ুন!'

নীতা বলতে চাইল, 'শুনুন, আমি শিক্ষিত, ভদ্রঘরের মেয়ে—।'

'আরে রাখুন, কত ভদ্রঘরের মেয়ে দেখলাম। মাল্লু কামাতে এসে সব লাইনের মেয়ে ওই গল্প বলে। অ্যাই, ওকে তুলে দরজা বন্ধ কর।' অফিসার চলে গেলেন

সামনে। পাশে দাঁড়ানো সেপাইটা এমন জোরে ধাক্কা মারল যে নীতা হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভ্যানের ওপর। বাঁ হাতের কনুই-এ প্রচণ্ড যন্ত্রণা চলকে উঠল। তাকে টেনে তুলল আর একটা সেপাই। ভ্যানের দরজা বন্ধ হতেই সেটা চলতে শুরু করল। আর সঙ্গে সঙ্গে ডুকরে কেঁদে উঠল নীতা। তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল, নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছিল।

অনীশের গলা কানে এল, 'নীতা!'

নীতা চলন্ত ভ্যানের মেঝেতে বসে দুহাতে মুখ ঢাকল। সে কিছুতেই কান্নার দমক থেকে মুক্তি পাচ্ছিল না। ভাঙা গলায় অনীশ বলল, 'শান্ত হও নীতা, আমরা কোন অন্যায় করিনি, থানায় গেলে নিশ্চয়ই ওরা বুঝতে পারবে।'

হঠাৎ ভ্যানের ওপাশ থেকে একটা কর্কশ মেয়েলি গলা বলে উঠল, 'ফালতু বকছে মাইরি! এরা যেন বোঝার জন্যে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি নারীকণ্ঠে হাসি বাজল। একজন বলল, 'কেসটা কি বল তো?'

'পিরিত।' একজন চাপা গলায় বলল।

'দূর বে। পিরিত হলে ভ্যানে উঠতই না। মাল দিয়ে কেটে পড়ত। মেয়েটা লাইনে নতুন।'

কথাগুলো কানে আসতেই কান্নাটা আচমকা বন্ধ হয়ে গেল। নীতা ধীরে ধীরে মুখ থেকে হাত সরাল। ভ্যানের ভেতরটা অন্ধকার। কিন্তু দুপাশের রাস্তার আলো চুঁইয়ে ভ্যানের ভেতরে আসছিল। সে তারই আলোয় দেখতে পেল, চার-পাঁচটা জোনাকি জ্বলছে। পরক্ষণেই ভুল ভাঙল। মেয়েগুলো বিড়ি খাচ্ছে। ভ্যানে আর যে ক'টি পুরুষ রয়েছে তাদের অস্তিত্বই বোঝা যাচ্ছে না। কারো মুখে কোন শব্দ নেই। নীতার মাথা কোন কাজ করছিল না। মেঝে থেকে উঠে বসার জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন তাও যেন শরীরে নেই। অথবা উঠে বসার কথা মাথাতেই এল না।

কথাগুলো কানে আসতেই কান্নাটা আচমকা বন্ধ হয়ে গেল। নীতা ধীরে ধীরে মুখ থেকে হাত সরাল। ভ্যানের ভেতরটা অন্ধকার। কিন্তু দুপাশের রাস্তার আলো চুঁইয়ে ভ্যানের ভেতরে আসছিল। সে তারই আলোয় দেখতে পেল, চার-পাঁচটা জোনাকি জ্বলছে। পরক্ষণেই ভুল ভাঙল। মেয়েগুলো বিড়ি খাচ্ছে। ভ্যানে আর যে ক'টি পুরুষ রয়েছে তাদের অস্তিত্বই বোঝা যাচ্ছে না। কারো মুখে কোন শব্দ নেই। নীতার মাথা কোন কাজ করছিল না। মেঝে থেকে উঠে বসার জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন তাও যেন শরীরে নেই। অথবা উঠে বসার কথা মাথাতেই এল না।

থানার সামনে ভ্যানটা থামতেই দরজা খোলা হল। যেহেতু নীতা দরজার সামনে তাই ওকেই ওরা টেনে নামাল। কিছু বোঝার আগেই সেপাইগুলো মেয়েদের নিয়ে গেল একটা খাঁচার মধ্যে। সেখানে পৌঁছাবার পর নীতার অনীশের কথা মনে এল। অনীশ কোথায়। সে লোহার শিকের কাছে ছুটে গেল। ঘরটার একটা দেওয়ালের বদলে ওই শিকগুলো। মাঝখানের দরজা বাইরে থেকে তালা বন্ধ।

লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে অনেক চেষ্টা করেও সে প্যাসেজের বাইরেটা দেখতে পেল না। এইসময় পেছন থেকে একটি মেয়ে বলে উঠল, 'ওমা, কাকে খুঁজছ?'

নীতা মুখ ফিরিয়ে দেখল বছর পয়তাল্লিশের একটি মহিলা। মুখ-চোখের রঙ দেখলেই গা গুলিয়ে ওঠে। গায়ে সস্তার ব্লাউজ, শাড়ি। হাত দুটো শুকনো এবং তা সত্ত্বেও ব্লাউজের হাতা নেই। মহিলার পেশা বুঝতে এক সেকেণ্ডও দেরি হল না। নীতা মুখ ফিরিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে আর একটি মেয়ে বলে উঠল, 'নাগরকে খুঁজছে গো। সেই যে বলেছিল থানায় এসে বোঝাবে।'

নীতা ঘড়ি দেখল। নটা দশ। তার বাড়িতে ফেরার সময় হচ্ছে। বড়জোর সাড়ে নটা। সিনেমা দেখে ওইসময়ের মধ্যে ফিরে গেলে চট করে কারো কথা শুনতে হয় না। ভেতরে ভেতরে অস্থিরতা তৈরী হল এবার। অনীশ এত দেরি করছে কেন? থানার অফিসারকে বোঝাতে এত সময় লাগছে? ওরা কি কথা বলছে তা এখান থেকে বোঝার উপায় নেই। একজন সেপাই সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, নীতা তাকে ডাকল, 'এই যে শুনুন, শুনছেন?'

সেপাইটি অবাক হয়ে তাকাল। তারপর দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই?'

'মিস্টার সোমকে একটু খবর দেবেন? আমি আর পারছি না।'

'সোম? সোমটা কে?'

'এখনই আমাদের সঙ্গে যাদের নিয়ে আসা হয়েছে তাদের মধ্যে উনিও আছেন।

সেপাইটি নীতার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে একটু ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে চলে গেল। তৎক্ষণাৎ পেছন থেকে একটা মেয়ে মন্তব্য করল, 'এ কি রে! ধনাটার কি হল? পয়সা নিয়ে কাজ করতে চলে গেল?'

'আরও বড় দাঁও মারবে, তাই প্রথমে সুতো ছাড়ছে।' হাসির ফোয়ারা উঠল। নীতা শিকের কাছে দাঁড়িয়ে আড়চোখে দেখল এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে।

সেপাইটি, যাকে ওরা ধনা বলল, ফিরে এল একটু বাদেই, 'ধ্যুৎ, ওখানে সোম বলে কেউ নেই।'

'কি বলছেন? সোম নেই মানে?'

'আমি কি করব? বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বললাম, আপনাদের মধ্যে সোম কে আছেন? কেউ জবাব দিল না। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কার নাম সোম? সবাই বোবা হয়ে থাকল। যাও দলের সঙ্গে বসো গিয়ে।' সেপাইটি চলে গেল।

হতভম্ব হয়ে গেল নীতা। অনীশ ওখানে নেই মানে? হতেই পারে না। লোকটা সত্যি কথা বলছে তো? অদ্ভুত এক অসহায়তাবোধে আক্রান্ত হল সে। মাথা ঘুরতে লাগল। দুটো পা থেকে শক্তি চলে গেল আচমকা। সে ধীরে ধীরে সিমেন্টের ওপর বসে পড়ল। কি করা যায়? নীতা চোখ বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখটা ভেসে উঠল সামনে। মা নিশ্চয়ই বারংবার ঘড়ি দেখছেন। আর একটু বাদেই তাঁর দুশ্চিন্তা আরম্ভ হবে।

এবং তখনই পরিস্থিতিটা তার কাছে একটু একটু করে পরিষ্কার হয়ে উঠল। তাদের পরিবারের মহিলা দূরে থাক, কোন পুরুষকে আজ পর্যন্ত থানায় যেতে হয়নি। মা প্রায়ই তাঁর শ্বশুর এবং বাবার গল্প বলেন। এই দুটি মানুষ নাকি অত্যন্ত আদর্শবাদী ছিলেন। মায়ের বাবা গান্ধীজীর সহযোগী ছিলেন। যদিও পুলিশ তাকে কখনও গ্রেপ্তার করেনি তবু তিনি অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। বাবা ছিলেন চুপচাপ মানুষ। সারা সন্ধ্যা-রাত বাড়িতে যখন থাকতেন তখন বই সামনে থাকত তাঁর। নীতাকে সেই অল্প বয়সে বলতেন, 'কখনও কোনদিন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করবে না। যতক্ষণ তুমি ন্যায়ের পথে থাকবে ততক্ষণ যে যাই বলুক হীনমন্যতায় ভুগবে না।' নীতা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এবং তখনই তার সময়ের কথা মনে পড়ল। দুচোখে জল নিয়ে সে কবজির দিকে তাকাল। নটা চল্লিশ। এতক্ষণে মা নিশ্চয়ই চিন্তা করতে শুরু করেছে। অনীশ কি করছে? সে মুখ তুলতে আর একটা সেপাইকে দেখতে পেল। হঠাৎ খুব জেদি হয়ে গেল নীতা। সে গলা তুলে ডাকল, 'শুনুন।'

লোকটা দাঁত বের করে হাসল। নীতার রাগ আরও বাড়ল, 'আপনাদের দারোগার সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই। ওঁকে বলুন।'

লোকটা মাথা নাড়ল, 'খারাপ মেয়েছেলের সঙ্গে বড়বাবু দেখা করে না। দীক্ষা নিয়েছেন তো!'

'মুখ সামলে কথা বলুন। আমি যা বলছি তাই করুন।'

'ইস। মেমসাহেব। ময়দানে কেলি করার সময় খেয়াল ছিল না?' লোকটা হাসতে হাসতে চলে গেল। সমস্ত শরীর এবার হিম নীতার। আবার নিঃশ্বাস বন্ধ করা কান্নাটা গলায় উঠে আসছে। ঘড়ির দিকে তাকাতে ভয় হচ্ছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই দাদারা পাড়ায় খোঁজ খবর করতে শুরু করেছে। ছোটদা নিশ্চয়ই বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে। এখনও যদি যাওয়া যেত—!

হঠাৎ আর একটা ভাবনা তাকে কাঁপিয়ে দিল। সে দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করলে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই তার বাড়ির কথা জানতে চাইবেন। ঠিকানাও বলতে হবে। সেই সঙ্গে যে অফিসে চাকরি করে তার কথাও। তার মানে আগামীকালই পাড়া ও অফিসে ঢি ঢি পড়ে যাবে। মা যখন জানবেন তাঁর মেয়েকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে খারাপ মেয়েদের সঙ্গে রেখেছিল তখন—! মা বা দাদাদের না হয় এত রাত্রেও গিয়ে একটা কিছু বোঝাতে পারবে। কিন্তু অফিসে? অনীশ সোমের সঙ্গে নীতা ভিক্টোরিয়ায় প্রেম করতে গিয়ে ধরা পড়েছে জানার পর প্রতিটি মুখ চুলবুলিয়ে উঠবে। অফিসে যাওয়াই সমস্যা হয়ে উঠবে। আর খবরটা নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছবে। কোন কর্মচারীকে যদি পুলিশ অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করে তাহলে কি প্রতিক্রিয়া হবে তা জানে না নীতা। তবে একটি ক্ষেত্রে বিচারের রায় বের হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সাসপেণ্ডেড হয়ে ছিল। কিন্তু বিচার? সে তো অনেক দূরের ব্যাপার! আর তখনই অনীশের মুখ মনে পড়ল। যে অনীশ কেউ দেখে ফেলবে এই ভয়ে খোলা রেস্টুরেন্টে বসতে চাইত না, সে কখনো চাইবে না কর্তৃপক্ষ জানতে পারুক এমন ঘটনা ঘটেছে। সে যদি অফিসারকে বলেও তাহলে হয়তো অনীশ অস্বীকার করতে পারে। তার চাকরি কোন কারণে বিপদগ্রস্ত হোক তা সে কোনভাবেই চাইবে না। নীতা পাথর হয়ে বসে রইল। অনীশ নিশ্চয়ই ওপাশে রয়েছে। সেপাইটির কাছে সে ইচ্ছে করেই পরিচয় দেয়নি। না দিক, কিন্তু কিভাবে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায় সেই চিন্তা করছে তো?

'এই যে, তোমার ব্যাপার কি বল তো?'

নীতা মুখ ফেরাল। সেই বয়স্কা মহিলা আবার তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদিকে বাকি মেয়েরা মেঝেতে দাগ কেটে বাঘবন্দী খেলতে আরম্ভ করেছে। তাদের বিড়ির ধোঁয়ায় কটু গন্ধ উঠছে। ওদের তুলনায় এই বয়স্কাটি কিছুটা ভদ্র বলে মনে হল। বয়স্কা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি ব্যবসা কর?'

'আমাকে দেখে আপনার তাই মনে হয়?' ফুঁসে উঠল নীতা।

'আরে বাবা, দেখে কি কাউকে ঠিক বোঝা যায় ? সঙ্গে কে ছিল ?'

জবাবটা দিতে গিয়ে সামান্য ফাঁপড়ে পড়ল নীতা। অনীশ তার কে ? কি বললে ঠিক বলা হবে। সে একটু ভেবে জবাব দিল, 'বন্ধু।'

'তা এত জায়গা থাকতে ভিক্টোরিয়াতে রাতের বেলায় পেরেম করতে এসেছিলে কেন ?'

'আমরা ভদ্রভাবেই বসেছিলাম।'

'ভদ্রভাবে বসলে পুলিশ ধরবে কেন ? কত মানুষ তো পরিবার নিয়ে আসে।'

নীতা জবাব দিল না। তার খুব বিরক্ত লাগছিল।

বয়স্কা বলল, 'তখন থেকে দেখছি কেঁদে মরছ। তা তোমার বন্ধু কিছু করছে না কেন ?'

গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে নীতার মনে হল এই মহিলার কাছে পরামর্শ চাওয়া যায়। সে বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ওদের তো দেখতেও পাচ্ছি না।'

বয়স্কা বলল, 'যখন প্রথম ধরল তখনই পয়সা দিয়ে হাওয়া হয়ে গেলে না কেন ?'

'বারে, আমরা কোন অন্যায় করিনি, মিছিমিছি পয়সা দিতে যাব কেন ?'

'হুম্‌। এখন বোঝ। অন্যায় করিনি! বিয়ে হয়েছে ?'

'না।'

'ওরে বাবা। বাড়িতে কেউ আছে ?'

'মা-দাদারা।' নীতা এবার নিজের অজান্তে ককিয়ে উঠল, 'আমি কি করে ছাড়া পাব ?'

'কাল দুপুরের আগে না। শালারা যখন আমাদের ধরে তখন দুদিনের ব্যবসা মার খায়। কাল কোর্টে তুলবে, তখন জামিন পাব। কার মুখ দেখে উঠেছিলাম আজ কে জানে! যতই কাঁদো আজ রাত্রে মুক্তি পাচ্ছ না। এখন খেতে দিলে হয়!'

নীতা চমকে উঠল। সে মেঝে থেকে উঠে বয়স্কার সামনে চলে এল, 'দেখুন, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আজ রাত্রে যদি বাড়িতে না যাই তাহলে মুখ দেখাতে পারব না।'

বয়স্কা নিজের গালে হাত দিয়ে ভাঙা গলায় হেসে উঠল, 'আমরণ! আমাকে ওসব বলে কী লাভ হবে ? আমি দারোগা না সেপাই ?'

'আপনি তো সব জানেন, আমাকে একটা উপায় বলে দিন, প্লিজ।'

'আমি কী বলব! তোমার বন্ধু যদি কিছু করে তো ছাড়া পেতে পার।'

বলতে বলতে বয়স্কা মুখ ফিরিয়ে চিৎকার করল, 'ধনাদা, ও ধনাদা !'

নীতা দেখল সেই সেপাইটা যাচ্ছে, যে অনীশের খবর আনতে গিয়েছিল ! বয়স্কার ডাকে বেশ বিরক্ত হয়ে ধনা বলল, 'আবার কী হল ? আমার ডিউটি অফ হয়ে গেছে !'

'আরে আমাদের জন্যে তোমাকে ডাকছি না। এই মেয়েটা সত্যি ভদ্র ঘরের। ব্যবসা করতে বের হয়নি বলছে। ওর বন্ধুকে গিয়ে বল না একটা কিছু উপায় করতে।'

'দুর ! যে নাম বলছে সেই নামে কেউ সাড়াই দিচ্ছে না।'

নীতা শুনছিল চুপচাপ। এবার বলল, 'শুনুন ও একটা নীল সাদা চেক সার্ট পরেছে, বেশ লম্বা, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা রয়েছে। আপনি ওকে গিয়ে একটু বলবেন ! আমাকে আজ রাত্রে বাড়িতে ফিরে যেতেই হবে !'

সেপাইটি বলল, 'যাচ্ছি। যত্ত সব ঝামেলা আমার ঘাড়েই জোটে।' লোকটা চলে গেলে বয়স্কা বলল, 'ধনাদা ভারী ভাল মানুষ। আজ পর্যন্ত কোন মেয়ের গায়ে হাত দেয়নি। দ্যাখো অপেক্ষা করে। কপালে থাকলে ছাড়া পেয়ে যাবে।' বয়স্কা চলে গেল অন্য মেয়েদের কাছে।

সেদিকে তাকিয়ে থাকল নীতা কিছুক্ষণ। মেয়েগুলোকে দেখে মনেই হচ্ছে না ওরা থানায় বসে আছে। পুলিশ যে ধরেছে তা ওদের আচরণে বোঝাই যাচ্ছে না। যেন বাড়িতে বসেই আড্ডা মারছে ওরা। বোঝাই যাচ্ছে বারংবার এখানে এসে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ঘড়ির দিকে তাকাল নীতা। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হবার উপক্রম হল। এতক্ষণে নিশ্চয়ই আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে খোঁজ-খবর করা শুরু হয়ে গিয়েছে। মায়ের অবস্থা কল্পনাও করা যাচ্ছে না। এখন বাড়িতে ফিরলে কী যুক্তি দেখাবে সে। অনেক ভেবে সে স্থির করল একটা অজুহাত। কোন একটা বন্ধুর নাম করে বলতে হবে, সে প্রচণ্ড অসুস্থ হওয়ায় তার বাড়িতে আটকে গিয়েছিল। আজ পর্যন্ত কখনই মিথ্যে কথা বলতে হয়নি তাকে। অতএব নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বিশ্বাস করাতে পারবে সবাইকে। মিথ্যে কথা, কিন্তু সবার উপকারের জন্যেই সেটা বলতে হবে। শেষ ট্রাম বালিগঞ্জ ফেরে অনেক রাত্রে। কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে। এখন যদি অনীশ একটা ব্যবস্থা করে, তাহলে যে কথাই শুনতে হোক, সব দিক রক্ষা পাবে। নীতা অধৈর্য হয়ে উঠল।

সেপাইটি, যার নাম ধনা, ফিরে এল একটু বাদেই। তাকে দেখে বয়স্কা মহিলা এগিয়ে এল গরাদের কাছে। ধনা সেপাই বলল, 'আপনার বাবু বাড়ি চলে গেল !'

'বাড়ি চলে গেল ?' চিৎকার করে উঠল নীতা।

'হ্যাঁ। মেয়েদের আটকে রাখার নিয়ম। ছেলেদের বিরুদ্ধে তেমন কোন কেস না থাকলে ছেড়ে দেন বড়বাবু। মেজবাবু তাই ছেড়ে দিলেন ওকে?'

'ছেড়ে দিলেন ?'

ধনা সেপাই গলা নামাল, 'লেনদেন কী হয়েছে বলতে পারব না।'

বয়স্কা বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে ধনাদা ?'

'হ্যাঁ। আমি ওকে বললাম, একটা মেয়েছেলে আপনার খোঁজ করছে।'

বয়স্কা জিজ্ঞাসা করল, 'কী বলল ?'

'বলল, ঠিক আছে। তারপর ওকে যখন মেজবাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া হল তখন বলতে শুনলাম জীবনে আর কখনও ভিক্টোরিয়ার মাঠে যাবে না। মেজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, সঙ্গে যে ছিল সে ওর কে হয় ? লোকটা বলল, কেউ না। মেজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, নাম কী ? ও বলল, সুনীল মিত্র। ব্যবসা করে। থাকে ঢাকুরিয়ায়। আমি তখন চলে এলাম।'

নীতা মাথা নাড়তে লাগল, 'না, ও নয়। কিছুতেই না।'

ধনা সেপাই বলল, 'কিন্তু একমাত্র ওই লোকটির গায়েই নীল সাদা চেক শার্ট ছিল, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। ডান হাতের আঙুলে মুক্তোর আংটি ছিল।'

'অনীশই।' চিৎকার করে কেঁদে উঠল নীতা।

'ওকে ছাড়াবার কথা কিছু বলল না লোকটা ?' বয়স্কা জিজ্ঞাসা করল।

'লেজ তুলে পালাবার জন্যে উঁচিয়ে ছিল। মেজবাবু যেতে বলতেই পগার পার।'

বয়স্কা ঘুরে দাঁড়াল, 'দেখলে ? এই হল পুরুষ মানুষ। বিনি পয়সায় পেরেম করতে লাফিয়ে আসে আর বিপদের দিনে চম্পট। ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার। আমার জীবনেও এই বোকামি করেছি। সে অনেকদিন আগের কথা। গরিব লোকের বউ ছিলাম। সেই হারামজাদা পেরেম করে ঘর ছাড়িয়ে নিয়ে এল কলকাতায়। এই ধর্মশালা সেই ধর্মশালায় কদিন ঘুরিয়ে সাধ মিটিয়ে হাওয়া হয়ে গেল একদিন। নইলে কেউ সাধ করে এই লাইনে আসে ? এখন মনে হয় সেই মিনসের যদি দেখা পেতাম, তাহলে কলার ধরে ওই কদিনের টাকা আদায় করে নিতাম।'

নীতার কানে কথাগুলো ঢুকছিল না। তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না, অনীশ তাকে এখানে ফেলে চোরের মত সরে যাবে। হতেই পারে না! কিন্তু লোকটা যে

বর্ণনা দিচ্ছে তাতে প্রতিবাদও করা যাচ্ছে না। 'অনীশ', দুহাতে মুখ ঢেকে ককিয়ে উঠল নীতা।

বয়স্কা জিজ্ঞাসা করল, তোমার বন্ধুর কাছে টাকা ছিল না?'

কাঁদতে কাঁদতেই মাথা নাড়ল নীতা, জানি না। ধনা সেপাই বলল, 'থানায় এলে ব্যাটাছেলেদের দু-একটা চাঁটা মেরে ছেড়ে দেবার নিয়ম আছে, মেয়েদের ছাড়া যাবে না।'

'চুপ করো!' ধমকে উঠল বয়স্কা, 'মাল্লু খসালে শিবঠাকুরও বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে। তা আমাদের ডাক পড়বে কখন?'

ধনা সেপাই বলল, 'বড়বাবু থানায় ফিরলে। তাই অর্ডার।'

বয়স্কা বলল, 'কপাল। তিনি তো শেষ রাত্রেও ফিরতে পারেন। পেটে বিদ্যেবুদ্ধি থাকলে তাঁর কাছে গিয়ে বললে যদি দয়া হয় তাহলে রক্ষা পেতে পার।'

ধনা সেপাই জিজ্ঞাসা করল, 'কী কেস বল তো? সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে লাইনের নয়!'

'আমারও তাই মন বলছে।'

'ছি ছি ছি। কী অন্যায় কথা!' ধনা জিভ কামড়াল।

'অন্যায়টা কিন্তু তোমরাই করেছ।'

'নিশ্চয়ই ভিক্টোরিয়ায় লটরপটর করছিল। এই তো গেল হপ্তায় একেবারে স্বামী-স্ত্রীকে ধরে নিয়ে এসেছিল। একটাই ঘরে তিনটে বাচ্চা নিয়ে থাকে, তার ওপর দেশ থেকে বাপ এসে রয়েছে সেই ঘরে, মন আর কতদিন বাঁধ মানে, লটরপটর করতে এসেছিল ময়দানে, সেখান থেকে এখানে।' ধনা শব্দ করে হাসল, 'চলি বাড়ি।'

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত একটা ভাবনা মাথায় খেলে গেল নীতার। সে চিৎকার করে ডাকল, 'এই যে, শুনুন। একটু আসবেন?'

ধনা বিস্ময়ে ফিরে তাকাল। নীতা বলল, 'আপনি আমার একটা উপকার করবেন?'

'উপকার? আমি? না, না, আমি ছেড়ে দিতে পারব না। চাকরি যেতে পারে।'

ধনা দুহাত নাড়তেই বয়স্কা হেসে উঠল, 'আ মরণ, এবার বল বাড়িতে কচি বউ আছে! তোমার সাহস হবে কেন? সাহস আছে পাঁড়েজীর। ও তোমার কোন উপকার করবে না।'

নীতা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি একটা কথা ফোন করতে পারবেন ?'

'ফোন ? কোথায় ?' ধনা ঢোঁক গিলল।

'আমাদের পাশের বাড়িতে। ফোন করে বলবেন যে আমি এক বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে আটকে গিয়েছি। সে খুব অসুস্থ। কেউ যেন চিন্তা না করে, কাল ঠিক ফিরে যাব।' নীতা প্রায় আবেদনের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল। ধনা তু'পকেটে হাত দিল। তারপর মাথা নাড়ল।

নীতা চটপট ব্যাগ খুলে একটা ক্যাশমেমোর উল্টো দিকে পাশের বাড়ির টেলিফোন নম্বর লিখে দিল। তার পাশে বড়দার নাম আর তার নিজের নাম। গারদের ফাঁক দিয়ে কাগজটা মুঠোর নিয়ে হাত গলালো গরাদের ফাঁক দিয়ে।

বয়স্কা বলল, 'তুমি দেখছি সত্যি হাঁদা। ওই সঙ্গে দশটা টাকা দাও ধনাকে। নীতা আবার ব্যাগ খুলল। তিরিশটি টাকা রয়েছে ব্যাগে। তা থেকে দশ টাকার একটা নোট এগিয়ে ধরতে ধনা এসে সেগুলো নিল। নীতা বলল, 'আপনি কিন্তু একবারও বলবেন না আমি এখানে এসেছি। প্লিজ। ওপরে যে নাম লেখা আছে তাকে আমার নামটা বলে খবর দিতে বলবেন। আপনি কিন্তু ভুলবেন না।'

ধনা মাথা নেড়ে টাকা আর ক্যাশমেমো নিয়ে বেরিয়ে গেল। বয়স্কা জিজ্ঞাসা করল, 'কত টাকা আছে ব্যাগে ?'

'কুড়ি।'

'দূর। তাহলে হল না। পঞ্চাশ হলে একটা চেষ্টা করা যেত।' বয়স্কা ফিরে গেল অন্য মেয়েদের কাছে। সেখানে খেলা নিয়ে ঝগড়া বেধেছে। মুহূর্তেই জায়গাটা অশ্লীল শব্দে ভরে গেল। তুজন পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাকিরা সরে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করছে। নীতার কানে শব্দগুলো গরম সিসে ঢালতে লাগল। নিজের অজান্তেই সে গারদের সামনে দাঁড়িয়ে কান চাপা দিল। ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে একটি মেয়ে চিৎকার করে উঠল, 'এই গ্যাখ, মাইবি ! সতী সাবিত্রী।'

সঙ্গে সঙ্গে লড়াই থেমে গেল। সবাই অবাক হয়ে নীতার দিকে তাকিয়ে রইল একমুহূর্ত। তারপর এ ওর গায়ে হাসিতে ঢলে পড়ল। একজন বলল, 'মেয়ে হয়ে জন্মেছ আর এইসব বাক্য শোননি ? ব্যাটাছেলের সঙ্গে রস করতে এয়েছিলেন আর গেরস্তপনা হচ্ছে ?'

বয়স্কা বলল, 'ছেড়ে দে ওকে। সত্যি ভদ্রলোকের মেয়ে।'

'তাহলে সঙ্গের লোকটা খচ্চর। নিজে হাওয়া হয়ে গেল ?'

'ব্যাটাছেলে কবে ভদ্দর লোক হয় ?'

'অ্যাই, ওখানে দাঁড়িয়ে কেঁদে কী হবে ? আমাদের সঙ্গে খেলবে ?'

নীতা ঠোঁট কামড়াল। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

'ও তা খেলবে কেন ? এখানে এসেও আমাদের ঘেন্না হচ্ছে বুঝি ?'

'কত ভদ্দরলোকের মেয়ে দেখলাম, বাজারের মেয়েদের ছাড়িয়ে যায়।'

বয়স্কা বলল, 'থাক বাপু, আসতে হবে না। ওখানেই বসে থাকো। দ্যাখো কখন ডাক আসে।'

হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসেছিল নীতা। মাথার ভেতরটা একদম ফাঁকা। কোন চিন্তাই সে করতে পারছিল না। এই সময় একটা সেপাই এসে ডাকল, 'লাইন লাগাও। বড়বাবু এসে গেছে।'

কানে যাওয়া মাত্র মেয়েগুলো নানারকম মন্তব্য করতে লাগল। সেপাই তাড়া লাগিয়ে যাচ্ছে সমানে। বয়স্কা এগিয়ে এল, 'চল, তুমি সবার আগে গিয়ে বড়বাবুকে বল।'

সমস্ত শরীর শক্তিহীন। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। সেপাই তালা খুললে নীতা কোনমতে পা বাড়াল। তার পেছন অন্য মেয়েরা। সেপাই তাদের যে ঘরে নিয়ে গেল, তার পাশেই কেউ একজন পরিত্রাহী চিৎকার করছে। সেই সঙ্গে মার ও হুঙ্কারের শব্দ।

বয়স্কা ফিসফিসিয়ে বলল, 'আড়ং হচ্ছে। সুখ মিটিয়ে নিচ্ছে শালারা।'

নীতা লক্ষ্য করল, চিৎকার কানে যাওয়ামাত্র মেয়েগুলো একদম চুপচাপ হয়ে গিয়েছে।

যে ঘরে ওদের আনা হয়েছে সেখানে একটা বিশাল টেবিল। দেওয়ালের দিকে চেয়ারের ওপরে তোয়ালে পাতা। টেবিলের এপাশে খান চারেক চেয়ার। ঘরে কেউ নেই। মেয়েদের এক কোণে দাঁড় করিয়ে রেখে সেপাইটা চলে গেল। নীতার দাঁড়াতে খুব কষ্ট হল। সে চারপাশে আকুল চোখে তাকাল। না, কোথায়ও অনীশ নেই। তার কান্না পেয়ে গেল।

মিনিট তিনেক বাদে লম্বা মোটাসোটা একটা লোক ঘরে ঢুকলেন। চেয়ারে বসার আগে তিনি মেয়েদের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ নামিয়েই আর একবার তাকালেন। নীতা দেখল লোকটার চোখের তলায় কমলালেবুর কোয়ার মত চর্বি। মুখ হাঁড়ির মত। চেয়ারে বসে বড়বাবু নিজেই একটা খাতা টেনে নিলেন। তারপর আঙুল তুলে একজনকে আসতে বললেন। নীতা কিছু করার আগেই একটি অল্পবয়সী মেয়ে এগিয়ে গেল। বড়বাবু তার দিকে না তাকিয়ে ডটপেন টিপে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাম ?'

'পারুল দাসী।'

'ঠিকানা ?'

'কালীঘাট।'

'বয়স ?'

'কুড়ি।'

'খদ্দের কোথায় পেয়েছিলি ?'

'ওখানেই।'

'ওপাশে গিয়ে দাঁড়া।' হুকুম হওয়া মাত্র মেয়েটি সপ্রতিভ পায়ে ঘরের বিপরীত কোণায় গিয়ে দাঁড়াল। এই সময় বয়স্কা নীতাকে ঠেলল, 'এবার তুমি যাও।'

নীতা ধীরে ধীরে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বড়বাবু মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাম?'

'নীতা।' কাঁপা গলায় উচ্চারণ করল সে।

'নীতা কী? দাসী টাসি বল।' বড়বাবু মুখ তুললেন।

নিজের উপাধিটা বলতে গিয়ে সামলে নিল নীতা। না, সঠিক নাম বলা ভুল হবে। সে মুখ নামিয়ে বলল, 'নীতা সাহা।'

'সাহা। লাইনে কদ্দিন?'

'আমি ভদ্রঘরের মেয়ে। আপনারা ভুল করে ধরে এনেছেন।'

'তাই নাকি? কোথায় ধরেছে?'

'ভিক্টোরিয়ায়।'

'সেখানে কী করা হচ্ছিল?'

'গল্প করতে গিয়েছিলাম।'

'কার সঙ্গে?'

'আমার এক বন্ধুর সঙ্গে।'

'সে কোথায়?'

'এখানে তাকেও আনা হয়েছিল।'

কী নাম?'

'অনীশ সোম।' চট করে সত্যি কথাটা বলে ফেলল নীতা।

বড়বাবু একটা কাগজ টেনে নিলেন। দুবার চোখ বুলিয়ে মাথা নাড়লেন, 'গল্পটা মিলল না। ওই নামে কাউকে এখানে ধরে আনা হয়নি। ঠিকানা?'

নীতা ঢোঁক গিলল। অনীশ নিজের নামটা এখানে বলেনি। কিন্তু কোন ঠিকানা বলবে সে? বাড়ির ঠিকানা বললে পুলিশ যদি আজ রাত্রে ওখানে গিয়ে হাজির হয়। যদি বলে নীতাকে তারা গ্রেপ্তার করেছে, শিউরে উঠল সে।

'ঠিকানাটা?' এবার গলার স্বর উঠল।

'আপনি ঠিকানা দিয়ে কী করবেন?'

'কাল কোর্টে তোলার সময় ঠিকানাটা লাগবে।'

'তিনের এক শ্যামপুর রোড।'

'তিনের এক!'

বড়বাবুর মুখে হাসি ফুটল, 'শ্যামপুর রোড বলে কলকাতায় কোন রাস্তা আছে?'

নীতা জবাব দিল না। ভদ্রলোক বললেন, 'পড়াশুনা কদ্দূর?'

'এম-এ পাশ করেছি।'

'এম-এ পাশ বাজারের মেয়ে প্রচুর।'

'আমাকে আপনি অপমান করবেন না।'

'বুঝলাম। এমন লোকের সঙ্গে মেশা হয় কেন, যে বিপদে ফেলে পালিয়ে যায়। লোকটা করে কী? ওর নাম ঠিকানা জানতে চাই। আমি এখনই ওকে তুলে আনছি। কী নাম?'

নীতা ঢোঁক গিলল। বড়বাবু বললেন, 'অনীশ সোম বলা হল না একটু আগে?' থাকে কোথায়? এইসব লোককে কব্জা করতে পারলে আমি খুশি হই। ঠিকানা কী?'

নীতা দুচোখে যেন অন্ধকার দেখল। দারোগাবাবুর মুখ এখন কঠিন। লাল চোখে যথেষ্ট ক্রোধ। অনীশের হদিশ বললেই যেন তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন। সে কী করবে? উনি যদি অনীশকে এখন এই রাত্রে ধরে নিয়ে আসেন তাহলে কি সে ছাড়া পাবে? অনীশ কি সব কথা বুঝিয়ে বলে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে? নীতা সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না।

'বলুন, চুপ করে থাকবেন না, আমি ধরে নিচ্ছি, আপনি ভদ্রমহিলা, তাহলে সেই লোকটিকে আমার চাই যে মজা লুটে কেটে পড়ে। ওকে এমন শিক্ষা দেব যা জীবনে ভুলবে না।' দারোগাবাবু নীতার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিচ্ছিলেন না। না, বোধটা ঝটপট সতেজ হল না। সে অনীশকে বিপদে ফেলবে না। আজ রাত্রে অনীশকে ধরে নিয়ে এলে সম্পর্কে যে ফাটল হবে তা সারা জীবনে জুড়বে না। কি পরিস্থিতিতে অনীশকে এখান থেকে চলে যেতে হয়েছে তা সে জানে না। হয়তো অনীশ অন্য উপায়ে তাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে। নীতা মুখ নামাল।

'ঠিকানাটা আমি জানতে চাইছি!' বাঘের মত হুঙ্কার দিলেন বড়বাবু।

'আমি দুঃখিত, বলা সম্ভব নয়!'

'আশ্চর্য! দুর! কার সঙ্গে কথা বলব। কোন কেসে যদি বুঝি অপরাধী মেয়েটির ওপর বলাৎকার করেছে তবে সে বলবে করেনি। বললে সমাজে বদনাম

ঢে যাবে। আরে এরকম করলে অপরাধী জীবনে শাস্তি পাবে না। কী করেন আপনি?'

চাকরি শব্দটা বলতে গিয়ে সে সামলে নিল, 'টিউশনি করি।'

'করেন?' চোখ ছোট করলেন দারোগাবাবু।

নীতা মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

'দেখুন, এখন পর্যন্ত আমি আপনার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করছি। কী, ঠিক না?'

নীতা জবাব দিল না।

'অথচ পুলিশের তো বদনামের শেষ নেই। আমি আপনার উপকার করতে চাই। ওই কোণে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের সঙ্গে আপনার তফাত একবার তাকালেই বোঝা যায়। কিন্তু আপনাকে ধরা হয়েছে ইম্‌মরাল ট্র্যাফিক অ্যাক্টে। প্রকাশ্য স্থানে অশ্লীল আচরণ করার অভিযোগ খণ্ডন করা অনেক উকিলেরও পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমি আপনার কেস কাল কোর্টে তুলব না যদি লোকটির হদিশ আমাকে দেন।' চেয়ারে হেলান দিয়ে পা দুটো এগিয়ে দিলেন বড়বাবু।

নীতা ঢোঁক গিলল। তার মন বলছে, এটা টোপ। একটা রাত আর সমস্ত জীবন, কোনটা বেছে নেবে? না, অনীশকে বিপদে ফেলতে পারবে না কিছুতেই।

'আপনি যখন বলবেন না তখন আমার কিছু করার নেই। বয়স?'

নীতা জবাব দিল না। তার দুচোখ উপচে জল নামল। দারোগাবাবু বাঁ হাত নেড়ে তাকে সরে যেতে বলতেই বয়স্কা এগিয়ে গেল।

জেলহাজতে তাদের নিয়ে আসা হল। বয়স্কা এগিয়ে এল নীতার পাশে, 'তুমি একটা বুদ্ধু। দারোগাবাবু যখন জানতে চাইছিল তখন নাগরটার নাম বললে না কেন?'

'আপনি এভাবে কথা বলবেন না।'

'ও। কারো ভাল এই জন্যে চাইতে নেই। মরো এবার।'

কিছুক্ষণ বাদে রুটি আর ডাল নিয়ে এল একটা ছোকরা। মেয়েগুলো কাড়াকাড়ি করে খেয়ে নিল সেগুলো। নীতার ভাগ পেয়ে তারা খুশি। ছুঁয়ে দেখতে প্রবৃত্তি হল না নীতার। খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে বয়স্কা এগিয়ে এল, ট্রাম বাস বন্ধ হতে চলল। এখন আরাম করে বসো। একটা কথা জিজ্ঞাসা

করি, নামটা কি ঠিকমত বলেছ ?'

'মানে ?'

'নিজের সত্যি নামটা বলেছ ?'

'না।' মুখ ফসকে বলে ফেলল নীতা।

'যাক, ঘটে দেখছি এই বুদ্ধিটা ছিল। কোর্টের খাতায় নাম উঠলে আর দেখতে হবে না। তবে একটা কথা বলে দিচ্ছি বাপু, ওই ছোকরার সঙ্গে আর মিশো না।'

'কিন্তু, কিন্তু আমাকে যে আজ রাত্রে বাড়িতে ফিরতেই হবে।'

'সেটা তো তোমার হাতেই ছিল। বড়বাবুকে গিয়ে বলতে পারতে।'

'না।'

'তাহলে আর নাকে কাঁদছ কেন ?'

নীতা আবার ডুকরে কেঁদে উঠল। সেই সময় একটি নতুন সেপাই সামনের প্যাসেজে ঢুকল। চিৎকার করে বলল, 'চিল্লামিল্লি বন্ধ কর।' বলে চলে গেল।

লোকটার গলার স্বর এত কর্কশ যে কান্নাটা বন্ধ হয়ে গেল আচমকা। সে আঁচলে চোখ মুছল। বয়স্কা বলল, 'দাঁড়াও, ভগবানকে ডাক, যদি তোমার কপাল খোলে।'

নীতা থমথমে গলায় জানতে চাইল, 'মানে ?'

'ওদিকে তাকাও বুঝতে পারবে।'

নীতা দেখল মেয়েগুলোর মধ্যে যেন সাজসাজ রব পড়ে গেছে। সবাই যে যার ব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে চুল আঁচড়াচ্ছে, মুখ মুছছে। কেউ কেউ শাড়ির আঁচল এমনভাবে টান টান করছে যাতে উর্ধ্বাঙ্গে ঢেউ ওঠে। সে কিছুই বুঝতে পারল না।

ওপাশ থেকে একটা মেয়ে চিৎকার করল, 'ও দিদি, তুমি চান্স নেবে না ?'

'না। তোরা থাকতে আমার দিকে তাকাবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি হেসে গড়িয়ে পড়ল। বয়স্কা বলল, 'ময়দানে দেখিস না, পড়ে থাকা বাসি মাল নিয়ে আমার এখন কারবার। তোদের এখন দিন, আমরা তো পা-ধোওয়া জল, কেউ মুখে দেয় ?'

'তুমি মাইরি খুব সুন্দর কথা বল।' বলতে বলতে মেয়েটি পোজ মেরে গারদের গায়ে গিয়ে দাড়াল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল সিনেমা স্টার ক্যামেরাম্যানের সামনে পোজ দিচ্ছে। নীতা অবাক হয়ে দেখল বাকি মেয়েরাও

একে একে ওর পাশে লাইন দিয়ে দাঁড়াল। প্রথম মেয়েটি ঝটকা দিয়ে একটু সরে আলাদা জায়গা করতেই লাইনের একজন বলে উঠল, 'ইস, ডাঁট ছ্যাখ, যেন মন্দাকিনী। ঢঙ!'

বয়স্কা নীতাকে বলল, 'বুঝতে পারছ?'

নীতা ঘাড় নাড়ল, 'না।'

বয়স্কা বলল, 'এখন পাঁড়েজীর ডিউটি। সেপাইদের হেড।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'এর আগে দুবার দেখেছি। একটু পরে বড় আলো নিভিয়ে দেওয়া হবে, ছোট আলো জ্বলবে। পাঁড়েজী এসে সব মেয়েকে দেখবে। যাকে ওর পছন্দ হবে তার সঙ্গে একটু ফস্টিনস্টি করবে। সেই মেয়েকে আর কোর্টে যেতে হবে না।'

'মানে?'

'উঃ, ইচ্ছে করলে এখনই থানা থেকে বের করে দিতে পারে, নইলে কাল সকালে কোর্টে যাওয়ার সময় কেটে পড়ার ব্যবস্থা করে দেবে পাঁড়েজী। দুবারই তাই দেখলাম। ছাড়া যদি পেতে চাও তাহলে গরাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াও।'

নীতার মাথায় কিছু ঢুকছিল না। পাঁড়েজী ফস্টিনস্টি করবে।

'কী হল? যাও।' চাপা গলায় ধমকাল বয়স্কা।

'ফস্টিনস্টি মানে?'

'মানে যা তাই।'

থামোকা একটা অচেনা মানুষকে সে তার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করতে দেবে কেন? অনীশ ছাড়া কোন পুরুষের সঙ্গে তার ওসব করার মানসিকতাই নেই। আর ফস্টিনস্টি জিনিসটা অনীশও তার সঙ্গে করে না। এখন পর্যন্ত আঙুল স্পর্শ করা ছাড়া আর কোন উদ্যোগ অনীশ নেয়নি, তরল রসিকতাও করেনি। সে বাজারের মেয়ে নাকি যে, কেউ তার সঙ্গে ওসব করতে পারবে? মনে মনে ফুঁসে উঠল সে। এই সময় বয়স্কা জিজ্ঞাসা করল, 'কটা বাজে?'

কবজি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল নীতা। এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড বন্ধ হবার উপক্রম। বারোটা বেজে গিয়েছে। এতক্ষণে দাদারা নিশ্চয়ই খবর না পেয়ে ফিরে এসেছে। মায়ের মুখটা মনে পড়ল। চিন্তা ভাবনার সঙ্গে কান্না ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। দাদারা এর পরে কী করতে পারে? থানায় খবর দেবে? থানা থেকে অফিসে? এত রাত্রে অফিসের কাউকে পাবে না অবশ্য কিন্তু কাল সকাল দশটায় তো সবাই থাকবে। হাত পা কাঁপতে লাগল নীতার।

'কী হল ? কটা বাজে ?'

'বারোটা বেজে গেছে।'

'অ। নিজেরটা যদি বাজাতে না চাও তাহলে দয়া করে লাইনে দাঁড়াও। পাঁডেজী গালে গলায় বুকে হাত বোলাবে, ব্যাস। সবার নয়, শুধু একজনকে. যাকে পছন্দ হবে। এ নিয়ে নাক উঁচু করে থেকো না। কেউ জানতে পারবে না কিন্তু তুমি ঘরের মেয়ে রাত ফুরাবার অনেক আগে ঘরে ফিরে যেতে পারবে ?'

'গায়ে হাত দেবে ? ছি!' কুঁকড়ে উঠল নীতা।

'আ মরণ! তোমার শরীর খারাপ হলে ডাক্তার গায়ে হাত দেয় না। বাচ্চা হবার সময় রাজার মেয়েকেও ডাক্তারের সামনে ন্যাংটো হতে হয়, জানো না ?'

'এ দুটো এক হল ?' নীতার চোখ বিস্ফারিত।

'এক। ডাক্তার অসুখ সারায়, পাঁডেজী তোমাকে বিপদ থেকে মুক্ত করবে। পাঁচ মিনিটও না। তারপর তুমি কোথায় আর এরা কোথায়। বাসে ট্রামেও তো বদমাস মানুষ গায়ে হাত দেয়। অনেক বকেছি বাবা, বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে থাকলে দাঁড়াও।'

সমস্ত শরীর ঘিনঘিন করতে লাগল। পা দুটো যেন মেঝের সঙ্গে পেরেক দিয়ে সাঁটা। না, মরে গেলেও সে কাউকে শরীরে হাত দিতে দেবে না। বয়স্কা ওর মনের কথা বুঝতে পেরে পেছনের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। নীতা অন্য মেয়েগুলোর দিকে তাকাল। এর মধ্যে ওরা বাজি ধরতে আরম্ভ করেছে কার ভাগ্যে শিকল ছিঁড়বে। অতি কুৎসিত এক যুবতীও লাইনে দাঁড়িয়েছে পাঁড়েজীর দক্ষিণার আশায়। তার দর সবচেয়ে বেশি। এই নিয়ে খুব মজা করছে ওরা। যেন ব্যাপারটায় কোন লজ্জা নেই।

এখন যদি এখান থেকে বের হওয়া যায় তাহলে বাড়িতে পৌছাবে কী করে ? ট্রাম বাস নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ট্যাক্সি নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু দিনের বেলাতেই একা ট্যাক্সিতে চাপতে তার ঠিক সাহস হয় না, তা রাতের বেলায়। অবশ্য রাস্তায় পড়ে থাকার চাইতে একটা বুড়ো ট্যাক্সিওয়ালাকে পেলে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কখনই গলির ভেতর বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নামবে না। এত রাত্রে ট্যাক্সি থামলে আশেপাশের বাড়ির লোক জানলা দিয়ে উঁকি মারে। একবার ছোটদা রাত একটায় ট্যাক্সি চেপে এসেছিল বিয়ে বাড়ি থেকে। পরদিন পাশের বাড়ির বউ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমার দাদা অমন ফুলবাবুটি সেজে মাঝরাত্রে কোত্থেকে ফিরল গো ?' অতএব ট্যাক্সিটাকে ছাড়তে হবে বড় রাস্তায়।

মিনিট খানেকের পথ অন্ধকারে হাঁটতে হবে। তা হোক। সেই স্কুলে যাওয়ার বয়স থেকে ওই গলিতে হাঁটছে সে। হঠাৎ শরীরে একটা বিপরীত প্রবাহ বইল যেন। চোখ বন্ধ করে নর্দমায় নামলে যদি মুক্তি পাওয়া যায়—। সে ঠোঁট কামড়াল। অনীশ কী ভাবে? দ্বিতীয় মন বলল অনীশ টের পাবে না। এই থানায় তার নাম নীতা সাহা। এই মেয়েগুলো যে স্তরে বিচরণ করে তাতে তার সঙ্গে এ জীবনে দেখা হবার কোন সম্ভাবনা নেই। ভুলেও কখনও ভিক্টোরিয়া অথবা ময়দানে যাবে না সে।

এই সময় চাপা হাসি ছড়াল। নীতা দেখল, মোটাসোটা চেহারার এক প্রৌঢ় সেপাই গারদের ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েগুলো বলছে, 'নমস্কার পাঁড়েজী, সেলাম জমাদারজী!' আর লোকটা মাথা নাড়ছে, 'নেহি হোগা। বড়বাবু সবকোই তো নাম লিখ দিয়া। আজ হাম কিসিকো ছোড়নে নেহি সেকেগা।'

যাকে মন্দাকিনী বলা হয়েছিল সে বলল, 'সেকেগা গো সেকেগা। একজনের নাম খাতায় ওঠেনি। যাও গিয়ে খাতা দেখে এসে আমাদের গোন।'

পাঁড়েজী বলল, 'ও কেইস্যা হুয়া?'

'হুয়া। গুনতিকো টাইমমে একজন গড়বড় কিয়া।'

শোনামাত্র পাঁড়েজী অফিস ঘরে ছুটল। নীতা ব্যাপারটা ধরতে পারছিল না। দারোগা সবাইকে ডেকে প্রশ্ন করে অন্য এক কোণে দাঁড়াতে বলেছিলেন। তার মধ্যে কেউ জায়গা বদল করতে পেরেছিল? কী কাণ্ড!

একটু বাদেই বড় আলো টুপ করে নিভে গেল। এখন শুধু গ্যাসেজের আলো জ্বলছে! আধো-আলোয় এক ধরনের স্বস্তি এল। পাঁড়েজী ফিরে এল, 'কৌন নাম নেহি লিখায়া? এক দো তিন চার · ।' গুনতে লাগল লোকটা। গোনা হয়ে গেলে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'বলো, কৌন নাম নেহি লিখায়া?'

'তা বলব কেন? তোমার কাজ তুমি কর। একজনকে ছেড়ে দাও। তোমার বড়বাবু টেরও পাবে না। যতজনকে কোর্টে পাঠাবার কথা ততজনকেই পাঠাবে।'

মন্দাকিনীর কথা শেষ হওয়ামাত্র পাঁড়েজীর মুখে হাসি ফুটল, 'বহুৎ চালু বন গিয়া তুমলোগ। ঠিকসে লাইন লাগাও, হাম আতা হ্যায়।'

আবার হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। ঠিক লাইনে নয়, ওদের খানিকটা পেছনে জড়সড় হয়েই দাঁড়িয়ে রইল নীতা। পাঁড়েজী ফিরল। তারপর যেদিকে কুৎসিত মেয়েটি দাঁড়িয়ে সেদিক থেকে পরিদর্শন শুরু করল, 'ইয়ে শালিকো ভি কাস্টমার মিলতা হ্যায়? বাপস! তুম তো একদম কাঠি। তুমরা উমর কেতনা?'

'পঁচিশ।' তৃতীয় মেয়েটি জবাব দিল।

'ভ্যাট।'

'না গো, তিরিশ।'

'ফিন ঝুটা বাত? ঠিক সে বোল।'

'পঁয়ত্রিশ। মাইরি বলছি।'

'পঁয়ত্রিশ। কেতনা পাউডার লাগায়া মুখ মে? মারে গা ঝাপ্পড়?'

'তাহলে সত্যি বলছি, চল্লিশ। দুই কুড়ি।'

পাঁড়েজী পরের মেয়েটির সামনে দাঁড়াল। মাথা নাড়ল। এর পরে তার নজর পড়ল দূরে দাঁড়ানো নীতার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে থর থর করে কেঁপে উঠল নীতা। প্রচণ্ড শীত করতে লাগল তার। শাড়ির আঁচল বাঁহাতে অজান্তেই টেনে এনে শরীর ঢাকার চেষ্টা করল। পাঁড়েজী মুখ বিকৃত করল। তারপর পরের মেয়েটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নীতা বুঝতে পারল, সে নির্বাচিত হল না। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হতাশা তাকে ঘিরে ধরল। পাঁড়েজী নির্বাচন না করলে আজ রাত্রে এই নরক থেকে মুক্তির পথ নেই। এতগুলো বাজারের মেয়ের সঙ্গে তাকে এক প্রতিযোগিতায় নামতে হল কিন্তু! হঠাৎ উল্লাস শুনতে পেল সে। মন্দাকিনী নির্বাচিত হয়েছে। চটকদার অথচ সৌন্দর্যের প্রচলিত সংজ্ঞা থেকে সাত মাইল দূরের একটি স্বৈরিণীকে নির্বাচন করল পাঁড়েজী। নীতা ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়ে মুখ ঢাকল।

এক সঙ্গে দুরকম লজ্জা তাকে ঘিরে ধরেছে। এক, তাকে মুক্তির প্রয়োজনে কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। কিন্তু তার থেকে প্রবল, স্বৈরিণীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে হেরে গেল। আজ পর্যন্ত যার শরীরে কোন পুরুষের স্পর্শ পড়েনি, অত্যন্ত যত্নে যে শরীর এতকাল লালিত হয়েছে, সেই শরীর হেরে গেল প্রতি রাত্রে ব্যবহৃত এক স্বৈরিণীর শরীরের কাছে, যার সৌন্দর্য নেই, শুধু চটক আছে। তার কি মনে মনে বিশ্বাস ছিল সে দাড়ালে পাঁড়েজী অন্য সবাইকে সরিয়ে তাকেই নির্বাচন করবে? এইরকম বিশ্বাস থেকেই সে দাঁড়াতে চাইছিল না? এই মুহূর্তে একটি পুরুষের কাছে তার মূল্য নেই। অহঙ্কারের বেলুন আচমকা ফেঁসে গেল যেন। আজ পর্যন্ত কত পুরুষ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে বলে বিশ্বাস করার কারণ ছিল। সে অত্যন্ত অহঙ্কারের সঙ্গে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল। এমন কি অনীশের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করার পর মনে মনে স্থির করে রেখেছিল, যতদিন না বিবাহের স্বীকৃতি পাওয়া যাচ্ছে তদ্দিন অনীশকে শরীরের আনন্দ পেতে দেবে না, তা সে যেরকমই হোক। অথচ পাড়েজী কি অবহেলায় তার ওপর থেকে

চোখ সরিয়ে নিল। যেন ওই সব কুৎসিত, মাগুরমাছের গায়ে ছাই ঢালা চেহারার মেয়েদের দলে সে। প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করছিল নীতা। আর তখনই হুল্লোড় উঠল। চোখ তুলেই নামিয়ে নিল সে। মন্দাকিনী আর পাঁড়েজী ঘনিষ্টভাবে দাঁড়িয়ে, মাঝখানে অবশ্য গারদ। সঙ্গে সঙ্গে শরীর শক্ত হয়ে গেল। কী ভুল করতে যাচ্ছিল সে। ওভাবে সে মরে গেলেও দাঁড়াতে পারত না। ঈশ্বর তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। অন্তত পাঁড়েজীর রুচি হয়নি বলে সে বেঁচে গেল। হঠাৎ ঝটপট শুরু হয়ে গেল। নীতা মুখ তুলে দেখল পাঁড়েজী উধাও। মন্দাকিনী পোশাক ঠিক করছে। একজন অফিসার প্যাসেজে ঢুকে চিৎকার করলেন, 'কী হচ্ছিল এখানে ? এত হল্লা কিসের ?'

'কে রে ?' পেছন থেকে কেউ একজন ফোড়ন কাটল।

'কী ? কে রে ? কে বলল ? মেরে মুখ ভেঙে দেব।' অফিসার অগ্নিশর্মা।

'ও মা, মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলবে ?'

'মেয়েছেলে ? তোমরা মেয়েছেলে নাকি ! বাপ্‌স।'

'তাহলে ধরে এনেছ কেন বাপু ?'

'ফক্করি মারবে না। চুপচাপ থাকো। কেউ এসেছিল এখানে ?'

'ওমা কে আবার আসবে ?'

অফিসার বিরক্তভাবে কাঁধ নাচালেন, তারপর কিছু করতে না পেরে ফিরে গেলেন। মন্দাকিনী ঠোঁট নাড়ল, 'মরণ। ও পাঁড়েজী, গেল কোথায় ?'

নীতা দেখল এখন মন্দাকিনীর সঙ্গে কেউ কথা বলছে না। সেও নিজেকে দল থেকে আলাদা করে পরীর মত ঘুরছে। বাকিরা ওকে যেন পছন্দ করছে না। তারা বসে গেছে পেছনের দেওয়াল ঘেঁসে বাঘবন্দী খেলতে। নীতা দেখল বয়স্কা ওপাশের মেঝেয় শুয়ে পড়েছে। এরই মধ্যে নাক ডাকতে শুরু করেছে মহিলার। ও তার মনে পড়ল, দিদিমারও নাক ডাকত। কিন্তু এখানে, এই গারদের মধ্যে ? বয়স্কাকে দেখে মনে হচ্ছিল নিজের বিছানায় শুয়ে আছে।

একটু বাদেই পাঁড়েজী নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল গারদের ওপাশে। তাকে দেখামাত্র মন্দাকিনী ছুটে গেল, 'কী হল ? ভাগলে কেন ?'

'শালা অফিসার আ গিয়া থা। তিন নম্বর অফিসার। নয়া আদমি। বহুৎ কড়া।' গালে হাত বোলাতে লাগল পাঁড়েজী।

'আমি কোন কথা শুনব না। তুমি তোমার কাজ করেছ, এবার আমাকে ছাড়ো।'

'আভি নেহি। কাল সুবামে।'

'কেন ?'

'আরে আভি তুম ঘর জানে নেহি সেকেগা। সুবামে অফিসারকো ছুটি হোনেসে হাম আ জায়েগা।' পাঁড়েজি বিদায় হল।

কলকাতা শহরের একটি পরিবার সারারাত জেগে ছিল। সমস্ত আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে খোঁজ নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এ পরিবারের মেয়ের সন্ধান পাওয়া যায়নি। রাত দুটো নাগাদ বড়দা এবং মেজদা নীতার টেবিলে এসে বসেছিলেন সূত্র সন্ধানের জন্যে। কোন চিঠি অথবা প্রেমপত্র পাওয়া গেলে ভাবনা সেই খাতে প্রবাহিত হবে। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। মেজদা ডি এইচ লরেন্সের সিলেক্টেড নভেলস বইটা খুলে একটা নাম সই দেখলেন, এ সোম। এই সোম ভদ্রলোক কে বুঝতে পারছিলেন না তাঁরা। কোন ঠিকানা নেই। প্রথমে উদ্বেগ, পরে বিরূপ কথাবার্তা, শেষ পর্যন্ত তিক্ততা বাড়ল সম্পর্কে। শুধু এঁদের মা তাঁর ঘরে বসে রইলেন পাথরের মত। ভোর হল। মায়ের দরজায় এসে দাঁড়াল ভাইয়েরা। তিনি কাতর গলায় বললেন, 'কী হবে ? ওকে কেউ—।' গলার স্বর রুদ্ধ হল।

বড়দা বললেন, 'বুঝতে পারছি না। আমরা ঠিক করেছি থানায় যাব।'

'থানায় ?' মা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালেন।

'উপায় নেই। পুলিশকে জানাতেই হবে। নইলে পরে কিছু হলে পুলিশ এসে ঝামেলা পাকাবে। ওর কোন বিপদ হলে পুলিশ ওকে বাঁচাতে পারে।'

বড় বউদি বললেন, 'কিন্তু ঘরের কথা বাইরে ছড়াবে।'

মেজ বউদি জানালেন, 'খবরের কাগজের আইন আদালতেও ছাপতে পারে।'

বড়দা রেগে গেলেন। রাত্রি জাগরণের কারণে সেই রাগ আরও উগ্র হল, 'কিন্তু তাবলে আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। আমার সঙ্গে একজন চল।'

ছোটদা সঙ্গ নিল। গলিতে বেরিয়েও মনে হল, এই সময়ে মেয়েটা ফিরলে থানায় যেতে হত না। থানা সম্পর্কে কোন ধারণা নেই কারো। ছোটদার মনে পড়ল, তার এক সহপাঠী ভবানীপুর থানায় পোস্টেড। মাঝখানে একদিন গড়িয়াহাটে দেখা হয়েছিল। তাকে বললে কেমন হয়। শুনে বড়দা নাকচ করলেন, 'জুরিসডিকসন ভবানীপুর থানার নয়। সে কী করবে ? আইন মাফিক চলাই ভাল।'

সাত সকালে থানার চেহারা মাঝরাতের মন্দিরের মতন থাকে। বেশ আলস্য জড়ানো চারধারে। লোকজনের ভিড় নেই। বড়বাবুকে এখনই টেবিলে পাওয়া যাবে এমন আশা ছিল না। কিন্তু তিনি খুব শান্ত মুখে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ওঁরা দাঁড়াতেই চোখ তুলে বললেন, 'বসুন। এবার বলুন আমি আপনাদের কী উপকারে আসতে পারি?'

পুলিশের লোকের মুখে এমন সংলাপ শোনা যায় ধারণা ছিল না বড়দার। দুই ভাই পরস্পরের মুখ দেখলেন। বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার? চুরি?'

'আজ্ঞে না।' বড়দা বললেন, 'আমরা খুব দুশ্চিন্তা নিয়ে ছুটে এসেছি। আমাদের একমাত্র বোন কাল রাত্রে বাড়িতে ফেরেনি।'

'অবিবাহিতা?' কাগজে চোখ রাখলেন বড়বাবু।

'হ্যাঁ। সরকারী চাকরি করে। চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স।'

'কোথায় গিয়েছিল?'

'অফিসে। আর ফেরেনি।'

'কিছু বলে গিয়েছিল?'

'না।'

'আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে খোঁজ খবর করেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কোথাও যায়নি সে।'

'হুম্। প্রেম করত?'

বড়দা গম্ভীর হলেন, 'না। আমাদের বাড়ির মেয়েদের আলাদা শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।'

বড়বাবুর মুখে হাসি দেখা গেল, 'কেমন?'

একটু সময় নিলেন বড়দা, তারপর বললেন, 'ভদ্রতা, বয়স্কদের শ্রদ্ধা জানানো, রুচিহীন কোন কাজ না করা, সব রকমভাবে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলা—।'

'মাপ করবেন।' বড়বাবু থামিয়ে দিলেন, 'প্রেম কি আপনার মতে কুরুচিকর?'

'আমাদের পরিবারের সমস্ত মেয়ের বিয়ে সম্বন্ধ করেই হয়েছে।'

বড়বাবু নিজের মনে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, 'তাহলে বলছেন আপনার বোন প্রেমিকের সঙ্গে উধাও হননি! তাহলে ব্যাপারটার জটিলতা বাড়ল। কাউকে সন্দেহ করেন?'

'না। তেমন কিছুই মনে হচ্ছে না।'

বড়বাবু ডায়েরিটা নিলেন। নাম ধাম চাকরির বিস্তারিত লিখে নিয়ে বললেন,

'ওর একটা ছবি আমাকে দিয়ে যাবেন। আপনারা হাসপাতালে খোঁজ নিয়েছেন?'

বড়দা ভাই-এর দিকে তাকালেন। বড়বাবু বললেন, 'ওটা নিন। আমরাও নিচ্ছি। এমন অনেক কেস পেয়েছি অ্যাকসিডেন্ট হয়ে হাসপাতালে আছে, বাড়ির ঠিকানা নাম কিছুই বলার ক্ষমতা নেই। এক্ষেত্রে যে তাই হয়েছে এমন বলছি না; তবু--। মাথার গোলমাল নেই তো?'

'না, না। ও সরকারী চাকরি করে?' ছোটদা প্রতিবাদ করল।

'তাতে কী হয়েছে? আমি এক সরকারী কর্মীকে জানতাম, যে তোয়ালে পরে অফিসে আসত। কমপ্লেন করলে চাকরি যাবে, খেতে পাবে না বলে সবাই ব্যাপারটা এড়িয়ে যেত। একটা সরকারী অফিস দেখতে পাবেন না যেখানে সিকি বা আধা পাগল নেই।'

বড়বাবুর কাছ থেকে অনেক আশ্বাস নিয়ে ওঁরা বেরিয়ে এলেন। দুই ভাই চুপচাপ হাঁটছিলেন। হঠাৎ বড়দা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর কি মনে হয় ও প্রেমে পড়েছে?'

'পড়লে তো কাউকে না কাউকে বলত। না বলে কেটে পড়ত না।'

'ভেবেছে, বললে আমরা রেগে যাব—।'

'ও সেই মেয়ে নাকি! অন্যের বাড়িতে সার্চ করতে যায়!'

'ওই বইটা, মানে, সোম লোকটা কে খুঁজে বের করা দরকার। ওই যাঃ, এটা তো বড়বাবুকে বলা হল না! কী করবি, গিয়ে বলবি?'

'না না। বইটা কার তা তো জানি না। কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাতে অনেক সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বই পাওয়া যায় যাতে মালিকের নাম লেখা থাকে। নীতা সেখান থেকেও কিনতে পারে।'

গলিতে পা দেওয়ামাত্র মুখুজ্যে বাবুর সঙ্গে দেখা. 'কী ব্যাপার? তোমরা দু'জন তো একসঙ্গে কোথাও যাও না! কিছু হয়েছে নাকি?'

বড়দা বললেন, 'না, না। কিছুই হয়নি। একটু কাজে গিয়েছিলাম।'

'দেখে ভাল লাগল। খুব ভাল। ভাই-এ ভাই-এ রাস্তায় চলা আজকাল দেখাই যায় না।'

সকাল এল সকালের মত। ভোরের মুখে পায়খানায় যাওয়ার নাম করে

পাড়েজীর সঙ্গে বেরিয়েছিল মন্দাকিনী, আর ফেরেনি। সমস্ত শরীরে ক্লান্তি, মুখ শুকনো, চুল রুক্ষ, নীতা হাঁটুতে মাথা রেখে বসেছিল। দিনের আলো ফুটলেও লক-আপে আলো জ্বলছে। এই ঘরের পেছন দিকে প্রস্রাবাগার আছে। দুর্গন্ধে সেখানে ঢোকা যায় না। সকাল থেকেই মেয়েরা চিৎকার করছে জলের জন্যে। সন্ধেবেলায় যে সাজ-গোজ করে বেরিয়েছিল তারা তার কোন চিহ্ন এখন অবশিষ্ট নেই। ফলে ওদের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। বয়স্কাকেও বেশ প্রৌঢ়া দেখাচ্ছে। লাইন করে নিয়ে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য সারতে বলা হল। নীতা উঠল। ক্ষুধা তৃষ্ণা থেকে শুরু করে শরীরের সমস্ত সাড় যেন তার চলে গিয়েছে।

দশটা নাগাদ তাদের ভ্যানে তোলা হল। অন্য মেয়েরা খলবল করে কথা বলছে। কেস যদি তাড়াতাড়ি ওঠে তাহলে আজ বিকেলেই তারা আবার কাজে বেরুতে পারবে। এই নিয়ে জল্পনা চলছিল। পয়সা দিলে নাকি আগে তোলানো যায়। তাদের কোর্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে হাকিমের কাছে নির্দিষ্ট অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে। হাকিম দোষ বিচার করে শাস্তি দেবেন। প্রকাশ্য স্থানে অশ্লীল আচরণের অভিযোগে ছয় মাস জেলও হয়ে যেতে পারে। নীতার খুব শীত করছিল। কাল থেকে সে অনেক বুঝিয়েছে কিন্তু কেউ কথা কানে তোলেনি। হাকিম যদি সেই একই গোত্রের মানুষ হন তাহলে তিনিও শুনবেন না। সাতদিনের শাস্তি যদি বরাদ্দ হয় তাহলে প্রথমেই তার চাকরি যাবে। বাড়িতে এ জীবনের মত ঢোকা চলবে না। সেক্ষেত্রে একমাত্র রাস্তা আত্মহত্যা করা। নীতা মনে মনে আত্মহত্যার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ভাবতে লাগল। না, গায়ে আগুন দিয়ে সে মরতে পারবে না। গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলার সাহস তার নেই। একমাত্র রাস্তা ঘুমের বড়ি খাওয়া। কিন্তু সেটা খেতে গেলে একটা ঘর এবং বিছানা চাই। যদি মনের জোরে বালিগঞ্জ স্টেশনের ওভারব্রিজ থেকে ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তাহলে দেখতে হবে না। ব্যাপারটা ভাবার পর একটু আরাম হল। এবং তখন বয়স্কা বলল, 'ছাখো, কোর্টে গিয়ে। হয়তো তোমার নাগর সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।'

নীতা বুঝতে পারল না। বয়স্কা তা বুঝে বলল, 'কোর্টে তো আজ বিচার হবে না। জামিন নিতে হবে। আমাদের লোক ফিট আছে। তোমার নাগর এলে নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবে। ঘাবড়িও না।'

জামিন ? বিচার হবে না ! নীতার বুকটা হঠাৎ হালকা হল। অনীশ নিশ্চয়ই ব্যাপারটা জেনে গিয়েছে। সে একটা কিছু ওখানে করবেই। কিন্তু যদি অনীশ

ব্যাপারটা না জানে ? হতেই পারে না। নীতা থানায় আছে জানার পর ও নিশ্চয়ই গা ছেড়ে দিয়ে থাকবে না। কোর্টের ভেতরে গিয়ে গাড়ি থামতেই একজন সেপাই দরজা খুলল। মেয়েরা ধুপধাপ নামছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমে গেল চারপাশে। খারাপ মেয়েদের নিত্য পুলিশ ধরে আনে, এটা সবাই জানে।

টিটকিরি, নোংরা এবং রসালো মন্তব্য শুরু হয়ে গেল। পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছিল যে সেপাইগুলো তারাও দাঁত বের করে হাসছে। নীতার চিবুক বুকে নেমে এসেছে। সে বয়স্কার চিৎকার শুনতে পেল। একটি মন্তব্যের উত্তরে সে গলা তুলে জানাল, 'তোর বাবাকে গিয়ে বল কেন আমার কাছে আসে ?' এতে আরও উল্লাস বাড়ল দর্শকদের। নীতার হঠাৎ মনে হল, এইসব মেয়েগুলো নিশ্চয়ই খারাপ জীবন যাপন করে কিন্তু এইসব দর্শকরা আরও বেশি নোংরা।

যেখানে ওদের নিয়ে যাওয়া হল সেখানে ভিড় কম। তিন চারজন লোক ইতিমধ্যে মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলল। প্রতিটি মেয়েই এখন হাসছে। তাদের জামিনদার এসে গিয়েছে। কেস যদি বারোটার মধ্যে ওঠে তাহলে বিকেলের ব্যবসা মার খাবে না। বয়স্কা তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। মুখ বেঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কই তোমার নাগরকে দেখতে পাচ্ছ ?'

প্রতিবাদ করল না নীতা। গাড়ি থেকে মাটিতে পা দেওয়ার কিছুক্ষণ বাদে সে মাঝে মাঝে চোখ তুলেছিল। এমনকি এই এখানে আসার পরও সে চারপাশে খুঁজেছে, অনীশের দেখা পায়নি। অনীশ কি আসেনি ? হতেই পারে না। আবার তন্ন তন্ন করে দূরে দাঁড়ানো মানুষগুলোকে দেখতে লাগল। না, সেখানেও অনীশ নেই।

বয়স্কা সমেত সমস্ত মেয়ের জন্যে তাদের অভিভাবকরা জামিনদারের ব্যবস্থা করেছে। নীতা শুনতে পাচ্ছিল এটা নাকি অভিভাবকদের একটি অবশ্য কর্তব্য। যেসব মেয়ে ব্যবসা করে রোজগারের ভাগ দিচ্ছে তাদের বিপদে অভিভাবকরা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে। পুলিশ তো মাঝে মাঝে কর্তব্য দেখাতে তাদের ধরেই। সেই সময় অভিভাবকরা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে থাকবে না। যদ্দিন গরু দুধ দেয় তদ্দিন তাকে মালিক পরিচর্যা করবেই। বয়স্কা এসব কথা বলছিল। কিন্তু প্রেমিকবাবুরা যারা বিনি পয়সায় মজা লোটে, তাদের কোন দায়িত্ব নেই। প্রেমের মুখে তাই ঝাড়ু।

ধীরে ধীরে সব মেয়ে বুক ফুলিয়ে চলে গেল। নীতা দেখল একটি প্রৌঢ় লোক কালো কোট গায়ে সেপাইদের সঙ্গে কথা বলে তার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে লোকটি বলল, 'অনেকক্ষণ লক্ষ্য করছি। কেউ আসেনি ?'

নীতা ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে না বলল।

'কোন এলাকার ?'

'মানে ?' নীতার চোখ ছোট হল।

'যারা গেল তারা ছিল কালীঘাট এলাকার। ইউনিস আলির ফিট করা লোক তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে গেল। তুমি কি খেপ পার্টি ?'

'আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না।'

'সোনারপুর না বনগাঁ লাইনের ? কলকাতার এলাকা হলে ঠিক লোক এসে যেত।'

'আপনি আমাকে যা ভাবছেন আমি তা নই। পুলিশ আমাকে ভুল করে ধরে এনেছিল। আমি পড়াশুনা করেছি এবং ভদ্রঘরের মেয়ে।'

'অ। ভুল করে ধরেছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার নাম পি কে দাস। ওকালতি করি। আপনি জামিনে ছাড়া পেতে চান ?'

'জামিনে ?'

'হ্যাঁ। আজ তো বিচার হবে না। ছাড়া পেয়ে বাড়িতে ফিরতে চান ?'

লোকটিকে দেখল নীতা। তারপর মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'বেশ, আপনি থানায় ছিলেন কেউ জানে ?'

'না। কাউকে খবর দেবার সময় পাইনি।'

'ঠিক আছে। কোন চিন্তা নেই, আমি পি কে দাস আপনার কেস নিচ্ছি। এখানে সই করে দিন চটপট। হুজুরকে দিয়ে আসি।' ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে পি কে দাস জিজ্ঞাসা করল, 'নাম কা ?'

মনে করে থানায় বলা নামটি বলল সে, 'নীতা সাহা।'

লোকটিকে চটপটে আঙুলে নাম ঠিকানা লিখে নিতে দেখল নীতা। তারপর ছুটে চলে গেল সামনে। যে সেপাইটি কাছাকাছি ছিল সে বলল, 'দাসবাবুর সঙ্গে টাকা পয়সার কথা বলে নিন দিদি। এক্কেবারে ছারপোকা।'

পি কে দাস ফিরে এল মিনিট পাঁচেকের মধ্যে, 'অয়, ঠিক সময়ে চলে গিয়েছিলাম। নইলে আজ আর নাম ডাকতই না। মিনিট পনের সময় পাওয়া গিয়েছে। এখন আপনার কেসটা শুনি। ডাক্তার আর উকিলের কাছে কোন কিছু লুকোতে নেই। তাহলে বলছেন, লাইনের নন ?'

'না।'

'ধরেছে ময়দান থেকে?'

'না। ভিক্টোরিয়ার ভেতর থেকে।'

'তখন রাত?'

'নটা।'

'রাত নটায় ভিক্টোরিয়ায় আপনি কী করছিলেন?'

'বসেছিলাম।'

'একা?'

'না। সঙ্গে আমার বন্ধু ছিল।'

'বন্ধু! কবে আলাপ?'

'অনেক দিনের।'

'তিনি কেটে পড়েছেন?'

নীতা জবাব দিল না। এবং এই প্রথম অনীশের জন্যে ক্রোধ বিপুল হল।

'ছেড়ে দিন। এবার বলুন, ভিক্টোরিয়াতে বসে আপনারা দু'জন কী করছিলেন?'

'কথা বলছিলাম।'

'আহা, কথা ছাড়া আর কী করছিলেন? না, না, লজ্জা পাবেন না। আমাকে ডিটেলসে বলুন। কারণ সরকারী উকিলকে জবাব দিতে হবে।'

'আমরা কিছুই করছিলাম না।'

'একটু ঘনিষ্ঠ ব্যাপার-স্যাপার, বুঝতেই পারছেন!'

'আমরা ভদ্রমানুষ। অন্তত রুচিহীন নই।'

'ও।' পি কে দাসকে চিন্তিত দেখাল, 'তাহলে আপনারা কিস্যু করেননি। পুলিশ তো আর রোবট নয়। ভুল হতেই পারে। ভুল করেই আপনাকে ধরে নিয়ে এসেছে। কিন্তু একথা বললে পুলিশ স্বীকার করবে না। সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজ লিখবে সাধারণ নাগরিককে পুলিশ হেনস্থা করেছে। মহিলার ওপর অত্যাচার! সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড। তাই ইচ্ছে না থাকলেও পুলিশ বলবে আপনারা করেছেন। উকিল হিসেবে আমি তাই বলব, স্বীকার করুন আপনি আপনার বন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। এতে হাকিমসাহেবের মাথা ঘামানোর কিছু থাকবে না।' পি কে দাস ঘড়ি দেখল।

'আপনি কী যা তা বলছেন!'

'ঠিক বলছি মা। এর আগের মেয়েরা কী বলেছে জানেন?' পি কে দাস অন্য রকম দুটো গলা করল পর পর, 'তুমি প্রকাশ্য স্থানে অশ্লীল আচরণ করেছ?' 'না, ধর্মাবতার। আমি মানা করেছিলাম কিন্তু আমার স্বামী করেছিল?'

'তোমার স্বামী কোথায়?'

'বাড়িতে।'

'তাকে উপস্থিত করা হোক। সামনের মাসে কেস।'

'ধর্মাবতার আসামী স্ত্রীলোক, সন্তানের মা, দোষ করেছে তার স্বামী, অতএব শর্তসাপেক্ষে তাকে জামিন দেওয়া হোক।'

'শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর।'

সংলাপগুলো বলে পি কে দাস বলল, 'ব্যাস্, চুকে গেল মামলা। সামনের মাসে এই কেস কখন উঠবে ঈশ্বর জানেন। রোজ তো কেস জমা হচ্ছে। তাহলে আমার কথাটা খেয়াল রাখবেন। আমি ধরে নিচ্ছি, আপনি ভদ্রমহিলা, তবে বলে না যে দেশে আছ সেই দেশের মানুষের মত ব্যবহার কর। হ্যাঁ, কী করা হয়?'

'চাকরি।' কথাটা বলেই ঠোঁট কামড়াল নীতা।

'চাকরি? বাঃ, কোথায়?'

'একটা প্রাইমারি স্কুলে।'

'ও। নাম? না, না, সঙ্কোচ করবেন না। সব গোপন থাকবে।'

'আমাদের পাড়ার একটা স্কুলে। বিনোদিনী বালিকা নিকেতন।' স্বচ্ছন্দে মিথ্যে কথা বলতে পারছে দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল সে।

'ঠিকানাটা ঠিক আছে তো?'

'মানে?'

'দেখুন, অনেক ঘাটের জল খেয়েছি। মানবচরিত্র সম্পর্কে যে জ্ঞান অর্জন করেছি তা রবীন্দ্রনাথও করেননি। ক্লায়েন্ট বলে গেল থাকে শ্যামবাজারের নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে অথচ তাকে খুঁজে পেলাম গড়িয়ায়। হ্যাঁ, এটা ঠিক, কোন শালা আমাকে ফাঁকি দিয়ে তিন মাসের বেশি লুকিয়ে থাকতে পারেনি। যাই, দেখে আসি।' পি কে দাস বেরিয়ে গেল। নীতা লোকটার যাওয়া দেখল। সে মিথ্যে কথা বলেছে কিন্তু কোনরকম ইতস্তত না করে। অথচ লোকটা সেটা ধরে ফেলল নাকি? লোকটা কি কোন সূত্রে এখন যাচাই করতে গেল তার নাম ঠিকানা সত্যি কিনা? নীতা ধন্দে পড়ল।

আজ নীতাকে কোনরকম প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতেই হল না। আগামী মাসের

আঠাশ তারিখে মহামান্য হাকিম তারিখ দিলেন। এবং সেই সঙ্গে জামিন। ঘরের বাইরে এসে পি কে দাস বলল, 'আপনি সত্যি ভাগ্যবতী।'

'কেন ?' অবাক হল নীতা।

'নিজের মুখে মিথ্যে কথা বলতে হল না। কোন্ কলেজে পড়তেন ?'

'ব্রেবোর্ন !'

'তাই বলুন। চলুন, কাল থেকে বাড়ির বাইরে আছেন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আজ আর কোন কেস পাব বলে মনে হচ্ছে না।'

'আপনার দক্ষিণা কত ?' নীতা শক্ত হল।

'অত্যন্ত অল্প। পঞ্চাশ।'

'পঞ্চাশ !' নীতা চমকে উঠল।

'এই বাজারে এক কেজি লবঙ্গের দাম জানেন ? এক কৌটো দুধের ?'

'আমার কাছে অত টাকা নেই।'

'কোন চিন্তা নেই। বাড়িতে গিয়ে দেবেন।'

'আপনাকে নিয়ে বাড়ি যাওয়া সম্ভব নয়।'

'ও। আছে কত ?'

নীতা ব্যাগ খুলল। দুটো টাকা রেখে দিয়ে বাকিটা পি কে দাসের হাতে তুলে দিল। সেটা দেখে লোকটা মাথা নাড়ল, 'অসম্ভব। একদম মরে যাব। জাত চলে যাবে আমার।'

'জাত ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এই টাকা যদি আমাকে কেউ নিতে ছাখে তাহলে আর কোন কেস পাব না। সবাই দুয়ো দেবে। এত দিনের কষ্টে গড়ে তোলা প্র্যাকটিস চৌপাট হয়ে যাবে।'

'কিন্তু আমার কাছে আর টাকা নেই তো !' অসহায় গলায় বলল নীতা।

'ছাটস ইওর প্রব্লেম।'

নীতা কী করবে বুঝতে পারছিল না। এর ফি যাই হোক দিতে গেলে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়। সেটা অসম্ভব। নিজের উপাধি এবং বাড়ির ঠিকানা যে মিথ্যে সেটা আগ বাড়িয়ে ধরিয়ে দেওয়া যাবে না। সে বলল, 'আপনি এটা রাখুন আর আপনার চেম্বারের ঠিকানা বলুন। আমি বাকিটা আগামীকাল এসে দিয়ে যাব।'

চার-পাঁচবার নীরবে মাথা ঘোরাল লোকটা, 'এইটে পাবেন না। আজকের

সূর্যের আলো যখন কালকে পাওয়া যায় না তখন আমার দক্ষিণাই বা কেন পেণ্ডিং থাকবে !'

'তাহলে ?'

'আপনার হাতের ঘড়িটির মূল্য কত ?'

'সাড়ে চারশো টাকা।'

'খুব ভাল। ওটি আমার কাছে গচ্ছিত করুন। আগামীকাল এসে বাকি টাকা দিয়ে ঘড়িটি ফেরত নিয়ে যাবেন। একদম সুন্দর ব্যবস্থা।' হাত বাড়াল পি কে দাস।

একটিও কথা না বাড়িয়ে নীতা কবজি থেকে ঘড়ি খুলে বাড়ানো হাতের ওপর রাখল। সঙ্গে সঙ্গে সেটি চোখের সামনে এনে জরিপ করে পকেটে চালান করে দিল পি কে দাস, 'আমার চেম্বার হল এই কোর্ট। জিজ্ঞাসা করলে কানাও দেখিয়ে দেবে। না পেলে ওই পানের দোকানে জিজ্ঞাসা করলে হদিশ পেয়ে যাবেন।'

'আমি এবার যেতে পারি ?'

'স্বচ্ছন্দে। বাসভাড়া আছে তো ?'

'হ্যাঁ।' নীতা পা বাড়াল। তার মনে হচ্ছিল আশেপাশের মানুষজন নিশ্চয়ই তাকে দেখছে। যত তাড়াতাড়ি ফুটপাথে চলে যাওয়া যায় তত স্বস্তির। বাইরে বেরিয়ে আসতেই একটা প্রৌঢ় মানুষ এগিয়ে এল, 'দিদি, আপনি কোথায় থাকেন ?'

'কেন ?' থমকে দাঁড়াল নীতা।

'আমি এই লাইনে তিরিশ বছর আছি। আজ দেখলাম আপনার জন্যে কেউ এল না। আপনাকে আগে দেখিওনি। আমার সাহায্য পেলে আপনি ভাল ব্যবসা করতে পারবেন। পুলিশ-টুলিশ সব আমি দেখব। আমার নাম গোবর্ধন।'

'আমার আপনাদের প্রয়োজন নেই।' কথাটা বলেই হন হন করে হাঁটতে লাগল নীতা। তার মনে হচ্ছিল রাস্তার সমস্ত লোকজন তাকে দেখছে। এইসময় পরিচিত কোন মানুষ তাকে দেখলেই অবাক হবে। শাড়ির অবস্থা দেখে নিজের চেহারাটা অনুমান করতে পারছে সে। সকাল থেকে শরীরের কোন কাজই সারা হয়নি। নীতা পেছন ফিরে তাকাল। হঠাৎ তার মনে হল কেউ তাকে অনুসরণ করছে। সেই লোকটা ? নাকি পি কে দাস ? লোকটা কি তার ঠিকানা সত্যি কিনা যাচাই করতে পেছন পেছন আসছে ? কিন্তু ওই পরিচিত মুখ দুটোকে সে নজর করতে পারল না।

ট্রাম স্টপে পৌঁছে নীতার সম্বিৎ ফিরল। সে যাবে কোথায় ? এখন দুপুর

যাব যাব করছে। ঘড়ির দিকে তাকাল। এখন বাড়ি ফিরলে কী প্রতিক্রিয়া হবে ? চিৎকার চেঁচামেচি কান্না ? আরও বেশি কিছু ? যদি মা বলে, ও বাড়িতে তার জায়গা হবে না ? নীতা ট্রামে উঠল।

অফিস টাইম নয় বলেই লেডিস সিট ফাঁকা। ট্রামে উঠেই সে দরজার দিকে নজর রেখেছিল। না চেনা মুখ দুটো এখানে ওঠেনি। সেকেণ্ড ক্লাসে উঠলে সে বুঝতে পারবে না। পি কে দাস কেন উঠতে যাবে। দক্ষিণার অনেক বেশি টাকা সে ঘড়িতে পেয়ে গেছে। দ্বিতীয় লোকটাকে সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। ধর্মতলায় পৌঁছেই টিকিট কেটে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল সে। না, এখানে নামা ভুল হল। নামা উচিত ছিল একেবারে ফাঁকা কোন পাড়ায় যেখানে দ্বিতীয় কোন লোক ট্রাম থেকে নামলে বোঝা যায়।

ট্রাম গুমটির গায়ে টেলিফোন বুথ চোখে পড়তেই অনীশের কথা মনে পড়ল নীতার। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পা চালিয়ে সেখানে চলে এল সে। ব্যাগের ভেতর থেকে কয়েন রাখার ছোট পার্স বের করে শেষ পর্যন্ত যখন সে টেলিফোন বুথে ঢুকতে পারল তখন তিনটে বাজে। অফিসের নাম্বার একবারেই পেয়ে গেল সে। অপারেটারকে বলল অনীশ সোমের ঘরে দিতে। তারপর কিছুক্ষণ রিং হয়ে গেল। কানের পর্দায় একটানা বেল বাজার শব্দ। তার পরে অপারেটরের গলা, 'সরি ম্যাডাম, এ সির ঘরে মিটিং বসেছে, মিস্টার সোম সেখানে আছেন। টেলিফোন লাইন দেওয়া নিষেধ। আপনি ঘণ্টাখানেক পরে রিং করুন।'

'উনি কখন অফিসে এসেছেন বলতে পারেন ?' নীতা কোনমতে জিজ্ঞাসা করতে পারল।

'দশটার মধ্যেই। কারণ ঠিক দশটায় উনি একটা লাইন চেয়েছিলেন।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল নীতা। কী আশ্চর্য ! লোকটা ঠিক সময়ে অফিসে গিয়ে ভাল ছেলের মত কাজ করে যাচ্ছে ? এত কাণ্ডের পরেও, অভিমানে চোখ ভরে যাচ্ছিল নীতার। এতদিনের শিক্ষা পড়াশুনা সব ভুল হয়ে গেল ? ভালবাসার কোন মূল্য নেই ? একটা মানুষ সৎ হবে না ? পরবর্তী মানুষের প্রয়োজনের জন্যে যেহেতু টেলিফোন বুথের মধ্যে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না তাই বাইরে বেরিয়ে এল নীতা। মুখ তুলে নিঃশ্বাস নিল সে। তারপর বালিগঞ্জের ট্রামে উঠে বসল।

একটা পুরো যাত্রাপথ সে পৃথিবী বিস্মৃত হয়ে রইল। ধীরে ধীরে সব জ্বালা সমস্ত অসহায়তা ছাপিয়ে এক ধরনের শূন্যতায় সে গড়িয়ে গেল যেন। বোধ যখন মৃত তখন এক ছিমছাম ফাঁকা আকাশ যেন চেপে ধরে সমস্ত সত্তাকে।

ট্রাম যখন বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে গুমটিতে তখন চেতনা স্বচ্ছ হল নীতার। পাড়ার স্টপ পেরিয়ে এসেছে। এখনও রোদ রয়েছে আকাশে। সন্ধের চাঞ্চল্য শুরু হয়নি। ট্রাম থেকে নেমে সে দুপাশে তাকাল। কেউ নিশ্চয়ই এত দূরে তাকে অনুসরণ করে আসেনি। কি করছে সে জানে না অথবা জানলেও তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে না, এইভাবে নীতা চলে এল স্টেশনে। চুপচাপ উঠে পড়ল ব্রিজের ওপর। নিচে শূন্য রেলপথ। প্ল্যাটফর্মে কিছু লোক। কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না, কোন অনুসরণকারী নেই, কোন পাহারাদার সামনে দাঁড়িয়ে নেই। এক নম্বর লাইনের ওপরে লাফিয়ে পড়লে নিশ্চিন্তে চলে যাওয়া যাবে। কিন্তু রেলিং-এর ওপরে উঠবার সময় সে কারো না কারো নজরে পড়ে যেতে পারে। এত কষ্ট করে ঝুঁকি নেওয়া কেন? প্ল্যাটফর্মের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকলেই তো হল। ট্রেন ঢোকার মুহূর্তে সামনে লাফিয়ে পড়া। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে সমস্ত অনুভূতি লোপ পেয়ে যাবে।

নীতা ওপর থেকে নিচে নেমে এল। এবং এই সময় তার শরীরে অস্বস্তি শুরু হল। গতকাল সন্ধে থেকে সে একবারও টয়লেটে যায়নি। প্রাকৃতিক চাপের ব্যাপারটাই যেন মাথা থেকে উড়ে গিয়েছিল। সিঁড়ি ভাঙার সময় সেটি জানান দিল। আর তো কয়েক মিনিট, নীতা নিজেকে বোঝাতে চাইল। কিন্তু প্ল্যাটফর্মে পা দেবার পর তাকে চলে যেতে হল সোজা মেয়েদের টয়লেটে। একটা গা ঘিন ঘিন গন্ধ, নোংরা ছড়ানো পরিবেশে দুটো মেয়ে সযত্নে সাজগোজ করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই। প্রথম জন বলল, 'দ্যাখ তো টিপটা ঠিক জায়গায় পড়ল কিনা? গাঁ থেকে টিপ দিয়ে বেরুলে বুড়োটার চোখ টাটাবে।'

'তোর শ্বশুর?'

'আবার কে? বলে নার্সিং হোমের আয়ার চাকরিতে অত টিপ কিসের?'

'তোর কর্তা কিছু বলে না?'

'বলে না আবার? রোজগারের ভাগ নেবে তবু জিভের ধার কমাবে না।'

দ্বিতীয় মেয়েটি প্রথমজনের টিপ ঠিক করে দিয়ে দুজনেই বেরিয়ে গেল। এরা কোথায় যাচ্ছে? নীতা একটু সুস্থ হয়ে ওদের মুখ মনে করল। ওরা কি ময়দানে যাচ্ছে ব্যবসা করতে? যদি আজ ওদের পুলিশ ধরে নিয়ে যায়? ওদের স্বামী বা শ্বশুর দুশ্চিন্তা করবে না? আগামীকাল বাড়ি ফিরবে কী করে? কোন উত্তর নেই, শুধু প্রশ্নগুলো বলের মত ড্রপ পড়তে লাগল বারে বারে।

প্ল্যাটফর্মে আসতেই ট্রেনটা হু-হু শব্দে ঢুকে গেল। মানুষ নামছে, মানুষ উঠছে।

কিছুক্ষণ। তারপরেই ট্রেনটা বেরিয়ে গেল নিয়ম মেনে। নীতা মাথা নাড়ল। একবার অনীশের সঙ্গে কথা বলা দরকার। অপারেটার এক ঘণ্টা বাদে টেলিফোন করতে বলেছিল। ওর সঙ্গে কথা না বলে— ! স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে একটা রিক্সায় উঠল নীতা। উঠে নিজের বাড়ির ঠিকানাটা বলল অসাড়ে।

নীতা নয়, অনীতা, সেই সন্ধেবেলায়

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে অনীশ বেশ সঙ্কোচেই বলল, 'আমি খুব সরি অনীতা, এখানকার পরিবেশ সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না আমার।'

'ইট্‌স অল রাইট। কিন্তু যার কাছে এই রেস্টুরেন্টের খবর পেয়েছিলে তার সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমার একটা অ্যাসেসমেন্ট হল।'

'ছাট্‌স রাইট। কিন্তু কোথায় বসা যায়?'

'চল হাঁটি। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।' বলেই অনীতা হেসে ফেলল।

'হাসলে যে?'

'মনে হল এই হাঁটার সময় যদি অফিসের কেউ আমাদের এক সঙ্গে ছাখে তাহলে তোমার কী প্রতিক্রিয়া হবে?'

'তুমি ঠাট্টা করছ কিন্তু ব্যাপারটা সিরিয়াস। তুমি স্টাফদের জানো না। একবার মুখরোচক খবর পেলে সেটাকে এমন চটকাতে আরম্ভ করবে যে অফিসে থাকাই মুস্কিল হয়ে পড়বে। তাছাড়া, তোমাকে বলছি, আমার কনফার্মেশন ডিউ হয়ে গিয়েছে। এনি স্ক্যাণ্ডাল আমার বিরুদ্ধে যেতে পারে।' অনীশ বোঝাবার চেষ্টা করছিল।

'আমার সঙ্গে রাস্তায় হাঁটলে স্ক্যাণ্ডাল হবে?'

'আঃ, আমি বলছি না। বাঙালীদের চরিত্র তুমি তো জানো।'

'এত ভাবলে তোমার আর একটু ভাবা দরকার ছিল।'

'কিরকম?'

'আমার সঙ্গে জড়ানোর আগে—।'

'না। আই অ্যাম ইন লাভ উইদ ইউ। এর পরে তোমাকে ছেড়ে থাকা অসম্ভব।'

'কিন্তু বাড়িতে কথাবার্তা হচ্ছে।'

'বিয়ের?'

'বাঙালী মেয়ে চাকরি করছে, বয়স হচ্ছে, বাড়ির লোক তখন অন্য কী চিন্তা করবে?'

'এক বছর অনীতা, জাস্ট এক বছর। ব্যাস।'

'আমি তোমাকে চাপ দিচ্ছি না অনীশ।'

'আমি জানি। এই, আমরা ভিক্টোরিয়ার কাছে এসে পড়েছি।'

'ফ্যাণ্টাস্টিক।' সন্ধের অন্ধকারে আলোর সাজে সাজা ভিক্টোরিয়াকে দারুণ রূপসী দেখাচ্ছিল। যেন একটু আলো আর একটু ছায়া তুলিতে নিয়ে কোন নিপুণ শিল্পী ভিক্টোরিয়ার গায়ে ছবি এঁকেছে। ওরা দুজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর অনীতা বলল, 'জানো, আজ পর্যন্ত আমি কখনও ভিক্টোরিয়ার ভেতরে যাইনি।'

'আমি গিয়েছিলাম কলেজে পড়ার সময়। চল, আজ যাওয়া হোক।'

নুড়ি বিছানো পথের ওপর দিয়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে মজাও।

ভিক্টোরিয়ার পেছনে পৌঁছে ওরা আবার হাসল। কারণ প্রতিটি বেঞ্চি প্রেমিক প্রেমিকাতে ভর্তি। এক একটি বেঞ্চি দুজোড়া পেয়ার দখল করেছে। অথচ দুজনের খেয়ালই নেই অন্য দুজন একই বেঞ্চিতে বসে আছে। গাছের গোড়ায় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে থাকা জোড়দের দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। খানিক ঘুরে ঘুরে আচমকা একটু অন্ধকারে একটা খালি বেঞ্চি পেয়ে গেল ওরা। কিঞ্চিৎ ব্যবধান বসার সময়েই তৈরী হল।

অনীতা বলল, 'কলকাতায় এমন একটা সুন্দর জায়গা আছে আমি জানতাম না।'

'একশবার সত্যি।'

অনীতা ঘাড় ঘোরাল, 'এখানে বসলে একটা ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত।'

'কী ব্যাপারে ম্যাডাম?'

'কেউ তোমাকে দেখবে না। তোমার অফিসের স্টাফরা এতটা রোম্যান্টিক নয় যে, এই সময় ভিক্টোরিয়ায় এসে বসবে! ভুল বলছি?'

'না।' মাথা নাড়ল অনীশ। তারপর হাসল, 'তুমি ঠাট্টা করছ কিন্তু ওটা আমার জীবনমরণের প্রশ্ন। ইউরোপ আমেরিকা হলে কে কেয়ার করত!'

'আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না। ইফ ইউ আর ইন লাভ উইদ মি তাহলে অফিসের কর্তাদের চোখে খারাপ হয়ে যাবে কেন? তুমি চাকরি করছ এবং সেখানে কর্তব্যে গাফিলতি করছ না, তোমার পার্সোনাল জীবন সম্পর্কে কারো কিছু বলার নেই।'

'ঠিক তা নয়। আমি রাত দুটোয় মদ খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতে পারি এবং সেটা আমার ব্যক্তিগত জীবন। কিন্তু সার্ভিস রুল বলছে, সেই রকম ঘটলে আমাকে সাসপেণ্ডেড হতে হবে। তাছাড়া আমাদের যিনি এক নম্বর, অর্থাৎ যাঁর হাতে আমার ভবিষ্যৎ, তিনি প্রেম করা পছন্দ করেন না।'

'মানে ?'

'তিনি কনজারভেটিভ। সম্বন্ধ করা বিয়েতেই আস্থা রাখেন।'

'আমাদের অফিসে কেউ প্রেম করছে না ?'

'নিচের দিকে অনেক স্বাধীনতা থাকে! সেখানে এক নম্বরের নজর পৌঁছায় না। একজন স্টাফ অনেকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে পারে 'এক নম্বর নিপাত যাক', কিন্তু আমরা পারি না। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কর।'

'তাহলে এক কাজ করা যাক। আগামী এক বছর আমরা টেলিফোনে কথা বলব। দেখা করব না। একই অফিসে কাজ করছি যখন তখন যেটুকু দেখা হয় তাতে কখনই ব্যক্তিগত কথা বলব না। তার ফলে তোমাকে আমার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে না। মেনে নাও আমার এই প্রস্তাব।'

'অসম্ভব। তোমার সঙ্গে না বসলে আমার দিন কাটবে না।' অনীতার হাত জড়িয়ে ধরল অনীশ। একটু কেঁপে উঠল অনীতা। এই কয়দিনে অনীশ কয়েকবার তার হাত ধরেছে, আঙুল নিয়ে খেলা করেছে কিন্তু ওই পর্যন্তই। কখনই সৌজন্যের সীমারেখা পার হয়নি। আর সেই কারণেই অনীশ সম্পর্কে একধরনের শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়েছে অনীতার। শুধু ওর চাকরি বাঁচাবার জন্যে কয়েকটি ধারণা আঁকড়ে থাকা সে মেনে নিতে পারে না।

অনীতা অনীশের হাত আঁকড়ে ধরল। জীবনের সব অঙ্ক নিজের নিয়মে মেলানো যায় না। এক্ষেত্রে যদি কিছু সমঝোতা করতে হয় তা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সে করবে। আর এইসময় কাছে দূরে হুইসল বাজতে লাগল। মেয়েলি চিৎকার সেই সঙ্গে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল চারধারে। হাত ছাড়িয়ে নেবার কথা খেয়াল ছিল না। ওরা দুজনে বিস্ময়ে যখন এপাশ ওপাশ দেখছে ঠিক তখন বেঞ্চির পেছনে দাঁড়িয়ে এক বাজখাঁই গলা বলে উঠল, 'এই যে, উঠে পড়।'

চট করে হাত ছেড়ে অনীশ ঘাড় ঘোরাল, 'মানে ?'

অনীতা দেখল দুজন বিশাল চেহারার সেপাই কঠিনমুখে দাঁড়িয়ে আছে। একজন বলল, 'মানে-টানে থানায় গিয়ে বুঝবে। ওঠ বলছি।'

'ভদ্রভাবে কথা বলুন।' অনীশ প্রতিবাদ করল।

'ইস্। জামাই নাকি ? ভদ্রতা শেখাচ্ছে! চল তাড়াতাড়ি।'

'আশ্চর্য! আমরা কী করেছি ?' অনীশের গলা আচমকা নেমে গেল।

'কী করেছ ? রাত্রে ভিক্টোরিয়ার অন্ধকারে এসে মেয়েছেলের সঙ্গে লোকে

কী করে তা জানো না ? ওঠ !' লোকটা হাতের লাঠি নাচাল।

অনীতা এবার উঠে দাঁড়াল, 'আপনারা পুলিশে চাকরি করেন ?'

লোকদুটো উত্তর দিল না। একজন অনীশের হাত ধরল।

অনীতা বলল, 'ওর হাত ছাড়ুন। আমরা এখানে বসে এমন কিছু করিনি যাতে আপনারা এই ব্যবহার করতে পারেন।'

'সেসব থানায় গিয়ে বলবেন।' ওরা অনীশকে টেনে নিয়ে চলছিল। ফলে অনীতাকে অনুসরণ করতে হল। সে ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে। ওপাশে দেখা গেল কয়েকটি নারী এবং পুরুষকে অন্য সেপাইরা ধরে নিয়ে গেটের দিকে এগোচ্ছে। অনীশ বোঝাবার চেষ্টা করছে, 'দেখুন, আমরা ভদ্রলোক, ভাল চাকরি করি, আপনারা ভুল করছেন।'

লোকদুটো কোন জবাব দিল না। অনীশ মরিয়া হয়ে বলল, 'কত টাকা দিলে আমাদের ছেড়ে দেবেন বলুন। প্লিজ।'

'দুশো।' চাপা গলায় দুজনের একজন বলল।

সঙ্গে সঙ্গে অনীতা প্রতিবাদ করল, 'কক্ষনো না। একটি পয়সাও দিও না অনীশ। ওরা অন্যায় করে আবার ঘুষ নেবে ?'

এক সেপাই আর একজনকে বলল, 'এ মালদের ছাড়া যাবে না বুঝলি। ত্যাদোড় আছে।'

অনীতা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের অফিসার নেই ?'

এইসময় সামনে যাওয়া একটি লোক টাকা দিতেই সেপাই তার হাতের মুঠো আলগা করল। সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিল লোকটা। সেপাইটা 'ভাগতা হ্যায় ভাগতা হ্যায়' বলে চেঁচিয়ে খানিকটা ছুটে ফিরে এল দাঁত বের করে, 'ভাগ গিয়া।' এবার তার নজর পড়ল অনীতার দিকে। ওদের পাহারাদারদের প্রশ্ন করল, 'লাইনকা হ্যায় ?'

'মালুম নেহি। লেড়কি বহুৎ টিটিয়া—।'

'তো লে যাও থানামে। নয়া মালুম হোতা হ্যায়।'

গেটের গায়েই ভ্যান। আর তারপাশে বেশ কিছু দর্শক। সেপাইরা বাজারের মেয়েদের ধরে ধরে ভ্যানে তুলছে। অনীতা দেখল একটি অফিসার গোছের মানুষ ভ্যানের পাশে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে। সে দ্রুত তাঁর সামনে চলে গেল, 'আপনার লোক আমাদের অপমান করছে ? বিনা দোষে আমাদের ধরে নিয়ে এল !'

'আপনি ?'

'আমরা একটা বেঞ্চিতে বসেছিলাম। হঠাৎ এরা গিয়ে হামলা করল।'

'হঠাৎ হামলা তো করতে পারে না। আপনারা নিশ্চয়ই কিছু করছিলেন।'

'চমৎকার। আপনি না জেনে কথা বলছেন অফিসার।'

অনীশকে ধরে রাখা সেপাইটা বলল, 'স্যার, এরা ঘুষ দিতে চাইছিল ছাড়া পেতে।'

'ঘুষ ?' অফিসার কপালে ভাঁজ ফেললেন, 'আপনারা জানেন না সরকারী কর্মচারীকে কর্তব্যচ্যুত করতে ঘুসের প্রস্তাব দেওয়া দণ্ডযোগ্য অপরাধ ?'

'বাজে কথা বলবেন না।' অনীতা চিৎকার করল, 'আপনাদের বাড়িতে মা বোন নেই ?'

'শাট আপ। আমার বাড়ির মা বোন ভিক্টোরিয়ায় কেলি করতে আসে না। এই তোল দুজনকে। প্রকাশ্য স্থানে অশ্লীলতা এবং ঘুষ দেবার চেষ্টা—তোল।' সেপাইটি ততক্ষণে অনীশকে ভেতরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। এবার দ্বিতীয়জন অনীতার দিকে এগিয়ে আসতে সে হাত নেড়ে বলল, 'আমার গায়ে যেন কেউ হাত না দেয়। আমি নিজেই উঠতে পারব। কিন্তু অফিসার, এর জন্যে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।,

অফিসার কাঁধ নাচাল। ভ্যানের ইঞ্জিন চালু হল।

অনীতা আবিষ্কার করল ভ্যানের ভেতরটা হঠাৎ খুব চুপচাপ। সে ডাকল, 'অনীশ !'

অনীশের গলা পাওয়া গেল পাশেই, 'বল।'

'তুমি ঠিক আছ ?'

'হুম। বাট অনীতা আমার মাথা কোন কাজ করছে না। একটা কথা, ডোণ্ট ডিসক্লোজ আওয়ার আইডেনটিটি। অ্যাণ্ড ডোণ্ট চ্যালেঞ্জ দেম।'

'কেন ? আমরা তো কোন অন্যায় করিনি।'

'না করলেও। এটা আমার রিকোয়েস্ট।'

অনীতা কথা বলল না আর। ভ্যানের ভেতরের অন্ধকার রাস্তায় চুইয়ে পড়া আলোয় বেশ পাতলা। হঠাৎ সে দেখল কয়েকটা জোনাকি জ্বলছে ভ্যানের ভেতর। তারপরেই গন্ধে মালুম হল ওগুলো বিড়ি। মেয়েগুলো বিড়ি খাচ্ছে। অনীতার শরীরে গা-গুলানি ভাব চলে এল। সে রুমালে নাক চাপল। সেই অবস্থায় অনীশকে অনুরোধ করল, 'তুমি ওদের বিড়ি খেতে নিষেধ করবে ? গন্ধে আমার

বমি আসছে।'

অনীশ চাপা গলায় বলল, 'পাগল!'

'মানে?'

'তোমার এই অবস্থায় ওসব মাথায় আসছে?'

থানায় গাড়িটা থামামাত্র একজন সেপাই দরজা খুলে হুকুম করল ভেতরে যেতে। ওরা ছেলেদের জোর করে একদিকে নিয়ে গেল। মেয়েদের লাইন করিয়ে অন্য ঘরে। অনীতা দাঁড়িয়ে ছিল। সেপাইটা তাকে ধমক লাগাল, 'কী হল?'

'আমি অফিসারের সঙ্গে কথা বলব!'

'বড়বাবু এখন থানায় নেই। মেজবাবু আছে। তার সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ হবে না। আগে চল তারপর কথা হবে।' লোকটা এমন করে রুল নাচাল যে না এগিয়ে পারল না।

লোহার দরজা খুলে মেয়েদের যেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হল সেখানে কোন আসবাব নেই। সে গারদের বাইরে দাঁড়ানো সেপাইকে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে আমি কতক্ষণ থাকব?'

'কাল কোর্টে না যাওয়া পর্যন্ত।'

'ইমপসিব্‌ল। আমি অন্যায় করিনি, কোর্টে যাব কেন?'

'তাহলে বড়বাবু এলে কথা বলবেন।'

'তিনি কখন আসবেন?'

'তা জানি না।'

'এখানে একটা চেয়ার নেই যে বসতে পারি!'

'ওখানে চেয়ার দেবার নিয়ম নেই। ওই দেখুন ওরা মাটিতেই বসে গিয়েছে।'

অনীতা দেখল ঘরের বিপরীত দিকের দেওয়াল ঘেঁসে তিনটি মেয়ে বসে মাটিতে দাগ কাটছে। বোঝাই যাচ্ছে ওরা বাঘবন্দী খেলবে। চমৎকার! অপমান করে থানায় নিয়ে আসার পরেও ওরা হাসিমুখে খেলতে বসে গেল! সে এগিয়ে গেল, 'আচ্ছা, আপনাদের এখানে খারাপ লাগছে না? আপনারা এখানে এসে খেলতে পারছেন?'

'কেন? বসে বসে কাঁদব?' একজন মুখ তুলল।

অনীতা হকচকিয়ে গেল। সে বলল, 'ওরা আমাদের অপমান করেছে, করেনি ?'

'এরকম আমাদের অভ্যেস আছে। সপ্তাহে একবার আগে আসতামই।' একজন বলল।

'আসতেন ? মানে ?'

এইসময় একজন বয়স্কা অনীতাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি লাইনে নতুন ?'

'লাইন ? ওঃ। আমাকে দেখে তাই মনে হয় ? আমি সরকারী চাকরি করি।'

সঙ্গে সঙ্গে হাসির তুবড়ি ফাটল। মেয়েরা এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। অনীতা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এতে হাসির কী আছে ?'

বয়স্কা বলল, 'সরকারী চাকরি যে করে তাকে পুলিশ ধরে নাকি ! হুম্, ওরকম গুল মারতে অনেককেই দেখেছি। আমাদের দেশে জমিদারী ছিল, পুকুরে মাছ ছিল, সাতমহলা বাড়ি ছিল··· ।'

'আশ্চর্য ! এ দুটো এক হল ! আমি সরকারী চাকরি করি আর তার আইডেনটিটি কার্ড আমার কাছে আছে। আমি চাই সবাই মিলে ওসির কাছে গিয়ে প্রতিবাদ করব।'

'কেন ?' বয়স্কা রহস্যময়ীর মত হাসল।

'আমাদের অন্যায়ভাবে ধরেছে।'

'কী করে প্রমাণ করব ? সবাই তো জামা কাপড় আর্ধেক খুলে ফেলেছিলাম।'

'ওঃ।' মুখে হাত চাপা দিল অনীতা।

বয়স্কা বলল, 'একবার ময়দানে একটা মেয়ে এসেছিল। কোনদিন দেখিনি। খাতাতেও নাম লেখায়নি। পরে জানা গেল কোথায় যেন কাজ করে। রোজগারে পেট ভরে না সংসারের তাই চলে এসেছে ময়দানে। তাই চাকরির কথা বলো না বাপু।'

অনীতা সরে এল সামনের দিকে। ঘড়ির দিকে নজর পড়ল। নটা বেজে গেছে। এখনও বাড়ি ফেরার জন্যে বড়জোর একঘণ্টা সময় হাতে আছে। কখনই দশটার পরে বাড়ি ফেরেনি সে। একদিন পৌনে দশটা বেজে যেতে বড়দার মুখ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। মা বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'চাকরি করছ বলে মাথা কিনে নাওনি। সকাল সকাল ফিরো।'

সেটা করতে গেলে অনীশের সাহায্য চাই। এতক্ষণ অনীশ করছে কী ! দূরে দাঁড়ানো সেপাইটাকে ডাকল সে, 'এই যে শুনুন। শুনছেন !'

সেপাইটা মুখ ঘুরিয়ে দেখল, দেখতেই থাকল। এত দূর থেকে অনীশের কথা

বলা যায় না। অনীতা ডাকল, 'এদিকে একবার আসবেন!'

সেপাই কিছু বলল না। মুখ ঘোরাল না, আবার ওঠার চেষ্টাও করল না।

'আশ্চর্য! আপনাকে ডাকছি শুনতে পাচ্ছেন না!'

'চিল্লাবেন না। থানাতে হল্লা করা বেআইনী।'

এই সময় বয়স্কা পাশে এসে দাঁড়াল, 'বিনা জলে কি চিঁড়ে ভেজে? দুটো টাকা ছাড়লে সুড সুড করে চলে আসবে সামনে।'

'ঘুষ দিতে হবে?' ক্যাসফ্যাসে গলায় জিজ্ঞাসা করল অনীতা।

'নাঃ, সত্যি তুমি ভালমানুষের মেয়ে।'

'মানে?'

'ওসব কথায় লাইনের মেয়ে হলে রেগে যেতে না। নাগরটি কে?'

'নাগর নয়। আমার বন্ধু। এক অফিসে কাজ করি।'

'শুধু বন্ধু? বিনি পয়সার প্রেমিক?'

'ওঃ। এভাবে কথা বলবেন না। একবছর বাদে আমরা বিয়ে করব।'

'বিয়ে? ও মা। সত্যি! ওকে ডাকছ কেন? হবু স্বামীকে খবর দেবে বলে?'

অনীতা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

বয়স্কা বলল, 'দাঁড়াও।' তারপর গলা তুলে বলল, 'এই যে সেপাইদাদা, মন্দিরে এসে প্রণামী দেব না তা কি কখনও হয়? এই দিদি লাইনের নয়, এসে কথা বল।'

কাজ হল। সেপাইটা যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় উঠে এল, 'কী বলছেন, বলুন।'

অনীতা বলল, 'আপনি আমার একটা উপকার করবেন?'

'বাইরে যেতে পারব না।'

'না, বাইরে যেতে হবে না। আমাদের সঙ্গে যেসব ছেলেদের ধরে আনা হয়েছে তাদের মধ্যে একজনকে বলবেন যে, আমি এখানে থাকতে পারছি না।'

'মালকড়ি আছে তাঁর?'

'সেটা আপনার চিন্তা নয়।'

'ও। কী নাম?'

অনীশের নামটা বলতে গিয়েও থেমে গেল সে। একটু ভেবে বলল, 'আপনি বলুন, সোম কে আছেন? আমার নাম অনীতা। দেখবেন ছিপছিপে লম্বা, সোনালি ফ্রেমের চশমা পরা এক ভদ্রলোক।'

সেপাই চলে গেল। অনীতা আবার ঘড়ি দেখল। তার অস্বস্তি বেড়ে গেল। বয়স্কা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'আপনি বুঝবেন না। দশটার মধ্যে বাড়িতে না ফিরলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'ভিক্টোরিয়ায় প্রেম করতে আসার আগে সেটা ভাবা উচিত ছিল। কিরকম প্রেমিক তোমার? কলকাতা শহরে আর জায়গা ছিল না প্রেম করার?'

'আচ্ছা, আপনারা প্রায়ই আসেন এখানে?'

'আসি। যেদিন আসি সেদিন ব্যবসাটা যায়। পরদিন দুটোর মধ্যে জামিন পেয়ে গেলে সন্ধ্যেটা মার যায় না। আগে হাড়কাটা সোনাগাছি কালীঘাটের মেয়েরা আসত, এখন ময়দান ছেয়ে গেছে ট্রেনের মেয়েতে। ওই যারা ট্রেনে আসে।'

সেপাইটি ফিরে এল মাথা নাড়তে নাড়তে, 'না, ওই নামে কেউ নেই।'

'ইমপসিবল!' প্রায় চিৎকার করে উঠল অনীতা।

'কি মাইরি! আমি লোকগুলোকে জিজ্ঞাসা করলাম সোম নামে কেউ আছে কিনা কেউ জবাব দিল না। সোনালি ফ্রেমের চশমা পরা একটা লোক ছিল, তাকে বললাম অনীতা নামে কোন মেয়েকে চেনে কিনা, সে কিছু কথাই বলল না।'

'অসম্ভব। আপনি ঠিক লোককে নিশ্চয়ই বলেননি!'

'আর কারো চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা ছিল না।'

অনীতা চুপ করে গেল। অনীশ এত স্বার্থপর হবে? সে কিছু খবর দিচ্ছে জানার পরেও চুপ করে থাকবে? অনীশ কি তার সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করতে চায়? অনীতার মাথা নিচু হল।

বয়স্কা বলল, 'ওই লোকটা তোমাকে বিয়ে করবে? আমি বিশ্বাস করি না।'

সেপাই বলল, 'সেকেণ্ড অফিসার ওদের ডেকে কথা বলছে। যাই, আমি আর একবার দেখে আসি। সোম নামের লোকটাকে কিছু বলব?'

'আপনি বললেন কেউ সাড়া দেয়নি ওই নামে?'

'দেয়নি। কিন্তু ওই সোনালি ফ্রেমের চশমা যে পরেছে তাকেই বলব।'

সেপাই চলে গেল। অনীতা খুব নার্ভাস গলায় বলল, 'কী হবে?'

'কিসের কী হবে?'

'আমাকে যে দশটার মধ্যে বাড়িতে ফিরতেই হবে।'

'কতটা সময় আছে?'

'কুড়ি মিনিট।'

'ছাখো। সেপাই এসে কী বলে।'

অনীতা দেখল বাকি মেয়েরা বাঘবন্দী নিয়ে জমে গিয়েছে। ওরা যে থানায় বন্দী হয়েছে তা দেখলে বোঝা যাচ্ছে না। সেপাই ফিরে এল গম্ভীর মুখে।

বয়স্কা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল ?'

সেপাই বলল, 'টাকাপয়সা হাত বদল হল।'

অনীতা জিজ্ঞাসা করল, 'কে টাকা দিল ?'

'সোমবাবু। দিয়ে চলে গেল চুপচাপ।'

'আপনি কিছু বলেননি ?'

'বললাম। শুনল। কিন্তু কোন জবাব দিল না।'

শব্দগুলো কানে যাওয়ামাত্র হুড়মুড় করে বুক থেকে কান্না ছিটকে বেরিয়ে এল গলায়। অনীতা হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল মেঝেতে। সেপাই ফিরে গেল তার জায়গায়। বয়স্কা বলল, 'কেঁদো না। কেঁদে কোন লাভ হবে না।'

অনীতার কান্না কিছুতেই থামছিল না। অনীশ যে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। নিজেকে শেষপর্যন্ত ঘুষ দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল ? চাকরির প্রতি এত লোভ যে আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিতে দ্বিধা করল না। এমন মানুষের সঙ্গে সে জীবন জড়াতে যাচ্ছিল ? কুঁকড়ে উঠল অনীতা। একটু একটু করে মনের ভেতর থেকে অনীশের যেসব ব্যবহার অথবা কথাবার্তা তার অপছন্দের ছিল অথচ সেই মুহূর্তে ভালবাসার টানে গুরুত্ব দেয়নি তাই এখন ওপরে উঠে আসতে লাগল। তার মনে হল সেই সময় চুপ করে থেকে সে অন্যায় করেছে। বয়স্কা পাশেই ছিল, বলল, 'মেয়েছেলের চোখের জলের দাম নেই গো।'

অনীতা চোখ মুছল। মেয়েছেলে শব্দটিতে তার চিরকালই অত্যন্ত আপত্তি। বাসে যখন কণ্ডাক্টর মেয়েছেলে শব্দটি ব্যবহার করে তখন অনেকবারই প্রতিবাদ করেছে সে। বয়স্কার দিকে তাকিয়ে অনীতা জিজ্ঞাসা করল, 'এখান থেকে টেলিফোন করা যাবে ?'

'জানি না। আমার তো দরকার পড়েনি।'

অনীতা সেপাইটিকে ডাকল, 'এই যে ভাই, শুনুন।'

সেপাইটি চলে এল। অনীতা তাকে বলল, 'আমি টেলিফোন করতে চাই।'

'বড়বাবু আসুক।' সেপাইটি গম্ভীর গলায় বলল।

অনীতা ঘড়ি দেখল। এর পরে টেলিফোন করারও কোন মানে হয় না। ফোন রয়েছে পাশের বাড়িতে। রাত দুপুরে তাদের ঘুম ভাঙিয়ে যদি সে বলে খবরটা বাড়িতে দিতে, তাহলে আগামীকাল সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়বে। মাঝ রাতে ঘুম থেকে তুলে যাদের সঙ্গে কথা বলবে, তাদের সঙ্গে তো গত তিন মাসে একটাও কথা বলেনি। তাছাড়া কী বলবে ? দেখুন, বাড়িতে কাউকে বলে দেবেন আমি যেতে

পারছি না আজ রাত্রে ? সেটা বলার তো একটা সময় আছে।

অনীতা সেপাইকে বলল, 'আপনি আমার হয়ে একটা টেলিফোন করতে পারবেন ?'

সেপাইটি মাথা নাড়ল, 'এখন পারব না। একটু পরে আমার ডিউটি অফ হবে। তখন করতে পারি। নম্বরটা লিখে দিন।'

'কত পরে ?'

'পনেরো মিনিট।'

অনীতা ব্যাগ খুলে একটা চিরকুটের পেছনে নম্বর লিখে নিচে ছোটদার নাম লিখল। কাগজটা গারদের ফাঁক দিয়ে সেপাই-এর হাতে দিয়ে সে বলল, 'এই নম্বরে টেলিফোন করে বলবেন, এই ভদ্রলোককে খবর দিতে যে আমি একটা'—অনীতা ভাবল এক পলক, সত্যি কথা বলা যাবে না, কান্নাকাটি পড়ে যাবে বাড়িতে, 'বলবেন যে, আমার বন্ধুর বাড়িতে আমি আটকে পড়েছি। কাল ফিরব।'

সেপাইটি মাথা নেড়ে বলল, 'বলে দেব। কিন্তু পাঁচটা টাকা লাগবে। টেলিফোন চার্জ।'

'অসম্ভব। এক টাকা দিলেই টেলিফোন করা যায়। আমি দুটো টাকা দিচ্ছি।' ব্যাগ খুলে অনীতা দুটো টাকার নোট বের করে দিল। বয়স্কা হাসল সেপাই নোট নিচ্ছে দেখে। সে সেপাইকে বলল, 'ও ধনাদা, তোমার তো এখন ছুটি, কে আসছে ডিউটিতে ?'

'পাঁড়েজী।' সেপাই চলে গেল তার জায়গায়। সঙ্গে সঙ্গে বয়স্কা চিৎকার করল, 'এই শুনছিস, এবার পাঁড়েজীর ডিউটি।'

একটা হল্লা উঠল। অনীতা দেখল যে যার জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের ব্যাগ খুলে চিরুনি বের করছে, রুমালে মুখ মুছছে। তারপর দুজন দুজনের দিকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করে নিচ্ছে সাজ ঠিক আছে কিনা। যেন এখনই কোন নাটক শুরু হতে যাচ্ছে এবং এই মেয়েরা তাতে অংশ নিচ্ছে।

বয়স্কা বলল, 'দেখা যাক আজ কার কপাল খোলে।'

অনীতা জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার বলুন তো ?'

বয়স্কা বলল, 'একটু পরেই পাঁড়েজীর ডিউটি। লোকটা খুব বদমাস। কিন্তু যার গায়ে হাত দেবে তাকেই বাড়ি চলে যেতে দেবে চুপচাপ।'

'গায়ে হাত দেবে ? অসম্ভব।' প্রায় চিৎকার করে উঠল অনীতা।

'আমরা চাই বলে সে হাত দেয়।'

'আপনারা চান ?' বিস্ময়ে জমে গেল অনীতা।

'এখানে সারারাত জেগে থেকে কালকের ব্যবসা খুইয়ে কী হবে। যদি গায়ে হাত দেয় একটা লোক আর বাড়িতে পৌঁছানো যায় তার জন্যে সেটাই তো লাভ। রোজ সন্ধ্যেবেলায় কত পুরুষ তো গায়ে হাত দেয়। এ আর নতুন কী!'

অনীতা ঠোঁট কামড়াল। এবং তখনই এক নতুন সেপাই-এর আবির্ভাব হল। হাত তুলে বলল, 'আ গিয়া হাম। বহুৎ খুশিকা বাত। এক দো তিন চার—।' গুনতে লাগল লোকটা। গোনা শেষ হলে ওপাশ থেকে কেউ ডাকল। সেপাইটি মুখ ঘুরিয়ে তাকাল, 'শালা, বড়াবাবু আ গিয়া।' লোকটা চলে গেল।

অনীতা দেখল মেয়েরা খুব হতাশ হল। বয়স্কা বলল, 'আজ আর কারো কপাল খুলছে না মনে হচ্ছে। বড়বাবু যদি এখন ডাকে তাহলে গোনাগুন্তিতে পড়ে যাব সবাই। আমরা বাড়ি না ফিরলেও হয়, পাঁড়েজী নিশ্চয়ই তোমাকে ছেড়ে দিত।'

'আমাকে ?' হতভম্ব অনীতা।

'পুরুষের চোখ তো, ঠিক চিনে নিতে ভুল করত না কে আসল কারা নকল।' বয়স্কার কথা শেষ হওয়ামাত্র পাঁড়েজী ফিরে এল, 'লাইন লাগাও। বড়াবাবু বোলাতা হ্যায়। জলদি। যো নাম নেহি লিখায়াগা উসকো চান্স মিলেগা।'

মেয়েরা লাইন দিয়ে বের হল দরজা খোলা হলে। সবার শেষে অনীতা। সে আড়চোখে দেখল, তার দিকে তাকিয়ে পাঁড়েজীর চোখ জ্বলছে। ওদের নিয়ে আসা হল যে ঘরে সেটি অবশ্য বড়বাবুর এবং তিনি চেয়ারে নেই। পাঁড়েজী অপেক্ষা করতে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবং তখনই বড়বাবু ঢুকলেন। বিশাল চেহারা, মুখ ফোলা, চোখের তলায় কমলালেবুর কোয়া।

ভদ্রলোক সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর গলায় হাঁকলেন, 'এক এক করে চলে এস।'

হুকুম হওয়ামাত্র একজন এগিয়ে গেল। বোঝা যাচ্ছিল তার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, পেছনের মেয়েরা তাকে ঠেলে দিল। মেয়েটি টেবিলের উল্টোদিকে দাঁড়ানোমাত্র বড়বাবু বললেন, 'নাম ?'

'সন্ধ্যা।'

'সন্ধ্যা কী ?'

'দাসী।'

'ঠিকানা ?'

'কালীঘাট।'

'কী করতে এসেছিলে ?'

'ব্যবসা।'

'চমৎকার। দরজায় দাঁড়ালে খদ্দের মেলে না?'

'না।'

'সাবাস। মালিক কে?'

'নাম বলা বারণ।'

'ফোট্। ও পাশে যা। নেক্সট।'

এইভাবে চলল পরের পর। অনীতা দেখল যে মেয়েটির ঢঙ সবচেয়ে বেশি সে ভিড়ের মধ্যে সুড়ুৎ করে মিশে গেল। এবার অনীতা উল্টোদিকে গিয়ে দাঁড়াল। বড়বাবু কাগজের ওপরে নজর রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাম?'

'বসতে পারি?' অনীতা ভদ্রভাবেই জিজ্ঞাসা করল।

'নাম জিজ্ঞাসা করছি।' উষ্ণ গলায় বড়বাবু প্রশ্নটা করতে করতে মুখ তুললেন।

'আমি অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি। উত্তরটা বসে বলতে পারি?'

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন বড়বাবু। তারপর মাথা নাড়লেন। অনীতা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলল, 'আমার নাম অনীতা।'

'অনীতা কী?'

'এখনই বলব কিনা ভাবছি কারণ তাতে আমার আইডেনটিটি ডিসক্লোজ হয়ে যাবে।'

'আই সি। ঠিকানা?'

'সেটাও তো একই ব্যাপার।'

'ময়দানে কী করতে এসেছিলে—ন।' শেষে 'ন' যোগ হল একটু দেরিতে।

'গল্প করতে। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে ভেবেছিলাম যে, ওটা যখন রেড লাইট অথবা প্রোটেকটেড এরিয়া নয় তখন গিয়ে ভদ্রভাবে কথা বলা যেতে পারে।'

'কার সঙ্গে গিয়েছিলেন?'

'আমার এক পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে।'

'তিনি কোথায়?'

'তাঁকেও আমার সঙ্গে এখানে আনা হয়েছিল কিন্তু কোন গোপন কারণে শুনছি তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কেন ধরে আনা হল তা আমি জানি না কিন্তু ছেড়ে দেবার ব্যাপারে স্ত্রীপুরুষে বৈষম্য করা হবে কেন, তা জানার আগ্রহ আছে।'

'আইন যা বলছে আমরা তাই করতে পারি। কী নাম ভদ্রলোকের?' বড়বাবু

কয়েকটা নাম ঠিকানা লেখা একটা কাগজ টেনে নিলেন।

'সোম।'

'এই রকম টাইটেল কারোর ছিল না।' কাগজ দেখে বড়বাবু বললেন।

'আপনার এখানে যাদের ধরে নিয়ে আসা হয় তারা সবাই যুধিষ্ঠির হবে এমন ভাবার কোন কারণ পেয়েছেন?'

হেসে ফেললেন বড়বাবু, 'দ্যাটস রাইট। কিন্তু আপনার বন্ধু আপনাকে এখানে একা ফেলে কেটে পড়লেন কেন? কীরকম বন্ধু?'

'সেটাই দুর্বোধ্য লাগছে!'

'থানায় এলে এমন পাল্টে যাওয়ার ঘটনা খুব ঘটে। নাম ধাম বলুন, আমি লোকটাকে ডেকে আনাচ্ছি।'

'অসম্ভব।'

'কেন? আপনাকে ডুবিয়ে দিয়ে চলে গেছে, রাগ হচ্ছে না?'

'না। কারণ আমি কারো করুণা চাই না।'

'করুণা?'

'নিশ্চয়ই। মনের তাগিদে সে আসবে না। আপনার চাপে পড়ে এখানে এসে আমার উপকার যদি করে সেটা করুণা ছাড়া কিছু নয়।'

'অদ্ভুত মহিলা আপনি।'

'জানি না। এখন আমাকে কী করতে হবে?'

'আগামীকাল পর্যন্ত থাকতে হবে। কোর্টে গিয়ে জামিন নেবেন।'

'কিন্তু কী জন্যে?'

'প্রকাশ্য স্থানে অশ্লীল আচরণ করার অভিযোগে আপনাকে ধরে আনা হয়েছে।'

'কিন্তু আপনি কি বুঝতে পারছেন না, আমি প্রকাশ্য স্থানে কোনরকম অশ্লীল আচরণ করিনি। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় করা হয়েছে।'

'বুঝতে চেষ্টা করছি কিন্তু আপনি সাহায্য করছেন না।'

'বেশ। যে অফিসার আমাদের ধরে এনেছে, যে সেপাইরা প্রথমে আমাদের কাছে গিয়েছিল তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করুন।'

'তারা তাদের রিপোর্ট দিয়েছে। ধরা যাক, আপনি একজন শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা ভাল চাকরি করেন, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড খুব ভাল। কিন্তু আপনি আপনার বদ সঙ্গীর পাল্লায় পড়ে ভিক্টোরিয়ার অন্ধকারে খানিকটা অনিচ্ছায় এমন কিছু করছিলেন যা সাধারণ মানুষ দেখতে অভ্যস্ত নয়। ভদ্রমহিলারা যে কোন গোলমালে জড়িয়ে

পড়েন না তা তো নয়। এই তো সেদিন সমবায়িকা থেকে একটা প্যাকেট খুব বড়লোকের বিদুষী স্ত্রী তুলে নিয়েছিলেন কাউকে না বলে। ধরা পড়ে যাওয়ার পর জানা গেল, তাঁর ওটা প্রয়োজন ছিল না। অমন লক্ষ প্যাকেটের দাম তিনি দিতে পারেন। অতএব শুধু ভদ্রমহিলা ব্যাপারটা কিছু ক্যারি করছে না।'

'কী করলে বোঝাতে পারব আমি অন্যায়ের শিকার হচ্ছি?'

'আপনাকে প্রমাণ করতে হবে।'

'কীভাবে?'

'প্রথম কথা আপনি কে জানান। কোথায় থাকেন বলুন। কোন্ অফিসে চাকরি করেন সেটাও। কার সঙ্গে ওখানে গিয়েছিলেন এবং সে কীরকম মানুষ আর সম্পর্কের ধরনটাই বা কী—এসব পরিষ্কার করুন।'

অনীতা বড়বাবুর মুখের দিকে তাকাল, 'আমার নাম অনীতা। এম এ পাশ করেছি। চাকরি করি সরকারী অফিসে। এখন মাঝরাত। আমি সত্যি বলছি কিনা তার অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়। আপনি চাইলেও এত রাত্রে আপনাকে ওদের ডিস্টার্ব করতে দিতে চাই না। আপনাকে সেজন্যে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সেটা করতে গেলে আমাকেও সকাল পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে। তাই যদি হয় আমি এর শেষ দেখব।'

'কীভাবে?'

'আমি আদালতে দাঁড়াতে চাই।'

'খুব লাভ হবে?'

'সেটাই আমি দেখব।'

'অনীতা দেবী, পুলিশের আইন সেই ভিক্টোরিয়ার আমলে ইংরেজরা তৈরি করেছিল। ফাঁক যত আছে ফাঁস পরাবার স্কোপও তার চেয়ে বেশি রয়েছে। ঠিক আছে, আমি মাঝরাতে আপনার কোন আত্মীয় বা অফিসের কোন লোককে ঘুম থেকে তুলছি না। কিন্তু যে নৈতিক সাহস আপনি দেখাচ্ছেন সেটা সেই লোকটিরও দেখানো উচিত। আমি শুধু তাঁকেই তুলে আনব। তিনি যদি একই ঘটনা বলেন, তাহলে আপনাদের পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা আমি করব। সেই ক্ষমতা আমার আছে।'

'না। যে ওভাবে পালিয়ে যায় তার সার্টিফিকেট আমার দরকার নেই।'

'আপনি কিন্তু আমার সামনে অন্য কোন পথ খোলা রাখছেন না।'

'ও কে। আই উইল ফেস ইট।'

'আপনি লোকটা কে, ওর ঠিকানাটা বলছেন না কেন ?'

'আমার ঘেন্না করছে।'

'ও। বেশ। এবার আপনারা ওই সেলে চলে যান।'

'যাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা আছে।'

'বলুন।'

'এই মেয়েরা পেটের দায়ে যে ব্যবসা করছে তা একা করা যায় না। খদ্দেরদের ছেড়ে দিয়ে ওদের ধরে রাখলেন কেন ?'

'এর জন্যে আপনাকে ভিক্টোরিয়ার বাড়িতে যেতে হবে।'

'মানে ?'

'ইংলণ্ড। ওটা তাঁর বাড়ি ছিল, এটা তাঁর বাগান। আইন যা বলবে আমাদের তাই করতে হবে। স্বাধীনতার পর আইন খুব একটা পাল্টায়নি।'

'ও। কিন্তু আপনি কি জানেন, আপনার থানার সেপাই ওইসব মেয়েদের একজনকে ব্যবহার করে কোর্টে না তুলে ছেড়ে দেয় ?'

'কী যা তা বলছেন ? ইমপসিব্‌ল।'

'ব্যাপারটা তাই। আপনি আইনের কথা বলছিলেন, এটা কী ধরনের আইন ?'

'আই ডোণ্ট বিলিভ ইট। ব্যবহার করে ? থানার মধ্যে ?'

'হ্যাঁ। ব্যবহারের তারতম্য আছে।'

'আমি তো বললাম, বিশ্বাস করি না।'

'বেশ। প্রমাণ চান ?'

'নিশ্চয়ই। আপনি অযথা বানিয়ে আমার এক স্টাফের নামে বদনাম দিতে পারেন না। আমি অনেকক্ষণ আপনাকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছি। এখানে যারা আছে তাদের প্রত্যেকের নাম এখানে লেখা আছে। কাল কোর্টে তোলার আগে মিলিয়ে নেওয়া হবে। কাউকে ছেড়ে দিলে সেটা ধরা পড়ে যাবে।'

'না নেই। আপনি ওদের সংখ্যা গুনুন।'

শেষ কথাটা অনীতা বলল ইংরেজিতে। বড়বাবু মনে মনে গুনে নিলেন মুখ তুলে।

তারপর কাগজের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ।'

তিনি চিৎকার করে ডাকলেন, 'কে আছ ?'

পাড়েজী এসে দাঁড়াল দরজায়। বড়বাবু বললেন, 'এদের এক এক করে সেলে নিয়ে যাও। তুমি যাও, কী নাম তোমার ?'

মেয়েটি নাম বলে পাঁড়েজীর পেছন পেছন বেরিয়ে গেল। বড়বাবু লিস্টে দাগ দিলেন। একটির পর একটি মেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আর টিক পড়ছে। শেষ মেয়েটি যে কিনা নায়িকা-নায়িকা দেখতে, চোরের মত বেরুতে চাইছিল. বড়বাবু তাকে আটকালেন।

'আমি যখন নাম ধরে ডাকছিলাম তখন তুমি আসনি কেন?'

মেয়েটি চুপ করে রইল মাথা নিচু করে।

'কথা বল।' বাঘের মত গর্জন করে উঠলেন বড়বাবু।

'এমনি।'

'এমনি! মেরে মাথা ভেঙে দেব! বদমাস। কে বলেছিল না আসতে?'

'কেউ না।'

'কী নাম?'

'মন্দাকিনী।'

'বাহার তো আছে দেখছি।' বড়বাবু নাম ধাম লিখে নিয়ে তাকে গারদে পাঠিয়ে দিলেন। রুমালে মুখ মুছে তিনি বললেন, 'এবার?'

'আমার পক্ষে ওখানে যাওয়া বিপজ্জনক হয়ে গেল। আপনি এদের ধমক দিলেন, কিন্তু যে লোকটা কাজটা করে তাকে কিছু করতে পারলেন না।'

'যতক্ষণ হাতে-নাতে প্রমাণ না পাচ্ছি ততক্ষণ কিছু করা সম্ভব নয়। অন্তত আজ রাত্রে কেউ আর ব্যবহৃত হতে চাইবে না।' বড়বাবু অনীতার দিকে তাকালেন, 'আপনি এক কাজ করুন। এই ঘরেই রাত্রে থাকুন। আপনার মত ইণ্টারেস্টিং কেস আমি কখনও পাইনি। দেখা যাক আপনি কী করতে পারেন।'

সকালেও অনীতার মনে হয়েছিল, অনীশের চৈতন্য ফিরতে পারে। সে দিনের আলোয় থানায় এসে একটা ব্যবস্থা করতে নিশ্চয়ই চাইবে। কিন্তু অনীশ এল না। কোর্টে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যখন তাকে অন্য মেয়েদের সঙ্গে ভ্যানে তোলা হল তখন একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। অন্য মেয়েরা চুপচাপ মুখ ফিরিয়ে বসে। তার দিকে তাকাচ্ছেই না। অস্বস্তি কেটে ক্রমশ স্বস্তি এল। হ্যাঁ, এক হয়ে যাওয়ার কোন কারণ নেই।

কোর্টের সামনে মেয়েরা নামতেই কৌতূহলী জনতার ভিড়। তার মধ্যেই মেয়েদের লোকজন নাম ধরে ডেকে নিজেদের উপস্থিতি জানিয়ে যাচ্ছে। অনীতার হঠাৎ লজ্জা বোধ হল। সে মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে শুনল কেউ একজন বলছে, 'এ যে দেখছি ঠিক ভদ্রঘরের মেয়ে।' হোঁচট খেল অনীতা। বুড়ো আঙুলটা ঠুকে গেল। ব্যথা লাগল কিন্তু সহ্য করল।

ওদের যেখানে জড়ো করা হল সেটা প্রকাশ্য স্থান। সবাই দেখছে। কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। অনীতা ঠিক বুঝতে পারছিল না ওরা এখন কী করবে। শরীরটা গোলাচ্ছে। সকালে কিছুই খেতে ইচ্ছে করেনি। কাল দুপুর থেকে পেটে কিছু পড়ে নি। এখন খাওয়ার চিন্তা মাথা থেকে চলে গিয়েছে। সে মুখ তুলে মানুষগুলোকে দেখল। না, অনীশের মুখ কোথাও নেই। লোকটা প্রমাণ করল যে, সে নপুংসক!

বয়স্কা তার দিকে তাকিয়ে ছিল। অনীতা জিজ্ঞাসা করল, 'কখন কেস উঠবে?'

বয়স্কা ঠোঁট ওল্টাল, 'কী জানি! সকাল সকাল উঠলে বিকেলে কাজে বেরুতে পারি।'

অনীতা মুখ ফিরিয়ে নিল। এখন ওইসব মেয়েদের অত্যন্ত কদাকার দেখাচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, সে নিজেই বা কী রকম আছে? চব্বিশ ঘণ্টায় চুলে চিরুনি পড়েনি।

এক এক করে ডাক পড়ল। এবং সবকটা মেয়ে জামিন নিয়ে যখন চলে যাচ্ছে তখন লোকটা এল। গায়ে কালো কোর্ট। এসে বলল, 'আপনার লোক আসেনি?'

'আমার কোন লোক নেই।'

'সেকি! কোন্ পাড়া? অ্যামেচার?'

'আপনি কে? কী বলতে চাইছেন?'

'আমি একজন ল-ইয়ার। দেখলাম সব মেয়ে জামিন নিয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাচ্ছে অথচ আপনার কাছে কেউ আসছে না। তাই এসেছি যদি সাহায্যের দরকার হয়।'

'আমার জামিনের দরকার নেই। আমি জজের সঙ্গে কথা বলব।'

'কী ব্যাপারে?'

'আমাকে অন্যায়ভাবে পুলিশ ধরেছে। আমার কোন অপরাধ নেই।'

'ও। কোথায় ধরেছে?'

'ভিক্টোরিয়ায়।'

'কখন?'

'সন্ধের পরে।'

'এইটে মুস্কিল হল। যার সঙ্গে ছিলেন তিনি কে?'

'আমার বন্ধু।'

'আরও গোলমেলে ব্যাপার। বাড়িতে জানে আপনি এখানে?'

'না।'

'একটু পরে কেস উঠবে। আমি আপনার হয়ে জামিন চাইব। জাজ যদি প্রশ্ন করে আপনি বলবেন, আমার সঙ্গে কথা বলে উত্তর দেবেন। না, না, মাত্র একশ টাকা দিলেই চলবে। আপনাদের মত ভদ্রঘরের মেয়ের উপকারের জন্যেই আমি আছি!'

'একশ টাকা আমার কাছে নেই।'

'না থাক। যা আছে তাই দেবেন। বাকিটা পরে ম্যানেজ করে নেব। শুনুন, জাজ হয়তো প্রশ্ন করবে আপনি প্রকাশ্য স্থানে কিছু করছিলেন কিনা। আপনি উল্টোপাল্টা উত্তর দেবেন না। জাজের আর বেশি সময় নেই, শুনানি মাসখানেক বাদে হবে।'

একমাস। অনেকটা সময়। এই একমাসে অনেক কিছু ভাবা যাবে। কিন্তু ব্যাপারটার শেষ দেখতেই হবে। ভিক্টোরিয়ার আমলের আইন কেন এখনও এদেশে চালু থাকবে। দুজন স্বাধীন নাগরিক প্রকাশ্য জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিল। পুলিশ কেন তাদের জোর করে ধরে নিয়ে যাবে? কেন পুরুষটিকে ছেড়ে দেবে? কেন মহিলাকে আদালতে তোলা হবে? লোকে কী বলছে তা তোয়াক্কা করবে না সে। যা সত্যি তাই বলবে সে। এদেশে ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে না এমন ভাবার কোন কারণ নেই। গত রাত্রে পুলিশের বড়বাবু তার সঙ্গে যথেষ্ট ভাল ব্যবহার করেছেন। এমনকি আজ সকালে বলেছিলেন, 'ভেবে দেখুন, আমি আপনাকে আদালতে পাঠাবো না, বাট আই মাস্ট সি হিম।'

রাজি হয়নি অনীতা। ভদ্রলোক তাকে কাল রাত্রে আলাদা থাকার সম্মান দিয়েছেন। তিনি 'অন্তত বুঝেছেন তাকে। একটা রাত থানায় যে কাটাতে পারে তাকে অনেক কিছুর মুখোমুখি হতে হয়। তাহলে সে কেন আর একটু এগিয়ে দেখবে না?

এইসময় তার ডাক পড়ল। অনীতা দেখল উকিল ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তার হঠাৎ মনে হল এই লোকটিকে কী দরকার? যা বলার সে নিজেই তো গুছিয়ে বলতে পারে। সে কোনভাবেই অক্ষম নয় যে আর একজনের সাহায্য প্রয়োজন হবে। অনীতা ঘুরে দাঁড়াল, 'শুনুন, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

কিন্তু আমি নিজেই আমার কথা বলতে পারব। আপনাকে আমার প্রয়োজন হবে না।'

উকিলবাবু হাঁ হয়ে গেলেন। অনীতা তাঁকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আদালতে প্রবেশ করল। কেউ একজন তার নাম উচ্চারণ করে কাঠগড়ায় নিয়ে গেলে বিচারক বললেন, 'উকিল কোথায় ?'

অনীতা মাথা নাড়ল, 'উকিলের প্রয়োজন নেই। আমি আমার কথা বলব। আমাকে জোর করে এখানে ধরে আনা হয়েছে।'

'জোর করে আনা হয়েছে মানে ?'

'কাল সন্ধের পরে পুলিশ গায়ের জোরে মিথ্যে কেস সাজিয়ে আমাদের থানায় নিয়ে যায়। এই ব্যাপারে আমি অপমানিত বোধ করছি। আমার সম্মান হানি হয়েছে। এক স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমি আপনার কাছে এর প্রতিবিধান চাইছি।' স্পষ্ট গলায় জানাল অনীতা।

বিচারকের চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। আদালতে গুঞ্জন শুরু হল। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি কোন কাজ করেন ?'

অনীতা নিজের চাকরির কথা বিশদে বলল।

বিচারক জানালেন, আজ যেহেতু অন্য মামলার শুনানি নির্ধারিত আছে তাই তিনি আগামী মাসের তিন তারিখে এই মামলা গ্রহণ করবেন। আসামীকে এখনই আদালতে আবেদন করতে হবে বিস্তারিত জানিয়ে। কোন উকিল যদি তার বক্তব্য সমর্থন করে জামিনের জন্যে আবেদন করেন, তাহলে জামিন মঞ্জুর হবে।

সেই উকিল ভদ্রলোকের দেখা পাওয়া গেল না। কিন্তু একজন তরুণ আইনজ্ঞ এগিয়ে এলেন। সমস্ত কাজ চুকে যাওয়ার পর ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার স্পিরিট দেখে আমি অবাক। মেয়েরা যদি এভাবে প্রতিবাদ করতে পারেন, তাহলে দেশের চেহারা পাল্টে যেতে বাধ্য।' ভদ্রলোক সেদিনই ওকে কোন দক্ষিণা দিতে নিষেধ করলেন। বললেন, 'আপনি আমাকে এখনই টাকা দেওয়ার কথা ভাববেন না। দেখা যাক ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছায়।'

আদালতের বাইরে আসামাত্র অনীতা রিপোর্টারদের সামনে পড়ল। তরুণ আইনজ্ঞ সঙ্গে ছিলেন। অনীতাকে কিছু বলতে না দিয়ে তিনি জানালেন, 'যেহেতু বিষয়টি এখন বিচারকের সামনে তাই কোন কথা আমরা বলতেপারছি না।'

একটি ইংরেজি কাগজের কোর্ট-করেসপণ্ডেণ্ট বললেন, 'যা ঘটেছিল তা জানালে আদালতকে অপমান করা হবে না।' চাপ বাড়তে লাগল। একটার পর একটা প্রশ্ন।

শেষপর্যন্ত অনীতা মুখ খুলল, 'দেখুন আমি গতকাল সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। চব্বিশ ঘণ্টার ওপর অস্নাত, ক্ষুধার্ত এবং না ঘুমিয়ে রয়েছি। শারীরিকভাবে আমি খুব ক্লান্ত। আমি শুধু বলতে পারি, ভারতবর্ষের একজন নাগরিক হিসেবে আমি একটি প্রকাশ্য স্থানে আমার বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলাম। আমরা জানতাম না সেখানে কিছু বারবনিতা নিত্য তাদের ব্যবসার জন্যে যায়। পুলিশ যখন তাদের ধরে ভ্যানে তোলে তখন আমাদের বাদ দেয় না। আমরা অনেক অনুরোধ করি। যেহেতু আমরা কোন সমঝোতায় আসতে চাইনি তাই আমাদের থানায় নিয়ে আসা হয়—।'

এইসময় তরুণ-আইনজ্ঞ নিচুগলায় মনে করিয়ে দিলেন, 'ঘটনাটা বলুন, প্লিজ, আপনি কোন মন্তব্য করবেন না।'

'থানায় আমাকে প্রমাণ করতে বলা হয় যে, আমি বারবনিতা নই। মধ্যরাত্রে সেটা একা প্রমাণ করা অসম্ভব। রাত তিনটের সময় কোন ভারতীয়কে ধরে যদি প্রমাণ করতে বলা হয়, সে ভারতবর্ষের নাগরিক কিনা তাহলে তারও একই দশা হবে। থানায় আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়নি। কিন্তু যেহেতু আইনের বাইরে সরকারী কর্মচারীদের যাওয়া সম্ভব নয় তাই আমাকে সকাল পর্যন্ত থাকতে হয়েছে। এখন আমি মহামান্য বিচারকের কাছে নিজের সততা প্রমাণ করতে চাই। সেই সঙ্গে একজন ভারতীয় নারী হিসেবে এই অপমানের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সুবিচার প্রার্থনা করছি।'

তরুণ-আইনজ্ঞ আর কথা বাড়াতে না দিয়ে অনীতাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে তুলে দিলেন। এর মধ্যে ক্যামেরাম্যানরা তার ছবি তুলে নিয়েছে।

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে নিজের বাড়ির রাস্তা বলে দিয়ে পেছনের সিটে শরীর এলিয়ে দিল অনীতা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা অবসাদ চেপে বসেছে। মাথা আর কাজ করছে না। সে চোখ বন্ধ করল।

গলিতে ঢোকার পর ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় নামবেন দিদি ?'

সম্বিৎ ফিরল। বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামিয়ে ভাড়া মিটিয়ে দরজা খুলল অনীতা। প্রথমেই তার নজর গেল পাশের বাড়ির দোতলায়। একজন মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। তাকে দেখামাত্র চিৎকার করে ভেতরের আরএকজনকে ডাকলেন।

ভ্রূক্ষেপ না করে অনীতা ওদের বাড়ির দরজায় কলিং বেল টিপল। বড়বৌদি দরজা খুলেই চিৎকার করলেন, 'তুমি! মা, অনীতা এসে গেছে।'

গম্ভীর মুখে পাশ কাটিয়ে অনীতা ভেতরে ঢুকতেই মহিলা দরজা বন্ধ করে

পেছনে ছুটে এলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে কাল রাত্রে? একটাও খবর দাওনি। চিন্তায় চিন্তায় মায়ের শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তোমার দাদারা থানাপুলিশ করছে, অফিস যায়নি কেউ।'

অনীতা উত্তর না দিয়ে নিজেদের ঘরের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল। চিৎকার শুনে মা উত্তেজিত হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিলেন। অনীতা তাঁর মুখোমুখি হল। তিনি কিছু বলার আগেই অনীতা বলল, 'মা, আমি দাঁড়াতে পারছি না। আমার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছে। আমাকে কিছু খেতে দাও। আমি ঘুমোবো।'

ব্যাগ ঘরে রেখে সে শাড়িজামা তুলে নিয়ে বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। গায়ে জল ঢালার আগে দাঁত মাজল। পরিষ্কার হতে হতে শরীরটা যেন আরও আরাম চাইল। কাচা জামা শাড়ি পরে বাইরে বেরিয়ে আসতেই অনীতা দেখল ঘরে পরিবারের সবাই। শুধু বড়দা নেই। মায়ের হাতে একটা খাবারের প্লেট। এবং সেটা দেখামাত্র অনীতার মনে হল এতক্ষণ যে খিদেটা ছিল তা যতটা না শরীরের তার চেয়ে বেশি মনের। খেতে চাইলেও খাবার গলা দিয়ে নামবে না। মায়ের অন্য হাত থেকে জলের গ্লাস নিয়ে সে ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল। এবার মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছিল?'

'পরে বলব। এখন আমাকে তোমরা ঘুমোতে দাও।'

অনীতা কোনদিকে না তাকিয়ে বিছানায় নিজের জায়গায় শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করল। আঃ, কি আরাম।

অনীতা নয়, নীতা। সেই একই অপরাহ্নে

গলিতে ঢুকে দ্রুত চলার চেষ্টা করেও শরীর টানতে পারছিল না নীতা। বাড়ির কাছাকাছি এসে সে আর মাটি থেকে মুখ তুলছিল না! দরজার কলিং বেলের বোতামে চাপ দিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করল। দরজা খুললেন বড়বউদি। তারপরেই চিৎকার, 'তুমি! মা, নীতা এসে গিয়েছে।' নীতা কোনমতে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

দরজা বন্ধ করে বড়বউদি পেছনে ছুটে এলেন, 'কোথায় ছিলে কাল রাত্রে? আশ্চর্য! একটা খবর দেবার প্রয়োজন বোধ করলে না। মা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ভেবে ভেবে। তোমার দাদা থানাপুলিশ করে হয়রান। অফিস যায়নি কেউ।'

ওপাশের দরজায় ততক্ষণে মা এসে দাঁড়িয়েছেন, 'কোথায় ছিলি কাল রাত্রে?' কাটা কাটা শীতল কথাগুলো কানে আসামাত্র কেঁপে উঠল নীতা। তার জিভ শুকনো ছিল, এখন আড়ষ্ট হল। মেজদা এসে দাঁড়াল ওর ঘরের দরজায়, 'কোথায় ছিলি?'

'এক বন্ধুর বাড়িতে!' কোনমতে তিনটি শব্দ উচ্চারণ করল।

'কোন বন্ধু?' মায়ের প্রশ্ন।

'রীতা।'

'কেন?'

'ওর খুব অসুখ। ভেবেছিলাম রাত্রেই ফিরে আসব। পারলাম না। ওদের পাশের বাড়ির একটা লোককে ফোন করতে বলেছিলাম। করেনি?'

'কেউ ফোন করেনি।' মা বললেন।

'ফোন করলে ওরা খবর দিয়ে যেতই।' বড়বউদি জানালেন।

মেজদা বলল, 'আজ সকালে উঠেই চলে এলি না কেন?'

'ওকে নার্সিংহোমে ভর্তি করে আসতে হল।'

'আশ্চর্য। তুই মেয়ে। এভাবে না বলে কয়ে একটা পুরো রাত বাড়ির বাইরে থাকতে তোর ভয় করল না। পাড়ার লোক জানলে কী করে মুখ দেখাবি?'

'আমি কোন অন্যায় করিনি মা।' নীতা মাথা নিচু করে বলল।

বড়বউদি বললেন, 'এ কেমন বন্ধুর বাড়ি, দেখে মনে হচ্ছে গায়ে মুখে জল পড়েনি, চেহারা হয়েছে ভূতের মত। এই চেহারা নিয়ে তুমি রাস্তায় হেঁটে এলে?'

মেজদা জিজ্ঞাসা করল, 'তোর বন্ধুর বাড়ি কোথায়?'

'বরানগরে।'

'সর্বনাশ!' মা আঁতকে উঠলেন, 'তুই গড়িয়াহাট থেকে বরানগরে গিয়ে রাত্রে ছিলি? কে এমন বন্ধু যার নাম আমি কখনও শুনিনি।'

'শুনেছ। তোমাকে বলেছি।'

মা মুখ খুলতে গিয়ে খুললেন না। কলিং বেল বাজল। মেজদা দরজা খুলতে গেল। নীতা ওদের ঘরে ঢুকল। এরকমটা হবেই সে জানত। এখন বর্ষণ শুরু হয়েছে। ব্যাপারটা চলবে কিছুদিন। মধ্যবিত্ত বাঙালী সমস্যায় পড়লে শুধু কথা শোনাতে পারে, অনুজদের পাশে এসে দাঁড়াতে জানে না। বাথরুমে ঢুকে গেল সে। যদি সত্যি কথা ওদের বলত তাহলে কীরকম প্রতিক্রিয়া হত? বাড়ির মেয়েকে পুলিশ ভিক্টোরিয়া থেকে তুলে থানায় রেখেছিল গোটা রাত্তির কয়েকটা বারবনিতার সঙ্গে, পরদিন আদালতে চালান করে দিয়েছিল, কথাগুলো কানে গেলে আঁতকে উঠত সবাই। বংশের মান-সম্মান নষ্ট করার দায়ে হয়তো তাকে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে বাধ্য করত। অথচ বংশ ব্যাপারটা কী আর তার অবস্থা কতটা সম্মানজনক তা নিয়ে অন্য সময়ে কেউ মাথা ঘামায় না। অতএব এখন চোরের মত থাকতে হবে। কোথাও কেউ তার নাম এবং ঠিকানা জানে না। একটা রাতের স্মৃতি কয়েক মাসেই মিলিয়ে যাবে। কলকাতার লক্ষ লক্ষ মেয়ের মধ্যে পুলিশ নিশ্চয়ই তাকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবে না। তদ্দিন মুখ বুজে সব সহ্য করতে হবে তাকে। গায়ে জল পড়তে, অবেলা বলেই বোধহয়, কাঁটা দিল নীতার। তবু, আহ্, কি তৃপ্তি।

পরিষ্কার হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই সে থতমত হয়ে গেল। এখন বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে বড়দাও দাঁড়িয়ে। আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বড়দা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কী ভেবেছিস? আমাদের কোন সম্মান নেই? চাকরি করছিস বলে মাথা কিনে নিয়েছিস তুই? কোথায় গিয়েছিলি সত্যি করে বল।'

নীতা চোখ সরিয়ে নিল, 'আমি তো বলেছি।'

'আই ডোণ্ট বিলিভ দ্যাট। এত সাহস হয় কোত্থেকে? রীতার ঠিকানা বল, আমি তার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেব তুই সত্যি বলছিস কিনা!'

'তার মানে? তুমি আমাকে সন্দেহ করছ?' প্রশ্ন করার সময় কেঁপে উঠল নীতা। এবং সেই সঙ্গে মনে হল ভয় পেয়েছে বোঝানো মানে নিজের সর্বনাশ করা। তাকে আক্রমণাত্মক হতে হবে। বড়দা মাথা নাড়লেন, 'সন্দেহ তো একটা আসেই।'

'আশ্চর্য ! আমার আচরণে তোমরা কখনও তেমন কিছু দেখেছ ? এখন যদি তুমি রীতার বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর আমি সেখানে ছিলাম কিনা তাহলে ওরা কী ভাববে ? নীতাকে তার বাড়ির লোক বিশ্বাস করে না ? আমার কথার কোন মূল্য যদি তোমাদের কাছে না থাকে তাহলে সেটা স্পষ্ট করে বলে দাও।' শেষের দিকে নীতার গলার স্বর জড়িয়ে যাচ্ছিল।

মা বললেন, 'বুঝলাম। কিন্তু তোকে কথা দিতে হবে আমাদের না জানিয়ে আর কখনই বাইরে রাত কাটাবি না।'

বড়দা বললেন, 'এখন বোঝ অবস্থা। থানায় ডায়েরি করে এলাম। আমার পক্ষে আবার থানায় গিয়ে ডায়েরি উইথড্র করা সম্ভব নয়।' বড়দা চলে গেলেন তাঁর ঘরে।

দেখা গেল সবাই এক-একটা ঝামেলায় ব্যস্ত। কারো পক্ষে থানায় যাওয়া সম্ভব নয়। অথচ বাড়ির মেয়ে হারিয়ে গিয়েছে বলে ডায়েরি করে আসার পর মেয়ে বাড়িতেই বসে আছে বলে প্রত্যেকের মনে খচখচ করছে অস্বস্তি। মা বললেন, 'তোমার জন্যে এত ঝামেলায় পড়ল সবাই। সারারাত ঘুম নেই, হাসপাতালে খুঁজে দেখা, থানায় যাওয়া। যাও, নিজেই থানায় গিয়ে বল যে তুমি এসে গিয়েছ। নইলে পরে পুলিশ চোখ রাঙাবে।'

'আমি থানায় গেলে তোমাদের সম্মানহানি হবে না তো ?'

'মানে ?' মায়ের চোখ ছোট হল।

'কিছু না।' নীতা তৈরি হতে লাগল। তাই দেখে বড়বউদি বললেন, 'মা, ও একা কেন যাবে, আমি কি ওর সঙ্গে যাব ?'

মা বললেন, 'যা ভাল বোঝ কর। আমি কিছু ভাবতে পারছি না।'

রাস্তায় নেমে নীতা বলল, 'তুমি আবার আসতে চাইলে কেন ?'

বড়বউদি বললেন, 'আমি কখনও থানায় যাইনি। কৌতূহল হচ্ছিল তাই।'

নীতা কথা বাড়াল না। থানায় যাওয়ার যে অভিজ্ঞতা গতকাল তার হয়েছিল তা যদি বড়বউদির হত তাহলে—। নীতা মাথা নাড়ল। খুব ক্লান্তি লাগছে এখন। খিদে এবং একই সঙ্গে ক্লান্তি। সে একটা রিক্সা দাঁড় করিয়ে বড়বউদিকে বলল, 'এসো।'

পাড়ার থানায় বড়বাবু ছিলেন। ভদ্রলোকের যথেষ্ট বয়স হয়েছে। ওদের দেখে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে সামনের চেয়ারে বসিয়ে বললেন, 'কী সমস্যা বলুন।'

নীতার ভেতরে থানায় ঢোকামাত্র একটা কুণ্ঠা সক্রিয় হয়েছিল। সেই একই চেহারা। ওপাশের কোন ঘরে বোধহয় কথা বের করার জন্যে চাপ দেওয়া হচ্ছে।

মাঝে মাঝেই কারো আর্তনাদ ভেসে আসছে সেখান থেকে। বড়বাবু ওদের মুখ দেখে বললেন, 'ওদিকে কান দেবেন না। ভালমানুষ তো সবাই নয়। তাই আমাদেরও মাঝেমাঝে খারাপ ব্যবহার করতে হয়। বাড়িতে চুরিটুরি হয়েছে নাকি ?'

আর্তনাদ শুনে বড়বউদি নিশ্চয়ই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, 'না-না।'

নীতা বলল, 'আমার নাম নীতা। ইনি আমার বড়বউদি। আমার বড়দা আপনার কাছে একটা ডায়েরি করে গেছেন উদ্বিগ্ন হয়ে। আসলে আমি এক অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে গিয়ে আটকে পড়েছিলাম, বাড়িতে খবর দিতে পারিনি।'

বড়বাবু কিছুক্ষণ তাকিয়ে হেসে ফেললেন, 'দেখুন কাণ্ড। আমাদের বাঙালী মেয়েরা বয়স বাড়লেও অভিভাবকদের চোখে অ্যাডাল্ট হয় না। খবর দিতে পারেননি কেন ?'

'টেলিফোন ছিল না।'

'ও। উনি ডায়েরি করার পর আমি অবশ্য সবজায়গায় খবর নিয়েছি। নীতা নামের একটি মেয়েকে কাল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে ধরা হয়েছিল। কিন্তু সে বাজে মেয়েছেলে। প্রস্টিটিউট। যাক, এখন আর এ নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে আসায় আমাদের কাজ ফুরিয়ে গেল।'

অফিসে ঢোকার সময় বুকের ভেতর ড্রাম বাজছিল। কাল সন্ধে থেকে পড়ে পড়ে ঘুমিয়ে আজ সকালে অফিসে আসার ইচ্ছেই ছিল না। কিন্তু আসতে হয়েছে। নিজেদের ঘরে ঢোকামাত্র নৃপেন বলে উঠল, 'কী ব্যাপার ? শরীর খারাপ ?'

'না তো !' নীতা চমকে উঠল।

'কালকে এলেন না, তাই বললাম।'

'ও।'

বেলা বাড়ছে। অথচ কাজে মন আসছিল না কিছুতেই। এই একই অফিসে অনীশ নিশ্চয়ই বসে আছে। প্রচণ্ড একটা আক্রোশ ক্রমশ অভিমানে পৌঁছে গেল। অনীশ তার কোন খোঁজখবর করেনি। এমনকি সে অফিসে এসেছিল কিনা তাও তো জানতে চায়নি। অবশ্য পিওনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে সে নীতার কথা। কিন্তু সে যে জেনেছে তা জানায়নি। নীতার মনে হল সে উঠে অফিসারদের চত্বরে

গিয়ে অনীশের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে,-এমন কেন করল? কেন এই দায়িত্বহীনতা? এতে কি মানুষ হিসেবে সে নিজেকে নোংরা করল না? তারপরেই মনে হল, কী দরকার? তার শিক্ষা হয়ে গেছে। আর কোনদিন সে অনীশকে নিজস্ব মানুষ হিসেবে যখন গ্রহণ করতে পারবে না তখন খামোকা ওই প্রশ্নগুলো করে কী লাভ! প্রশ্ন করা মানে তো এক অর্থে নিজের অভিমান বোঝানো! কার কাছে? একটা অমানুষ, পলাতককে সেই সম্মান জানানো তো চূড়ান্ত বোকামি।

অথচ অনীশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সেই বিকেলেই।

চ্যাটার্জী সাহেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ওপরতলা থেকে কিছু পরিসংখ্যান চেয়েছে কয়েকটা ব্যাপারে। তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল। এইসময় অনীশ ঘরে ঢুকেছিল, 'চ্যাটার্জী, তুমি কী রিপোর্টটা আজই দিচ্ছ? আমার ক্লার্ক বলছে কালকের আগে হবে না।' বলতে বলতে গলার স্বর নেমে গিয়েছিল অনীশের।

ওই স্বর কানে যাওয়ামাত্র শক্ত হয়ে গিয়েছিল নীতা। চ্যাটার্জী বললেন, 'এত ফিরিস্তি আজকে দেওয়া অসম্ভব। আপনি কি পারবেন?'

শেষ প্রশ্নটা নীতার দিকে তাকিয়ে। নীতা ঘাড় নাড়ল, 'পারব।' তারপর কাগজপত্র নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল, 'আসছি।'

চলে আসার সময় সে অনীশের দিকে তাকায়নি। যেন সেই মানুষটার অস্তিত্বই সে বুঝতে পারেনি এমন ভঙ্গি ছিল হাঁটায়। নিজের চেয়ারে বসে শরীর জ্বলে যাচ্ছিল। অত বড় একটা কাণ্ড ঘটে যাওয়ার পরও লোকটা চাকরির জন্যে কাজ করে যাচ্ছে আন্তরিক হয়ে। আন্তরিক? যার অন্তর নেই সে কিরকম করে আন্তরিক কাজ করে? স্বার্থ! স্বার্থ বজায় রাখতে এরা জুতো মুখে নিয়ে হেঁটে যেতে পারে। নীতা ঠিক করল, যে করেই হোক আজ কাজটা শেষ করে যাবে। চ্যাটার্জী সাহেবের সেকশন যে অনীশের সেকশনের চেয়ে দক্ষ তা ওপরওয়ালাকে বুঝিয়ে দেবে। নীতা ফাইল খুলল।

জল থিতিয়ে গেলে কাদা পড়ে যায় নিচে। এর জন্যে শুধু সময় চলে যাওয়ার অপেক্ষা। মাসখানেক কেটে গেলে নীতা অনেকটা নিশ্চিত হল সেই রাতটাকে নিয়ে। আর কোন পিছুটান টানবে না সেই ঘটনাটা। এখন মনের মধ্যে শুধু ক্ষত

নিয়ে থাকা। জীবনে প্রথমবার কোন পুরুষকে অনাবিল ভালবাসা দিয়ে বঞ্চিত হয়ে কাটানো। তবে প্রথম দিকে অনীশ শব্দটা শুনলেই যে গা-জ্বালা ভাব হত এখন আর তা হয় না। এত দ্রুত একটি মানুষ কারো কাছে মৃত হয়ে যায় না যদি ঘেন্না প্রবল না হয়। শুধু অফিস আর বাড়ি, এখন নীতার জীবনযাত্রা এই দুই বিন্দুতে।

অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রাম ধরতে হাঁটছিল নীতা। এসব রাস্তায় দেখতে ভাল কোন মেয়ে একা হাঁটলেই জ্বালাতন করার জন্যে পুরুষের অভাব হয় না। গাম্ভীর্যের মুখোশ তখন খুব কাজ করে। কিন্তু লোকটা একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে নমস্কার করবে ভাবতে পারেনি নীতা। চমকে মুখ তুলেই মনে হল বেশ চেনা চেনা। কোথায় দেখেছে তা প্রথমে ঠাওর হল না।

লোকটি হাসল. 'ওঃ, অনেক কষ্টে আপনার অফিসের হদিশ পেলাম। পেয়ে ভাবলাম ভেতরে ঢুকে আর সমস্যা বাড়াবো না, বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকি, ছুটি হয়ে গেলে তো আপনি বাড়ি যাবেনই।'

এবং তখন লোকটাকে চিনতে পারল নীতা। সেই উকিল যে তাকে জামিনে ছাড়িয়েছিল। মাথা ঘুরে গেল আচমকা। কোনক্রমে নিজেকে স্থির রাখল সে।

উকিলবাবু হাসল, 'লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই। এরকম অভিজ্ঞতা আমাদের প্রায়ই হয়। মিথ্যে কথা আমিও বলি। তাই মিথ্যেকথা শুনতে খারাপ লাগে না। তবে হ্যাঁ, একথাও ঠিক, দশটার মধ্যে ছটা কেসে পার্টির কোন হদিশ পাই না।'

'কি চান আপনি ?' প্রশ্নটা করার সময় নীতা দেখতে পেল দাসবাবু অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ি যাচ্ছেন। উকিলবাবু বলল, 'প্রয়োজনটা আপনার। আমি যেহেতু জামিনদার তাই গরজ আমার। আগামীকাল মামলার তারিখ পড়েছে।'

'মামলা ?' নীতা দেখল দাসবাবু রাস্তা পেরিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন।

'যাচ্চলে ! একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন দেখছি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে পুলিশ ধরেছিল বলে একটা কেস আপনার বিরুদ্ধে ঝুলছে এখনও সেটা মনে না থাকার তো কারণ কিছু নেই।' উকিলবাবু হাসতে হাসতে বলল। গলা নামিয়েই।

অথচ নীতার মনে হল আশেপাশের লোকজন এর প্রতিটি শব্দ শুনতে পাচ্ছে। কি করবে বুঝতে পারছিল না সে। এই লোকটা তাকে ধরে ফেলেছে। অফিসের ঠিকানা পেয়েছে যখন তখন বাড়ির ঠিকানা পেতে অসুবিধা হবে না। যদি সোজা

বাড়িতে গিয়ে বড়দাকে বলে দেয় অথবা পুলিশকে তার ঠিকানাটা জানিয়ে দেয়— !
নীতার কান্না পাচ্ছিল।

উকিলবাবু বলল, 'স্বীকার করছি আপনি খুব ভাল মিথ্যে কথা বলেন। আমি পর্যন্ত সেটা ধরতে পারিনি। সন্দেহ হলে আমি একটা ছোঁড়াকে পার্টির পেছনে পাঠাই ফলো করে ঠিকানা জেনে আসতে। আপনাকে সন্দেহও করিনি। পরে ভেরিফাই করতে গিয়ে জানলাম আপনি উড়ে গেছেন। জেদ চেপে গেল, বুঝলেন !' উকিলবাবু পকেট থেকে একটা সস্তার সিগারেট বের করে ধীরে সুস্থে ধরালেন। তারপর গল্প শোনাবার ভঙ্গিতে বলে গেলেন, 'জেদ চেপে গেল। খোঁজ নিলাম সেই থানায় যেখানে আপনি রাত কাটিয়ে ছিলেন। তা ওরাও তো মিথ্যে ঠিকানা শুনেছে। বড়বাবু কিন্তু আপনার চেহারা, কথাবার্তা মনে রেখেছেন। কিন্তু তাতে কী হবে ! এত বড় শহরের কোন্ প্রান্তে আপনার মত একটা মেয়েকে পাওয়া যাবে তা কি বলা সম্ভব ? আমার কপাল ভাল, সেই সেপাইটার দেখা পেয়ে গেলাম যাকে আপনি টেলিফোন নম্বর দিয়েছিলেন বাড়িতে খবর দেবার জন্যে। বুঝে গেলাম কেস জেনুইন। আপনি লাইনের মেয়ে নন। তা টেলিফোন নাম্বার পেয়ে রিং করে জানলাম যে নীতা নামের মেয়েটি পাশের বাড়িতে থাকে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ফোন করতেই ওই নাম্বার কোন ঠিকানার তা জানতে দেরি হবে না। চলে গেলাম আজ দুপুরে আপনার বাড়িতে।'

'আমাদের বাড়িতে আপনি গিয়েছিলেন ?' আঁতকে উঠল নীতা।

'হ্যাঁ। আপনার বড়বৌদি ছিলেন। তাকে বললাম—।' উকিলবাবু চুপ করলেন।

'কি বললেন ? কি বলছেন আপনি ?' নীতার গলার স্বর কাঁপছিল।

উকিলবাবু হাসল, 'তেমন কিছু না। আমি ইন্সিওরেন্স কোম্পানি থেকে আসছি। আপনার সঙ্গে দেখা করার খুব প্রয়োজন। হাউসওয়াইফ তো, তেমন কিছু বুঝলেন না, অফিসের ঠিকানা দিয়ে দিলেন। আপনার কি ধারণা আপনাকে বাড়িতে বেইজ্জত করতে পারি ?'

'আপনি কি চান ?'

'আবার ওই কথা। আমি জামিন দাঁড়িয়েছি। আপনি আদালতে না গেলে আমি বিপদে পড়ে যাব। কাল সকাল দশটায় আপনি আদালতে চলে আসুন।'

'যদি না যাই ?'

'তাহলে আদালতের কাছে সত্যি ঘটনা বলতে তো আমি বাধ্য। না রাগ করবেন না। আমার অবস্থাটা আপনি বুঝতে চেষ্টা করুন। আমি যার জামিন

দাঁড়িয়েছি সে পালিয়ে গেলে কোর্ট আর আমাকে বিশ্বাস করবে ?'

নীতা নিঃশ্বাস ফেলল। এখন কোর্টে গিয়ে দাঁড়ানো মানে কোন কিছুই আর গোপন থাকবে না। বাড়িতে-অফিসে। অনীশের ওপর প্রচণ্ড আক্রোশ হল তার। এইসময় উকিলবাবু বলল, 'আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি। একেই বলে বিপাক। এক কাজ করুন, একশটা টাকা দিন, কাল কোর্টে আপনাকে যেতে হবে না। আমি আর একটা ডেট চেয়ে নেব। এর মধ্যে ভেবেচিন্তে একটা মতলব বের করতে হবে।'

নীতার ব্যাগে আজ একশ টাকার নোট ছিল। একটুও সময় নষ্ট না করে সে টাকাটা উকিলবাবুর হাতে দিল। উকিলবাবুর সেটা পকেটে রেখে বলল, 'এখন বলুন আপনার সঙ্গে কোথায় যোগাযোগ করব। বাড়িতে যাওয়া ঠিক নয়। অফিসে যেতে পারি যদি অনুমতি দেন।'

'না। আপনি অফিসে আসবেন না।'

'বেশ। তাহলে একটা জায়গা বলুন ?'

নীতা ভেবে পাচ্ছিল না। এ লোকটির সঙ্গে দেখা করার কোন ইচ্ছেই তার হচ্ছিল না। সে বলল, 'কতটাকা একসঙ্গে দিলে আপনি আর দেখা করতে চাইবেন না বলুন!'

'ছি ছি। এ আপনি কী বলছেন ? আমি আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করতে এসেছি ? কেস যখন যেমন পড়বে তখন আমাকে আপনার কাছে আসতে হবে। কুইন ভিক্টোরিয়ার আমলের আইন। তিনি চলে গেছেন দলবল নিয়ে কিন্তু ব্যবস্থাটা রেখে গিয়েছেন। এক একটা কেস দশ পনের বছর পর্যন্ত গড়ায়। এই যে একশ টাকা দিলেন এর কতটুকু আমার থাকবে ? দিতে দিতেই ফক্কা। বেশ, আমি বলি কি, আপনি মেট্রো সিনেমা চেনেন ?'

'চিনব না কেন ?'

'তার গায়ে একটা রেস্টুরেন্ট আছে। ভদ্র পরিবেশ। প্রতি মাসের প্রথম শনিবার বিকেলে, এই ধরুন চারটে নাগাদ, ওই রেস্টুরেন্টে আপনার জন্যে অপেক্ষা করব। আপনি ব্যাগে কিছু টাকা নিয়ে চলে আসবেন। বেশি না, এক থেকে দুই-এর মধ্যে। যখন যেমন লাগে আর কি। আচ্ছা, চলি। সামনের মাসের প্রথম শনিবার হল গিয়ে তিন তারিখ। নমস্কার।' উকিলবাবু উল্টোদিকে হাঁটা শুরু করল।

বাড়িতে ফেরার পর মা বললেন, 'কি রে, তুই ইন্সিওরেন্স করাচ্ছিস কখনও

বলিসনি তো। খুব ভাল। এ না হলে টাকা পয়সা জমাতে পারবি না।'

নীতা হেসেছিল। তারপর বিছানায় গা এলিয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে চুপচাপ পড়েছিল অনেকক্ষণ। হ্যাঁ, আবার কিছুদিনের জন্যে সামাল দেওয়া গেল। তাদের বংশের সম্মান, তার চাকরির নিরাপত্তা আগামী মাসের তিন তারিখ পর্যন্ত অটুট থাকবে। সেই রাত্রে যদি উদ্বিগ্ন না হয়ে চুপচাপ বসে থাকত, বাড়িতে টেলিফোনে খবর জানাবার জন্যে সেপাইটাকে অনুরোধ না করত তা হলে নিশ্চয়ই উকিলবাবু তার হদিশ পেতেন না। ভাল হবার মাশুল দিতে হচ্ছে আজ। ভালবাসার জন্যেও তো বটে। ভালবাসা! শুধু ভালবাসার জন্যে এক কবি নাকি লক্ষ মাইল হেঁটে যেতে পারেন। পাগল! ভালবাসা শুধু একটা স্বার্থের নাম যার সর্বাঙ্গে কাঁটা।

কোনওরকম ঢেউ নেই। জীবনযাপন একেবার স্বাভাবিক। পৃথিবীর কোন মানুষ আর নীতার দিকে আঙুল তুলছে না সেদিনের ঘটনার জন্যে। এমন কি অফিসে পর্যন্ত সে কাজ করছে মন দিয়ে। নৃপেন ঠাট্টা করেছিল তার গাম্ভীর্যের কারণে। হ্যাঁ, আজকাল কথা বলতে বেশি ইচ্ছে করে না। চটজলদি হাসি বের হয় না। অনীশকে নিয়ে সে আর মোটেই মাথা ঘামায় না। মুখোমুখি পড়ে গেলেও গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। অফিসারদের যে সহবতগুলো মেনে চলতে হয় এবং যা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করেছে এককালে অনীশ, তাই এখন তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। ইচ্ছে হলেও আগবাড়িয়ে নিচের তলাব কর্মচারীর সঙ্গে বেশি কথা বলতে পারবে না অনীশ। আর নীতা যেখানে অবহেলা করছে সেখানে প্রশ্নই ওঠে না।

মাসের প্রথম শনিবার ব্যাগে দুশো টাকা নিয়ে নীতা মেট্রোর পাশের চায়ের দোকানে ঢোকামাত্র উকিলবাবু হাসিমুখে অভ্যর্থনা করল, 'আসুন, আসুন, আপনার সময়জ্ঞান তো খুব ভাল। বসুন। চায়ের সঙ্গে কী খাবেন বলুন ?'

অনীতা, পরদিন সকাল থেকে টানটান

ঘুম ভাঙার পর মনে হল এত আরাম কোনদিন পায়নি অনীতা। সে চোখ খুলতে চাইছিল না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা আলস্য স্থির। এবং তখনই মনে হল অনীশের কথা। একটা পুরুষ মানুষ যে কিনা কীটের চেয়ে অধম। স্বার্থ ছাড়া যার অন্য চিন্তা নেই। এমন একটা মানুষের সঙ্গে জীবনযাপন করার স্বপ্ন দেখছিল সে? ভাবতেই শরীরে একটা জ্বলুনি এল, মুহূর্তেই আলস্য উধাও। অনীতা উঠে বসল। এবং তখনই বড়দা এবং মা ঘরে এলেন।

খবরের কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বড়দা বললেন, 'এটা পড়ে ত্যাখ।'

প্রথম পাতার নিচের দিকে বড় বড় অক্ষরে লেখা, 'সম্ভ্রান্ত তরুণীকে নাজেহাল, চলতি ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করলেন অনীতা।' পাশেই তার ছবি। রুক্ষ, উদ্‌ভ্রান্ত কিন্তু স্পষ্ট চেনা যায়। অনীতা খবরটা পড়ল। গতকাল আদালত কক্ষের বাইরে আসার পর রিপোর্টারদের সে যা বলেছিল তারই বিস্তারিত বিবরণ। সবশেষে ওরা মন্তব্য করেছে, কে সেই পুরুষবন্ধু যার নাম উচ্চারণ করতেও অনীতা এখন ঘৃণা বোধ করেন? নিজের বিপদের সময় যার পরিচয় ফাঁস করে দিলে অনীতাকে কোর্টে আসতে হত না সেই কাপুরুষকে কি এখনও ভালবাসেন, না তার কথা ভেবে নিজেকে ছোট করতে চান না? যাই হোক, এখন অনীতা যে প্রশ্ন তুলেছেন তা যে কোন স্বাধীনচেতা মহিলার মৌল প্রশ্ন।

বড়দা বললেন, 'হয়ে গেল।'

অনীতা তাকাল, কাগজটাকে সরিয়ে রাখল। মা বললেন, 'খবরের কাগজের লোকদের এত কথা বলতে গেলি কেন? তোর ছোড়দা খুব রাগ করছে।'

'যা সত্যি তাই বলেছি।' ধীরে ধীরে শব্দ চারটে উচ্চারণ করল সে।'

'সত্যি ঠিক, কিন্তু এখন তো সবাই এটা নিয়ে গল্প করবে।

'তাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে? এতকাল আমাদের সংসারের ব্যাপারে কেউ আগ বাড়িয়ে কিছু করতে এসেছে যে আজ উল্টোটা বললে শুনব?' অনীতা বিছানা থেকে নামল। 'আমার ব্যাপারটা আমাকে বুঝতেই হবে। কাল রাত্রে যখন তোমাদের বললাম তখন তো আমাকেই সমর্থন করেছিলে।'

বড়দা বললেন, 'সমর্থন এখনও করছি। কিন্তু কদিন মানুষের কৌতুহলের জবাব দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কাল রাত্রে তুই আমাদেরও বলিসনি ছেলেটা কে?'

'একটা কীট।' অনীতা দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

বড়দা বললেন, 'কীট যদি হয় তাহলে তাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না, পিসে মারতে হয়। এত বড় একটা কাপুরুষকে— ।'

অনীতা দরজায় পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল, 'ছেড়ে দেব তা তো বলিনি। তবে ধরে রাখার তো অনেকরকম পথ আছে, কোন্ পথটা নেব সেটা ভাববার সময় দাও।'

সে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র মা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। মায়ের দিকে তাকিয়ে দাদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও প্রেম করত তুমি জানতে ?' মা নিঃশব্দে মাথা নেড়ে না বললেন।

ট্রাম স্টপেজে পৌছানোর আগেই ব্যাপারটা টের পেয়ে গেল অনীতা। ছয় সাত জন লোক এবং ছেলে ঘুরে ঘুরে তাকে দেখল, কেউ কেউ চাপা গলায় বলল, 'ওই যে, ওই যে।'

ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করার সময়ে কিছু মানুষের সঙ্গে রোজই তার দেখা হত। এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপও হয়ে গিয়েছিল। আজ চোখাচোখি হওয়ামাত্র তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। অনীতা ঠোঁট কামড়াল। এইসময় একটি মধ্যবয়স্কা লোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আপনিই অনীতা দেবী তাই তো ?'

অনীতা মাথা নাড়ল। লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছিল বলুন তো ?'

সত্যি কথাগুলো বলতে গিয়েই ক্লান্তি বোধ করল অনীতা। সে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'যা কাগজে পড়েছেন তাই হয়েছিল।' এইসময় ট্রাম আসতেই সে এগিয়ে গেল।

লোকটা তবু সরাসরি কথা বলেছিল কিন্তু ট্রামের মহিলারা সারাক্ষণ আড়ে আড়ে কথা বলে গেলেন। খবরের কাগজের খবরটাকে নিয়ে ইচ্ছে করে চটকাতে লাগলেন সারাটা পথ। আজ বসার জায়গা পায়নি অনীতা। বসতে পারলে জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ট্রামের জনতাকে উপেক্ষা করা যায়। আজ হল না। অনীতা আবিষ্কার করল কলকাতার অনেক মানুষের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে গিয়েছে সে এরই মধ্যে। মরুক গে। মনে মনে সে উদাসীন হবার চেষ্টা করল।

অফিসের লিফটের সামনে পৌছানোমাত্র একই প্রতিক্রিয়া। যাদের সঙ্গে আলাপ ছিল না কোনকালে, তারাও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে। সবচেয়ে যেটা খারাপ

তা হল, প্রত্যেকের ঠোঁটে মজা পাবার হাসি। যেন কোন নিষিদ্ধ জিনিস দেখছে। অনীতা নিজের অজান্তে গম্ভীর হয়ে গেল।

নিজেদের ঘরে ঢোকামাত্র দাসবাবু মুখ তুললেন। তাঁর চোখে বিস্ময়। যতক্ষণ না সিটে গিয়ে বসল অনীতা ততক্ষণ তিনি তাকিয়ে রইলেন। তারপর অদ্ভুত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যি বলুন তো, যা খবর বেরিয়েছে তা আপনারই ?'

ঘরের অন্যান্য সহকর্মীরা এবার সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে। অনীতা বুঝল এদের সঙ্গে কাজ করতে গেলে সব কথা খুলে বলা উচিত। নিত্য যাদের সঙ্গ পেতে হবে তাদের এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই সময় নৃপেন বলল, 'ওঁকে একটু জিরোতে দিন। ঢোকামাত্র প্রশ্নবাণ ছুঁড়লেন ?'

অনীতা টেবিলে ব্যাগ রেখে বলল, 'হ্যাঁ আমি।'

দাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যি ?'

অনীতা বলল, 'মিথ্যে নয়। ছবিটা তো সাক্ষী।'

দাসবাবু মাথা নাড়লেন, 'ছবি দেখেও আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। পুলিশ আপনাকে ইমমরাল ট্র্যাফিক অ্যাক্টে অ্যারেস্ট করেছিল ? নাঃ। আমি বিশ্বাস করতে পারি না আপনি প্রকাশ্য স্থানে অশ্লীল আচরণ করতে পারেন।'

'আমি করেছি এমন ধারণা কারো হবে ?'

'না, সেই কথাই বলছি। তাহলে ধরল কেন ?'

'সেইটেই প্রশ্ন। আমি আদালতে সেই কথাই বলেছি।'

নৃপেন শুনছিল। আবার উঠে এসে সামনে দাঁড়াল, 'কী কী ঘটেছিল বলুন তো ?'

অনীতা পুরো ব্যাপারটা বলে গেল। ওরা সবাই মন দিয়ে শুনছিল। এর মধ্যে ঘরে ভিড় জমেছে। আশেপাশের সেকশনের মানুষেরা ঘরে ঢুকে ঘটনাটা শুনছিলেন। অনীতা থামতে দাসবাবু প্রশ্ন করলেন, 'আপনার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি তো খুব বদ লোক! বিপদে ফেলে কেটে পড়লেন! এরকম মানুষের সঙ্গে মেশেন কেন ?'

'মেশার আগে তো স্বরূপ বোঝা যায় না।'

নৃপেন আচমকা জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কে ? আমরা চিনি ?'

অনীতা মাথা নাড়ল, 'না। এ ব্যাপারে আমি কোন কথা বলব না। নামটা বললে সেই রাত্রে থানায় বা পরের দিন আদালতে বলে দিতে পারতাম।

কিন্তু যে সঙ্গে ছিল সে যদি আজ অস্বীকার করে! কোন সাক্ষী নেই তো।'

দাসবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'অস্বীকার করলেই হল? আপনার সঙ্গে সে থানায় যায়নি?'

'গিয়েছিল। কিন্তু কোথাও নিজের পরিচয় দেয়নি।'

'বাঃ। এই লোকটার সঙ্গে আপনি ভিক্টোরিয়ায় গেলেন কেন?'

অনীতা হেসে ফেলল। আজ এই প্রশ্নের উত্তরটা তার নিজেরই ভাল জানা নেই।

নৃপেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি হাসছেন?'

'কি আশ্চর্য! হাসিতে অন্যায় কী হল? নিজের বোকামি বুঝতে পারার পর কারো দুঃখ হয় কারো হাসি পায়। ওই লোকটার সম্পর্কে আমি কিছু ভাবিনি।'

'কিন্তু ওকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।' নৃপেন জানাল।

'পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া উচিত।'

'পুলিশ কি অন্ধ? একজন ভদ্রমহিলাকে চোখে দেখে বুঝতে পারে না?'

'হয়তো ভুল হয়েছিল, পরে পুলিশ কেন কেসটা সংশোধন করল না!'

'না ভাই, উনি যখন চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন আদালতে দাঁড়িয়ে তখন বুঝতেই হবে ডালমে কোই কালা নেই।'

'অনীতা দেবী, আপনার হিম্মত আছে। মেয়ে হয়ে আপনি দেখিয়ে দিলেন।'

'দেশটাকে মাইরি ইংরেজরা চলে গিয়েও চাকর বানিয়ে রেখেছে।'

'ঠিক কথা। সেই ভিক্টোরিয়ার আমলের আইন এখনও মানছি আমরা।' এইসব মন্তব্য কানে আসছিল যখন তখন পিওন এসে খবর দিল, 'বড়কর্তা ডাকছেন।'

বড়কর্তা মানে চ্যাটার্জী সাহেবের বস্। নৃপেন বলল, 'যান। বুড়ো বোধহয় আপনার মুখে গল্পটা শুনতে চায়।'

দাসবাবু মন্তব্য করলেন, 'আপনাকে কি আসামী হিসেবে তুলেছিল কাঠগড়ায়?'

নৃপেন ধমক দিল, 'আসামী মানে কী? বিচারাধীন ব্যাপার। তাছাড়া উনি নিজে উল্টে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন যেখানে সেখানে কে আসামী? উনি, পুলিশ না দশরথের আমলের আইন? এটা ফয়সালা হোক আগে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে বড়কর্তার ঘরের দিকে যাওয়ার সময় দুপাশে অফিসারদের ঘর পড়ে। দরজার গায়ে তাদের নাম টাঙানো। অনীশের নাম চোখে পড়ামাত্র

গা জ্বলে গেল তার। কোন কিছু না ভেবেই দরজাটা ঠেলল সে। অনীশ আর তার সহকারী খুব ব্যস্ত ছিল একটা ফাইল নিয়ে। অনীতা ডাকল, 'অনীশ!' অনীশ চমকে মুখ তুলেই রক্তশূন্য হয়ে গেল। সহকারীটির মুখ হাঁ হয়ে গেল। অনীতা সময় নষ্ট করল না, 'তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। যখন সুবিধে হবে তখন খবর পাঠিও।' সে দরজাটা টেনে দিয়ে হাঁটতে লাগল।

বড়কর্তার ঘরের সামনে পৌঁছতেই পিওন বলল, 'যান। সাহেব বসে আছেন।'

'আমি এসেছি ওঁকে বল আগে।'

'না, না। উনি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছেন।'

ব্যাপারটা তাহলে গুরুতর। অনীতা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'আসতে পারি?' বড়কর্তা চোখ তুললেন। নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন। অনীতা এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উল্টো দিকে দাঁড়াল। তিনি তাকে আর একবার ভাল করে লক্ষ্য করলেন।

অনীতা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আমাকে ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ।' বড়কর্তা ইংরেজিতে কথা শুরু করলেন, 'আপনার বিরুদ্ধে পুলিশ কোন চার্জ এনেছে যা এখন আদালতের কাছে বিচারাধীন আছে? আমরা পুলিশের কাছে ডিটেল্‌স চেয়েছি। আপনার নিশ্চয়ই অজানা নেই যে কোনরকম ক্রিমিন্যাল অফেন্স থাকলে নিয়ম অনুযায়ী রায় না বের হওয়া পর্যন্ত আপনাকে সাসপেণ্ড করা হবে। রায় যদি আপনার পক্ষে যায় তাহলে এরিয়ার মাইনে সমেত আপনি চাকরি ফিরে পাবেন। এবং যদি কনভিকটেড হন তাহলে ইওর সার্ভিস উইল বি টার্মিনেটেড।' বড়কর্তা ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে গেলেন।

'বাট আই অ্যাম নট গিল্‌টি। আমি কোন অন্যায় করিনি।'

'আদালত সেটা বিচার করবে। আমরা এক্ষেত্রে আইন যা বলবে তাই মানব। তবে পুলিশ ব্যাপারটা কনফার্ম করার আগে পর্যন্ত আপনি অফিসে এসে কাজ করতে পারেন অথবা ইচ্ছে হলে ছুটি নিতে পারেন। আপনি যদি আমার সাজেশন চান তাহলে বলব ছুটি নেওয়াই উচিত কাজ হবে। এবং এই ছুটির সময়ে যদি কোর্ট আপনার পক্ষে রায় দেয় তাহলে আর কোন গোলমাল থাকল না। ঠিক আছে, আপনি আসতে পারেন।' ভদ্রলোক মাথা দোলালেন।

অনীতা বলল, 'আমি ছুটি নিচ্ছি না।'

বড়কর্তা গলার স্বরে অবাক হলেন, 'কেন?'

'কারণ এখন আমার ছুটি নেবার কোন কারণ নেই। আমি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছি না অথবা আমার কোন ব্যক্তিগত কাজ নেই যে ছুটি নেব। কিন্তু আমি জানতে চাইব আমাকে সাসপেণ্ড করা হবে কেন? আমাদের সার্ভিস রুলে লেখা আছে যে কোন কর্মচারীকে রাস্তায় মাতলামো করতে দেখে পুলিশ যদি অ্যারেস্ট করে তাহলে তিনি সাসপেণ্ডেড হবে।'

'কারেক্ট।' বড়কর্তা মাথা নাড়লেন।

'ধরুন, আজ রাত্রে আপনি খাওয়া দাওয়ার পর বাড়ির সামনে হাঁটছেন। সেখানে একজন মাতাল ছিল। পুলিশের ভ্যান লোকটাকে যখন ধরল তখন ভুল করে আপনাকেও ছাড়ল না। যখন বুঝতে পারল আপনি মাতাল নন তখন সেপাইরা ভয় পেল। যদি আপনাকে ছেড়ে দেয় তাহলে আপনি মানহানির মামলা করতে পারেন। তাই ওরা আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যে কেস আনল মাতলামোর। বিচারক যদ্দিন রায় না দেবেন তদ্দিন আপনাকে সাসপেণ্ডেড থাকতে হবে? আমি আপনার কাছ থেকেই জানতে চাইছি।'

বড়কর্তা এবার বললেন, 'আপনি বসুন।'

অনীতা চেয়ার টেনে বসল। বড়কর্তা বললেন, 'আপনি যা বললেন তা এক হাজারে একটা ঘটে কি না সন্দেহ। পুলিশকে কাজ করতে হয়। কাজ করতে গিয়ে ভুল হতেই পারে। কিন্তু সেটাই সত্যি নয়। পুলিশে যাঁরা কাজ করেন তাঁরাও সামাজিক মানুষ। জেনেশুনে দু'একজন ওইরকম করতে পারেন কিন্তু সবাই নয়। আপনি কি বলতে চাইছেন আপনার ক্ষেত্রে ওই একই ব্যাপার ঘটেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কাগজে দেখলাম আপনি এক বন্ধুর সঙ্গে ভিক্টোরিয়ায় সন্ধের পর বসেছিলেন। কিছু মনে করবেন না, বাঙালী মেয়েরা ওরকম জায়গায় সাধারণ বন্ধুর সঙ্গে ওই সময়ে বসেন না।'

'পুলিশ তাকে ছেড়ে দিল এবং আপনি পড়ে থাকলেন অথচ তার কথা আপনি কাউকে বলছেন না। আদালত যদি বাধ্য করে?'

'আমি ভেবে দেখব।'

'কিন্তু কেন?'

'এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'আপনারা কি রুচিহীন কোন কাজ সেখানে করছিলেন?'

'না। আমার সেই শিক্ষা হয়নি।'

'আপনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। কিন্তু প্রমাণ করবেন কী করে? পুলিশ যদি বলে আপনি করেছেন তাহলে ওরা অনেক সাক্ষী আনতে পারে। যে সমস্ত প্রস্টিটিউটদের ওরা ধরেছিল তারাই সাক্ষী দিতে পারে। আপনি পারবেন প্রমাণ করতে?'

'দেখুন, এই ধরনের কোন কেস উঠলে আসামি যাকে করা হল সে একটা জরিমানা দিলে ছাড়া পেয়ে যায়। এতে পুলিশের কাজ দেখানো হয়। আমার সঙ্গে যাদের রাখা হয়েছিল তাদের অনেকের অনেকবার ওই অভিজ্ঞতা হয়েছে। পুলিশ জানে এ নিয়ে কেউ কোন ঝামেলা কখনও করে না। কিন্তু আমি ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছি না।'

'আপনি তাহলে ছুটি নেবেন না?'

'না। এবং এইভাবে বিনা দোষে সাসপেণ্ডেড হওয়াটাও মেনে নেব না।'

'দোষ করেছেন কি না সেটা আপনি বিচার করবেন না।'

'মানছি। আদালত যদি আমাকে দোষী মনে করে তাহলে আমার চাকরি শেষ হতে পারেই। কিন্তু তার আগে শুধু অভিযোগ আছে বলে সাসপেণ্ডেড হতে হবে মানতে পারছি না।'

'যা আইন তা আমাদের মানতে হবে।'

'কিসের আইন? আমি যদি চিৎকার করি আপনি আমাকে রেপ করতে চাইছেন বলে এবং সেই চিৎকার শুনে অফিসের সবাই ছুটে আসে আর আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় তাহলে আপনি সাসপেণ্ডেড হবেন?'

'এসব কি যা তা বলছেন!' ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে গেলেন।

'স্যার, আপনি আইনের কথা বলছেন। কিন্তু কোন্ আইন? কারা তৈরি করেছিল? কী স্বার্থ ছিল তাদের ওইসব আইন তৈরি করার পেছনে? এ নিয়ে কখনই পর্যালোচনা হয়নি। আমরা অন্ধের মত আশি বছর আগে তৈরি করা ইংরেজদের আইন মেনে চলছি। তখন ভাবি না, ওরা একই ব্যাপারে নিজেদের দেশে যে আইন করেছে এদেশে তা করেনি। তিরিশ বছর আগের পরিবেশে মানুষ এখন নেই। আইনগুলো সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যদি না বদলায় তাহলে তার যথার্থতা থাকে না। কোন প্রমাণ নেই, শুধু অভিযোগ তোলা হয়েছে এবং আমি সেই অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ করছি জেনেও আপনি যদি আমাকে সাসপেণ্ড করতে চান তাহলে আমি মুখ বুজে মেনে নেব? আপনি কী বলেন?'

বড়কর্তা রুমালে মুখ মুছলেন, 'ঠিক আছে। আমি ভেবে দেখি।'

অনীতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।' তারপর ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

অফিসের মানুষদের কৌতূহল ছিল। অনীতার পক্ষে এবং বিপক্ষে মতামতও ছিল। কিন্তু প্রত্যেকের একটা ধারণা ছিল এমন ঘটনার পর অনীতা কুঁকড়ে যাবে। হয়তো সে ছুটি নেবে অথবা চাকরি ছেড়ে দেবে। ব্যাপারটা যখন বিপরীত ঘটল তখন কৌতূহলের ফণাগুলো গুটিয়ে গেল। বিপক্ষ মতাবলম্বীরাও তাকে মেনে নিল। মেয়েমানুষের এত তেজ নাকি তারা কখনও দ্যাখেনি বলে ক্রমশ প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল। এমনাক অনীতার নিজের অফিসার চ্যাটার্জী সাহেবও ব্যাপারটা নিয়ে কেন কথা বললেন না অনীতার সঙ্গে। সারাদিন অফিস করে ছুটির ঠিক আগে অনীতার মনে হল সেই উকিল ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করা দরকার। নৃপেনকে ব্যাপারটা বলতে সে জানাল, অনীতার আপত্তি না থাকলে সে সঙ্গে যেতে পারে। আর তখনই পিওন এসে বলল, 'আপনাকে সাহেব একবার ডাকছেন।' এই সাহেব মানে অনীশ।

এই ডাকটা অনেকক্ষণ ধরে আশা করছিল অনীতা। রবীন্দ্রনাথের লাইনটা খুব সত্যি। অন্যায়ের ছুরিতে কোন বাঁট থাকে না। আর অন্যায়কারীর মত ভীরু খুঁজে পাওয়া ভার। সে নৃপেনকে অপেক্ষা করতে বলে সোজা চলে এল অনীশের ঘরে। অনীশ বসেছিল একা। একটা সিগারেট ধরিয়ে। অনীতা উল্টো দিকে চেয়ার টেনে বসতে নার্ভাস গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?'

অনীতা বলল, 'কয়েকটা কথা বলা দরকার। আমি যতক্ষণ পারব তোমার নাম প্রকাশ করব না। সেই সঙ্গে তোমার সম্পর্কে আমার কোন সফ্টনেস যে নেই তাও জানানো দরকার। কিন্তু আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না। ক্যারিয়ারিস্ট হিসেবে যে জীবন যাপন তুমি করতে চাও, করতে পার। কিন্তু বিয়ে-থা করে সংসারী হবার কোন বাসনা থাকলে সেটা ছেড়ে দাও। আমি ভদ্রভাবে তোমাকে জানাতে এলাম। চলি।'

'মানে?' অনীশ সোজা হয়ে বসল। তার আঙুল কাঁপছিল।

'তুমি কোন মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না। করতে চাইলে আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াব। এটা আমার সম্মানের ব্যাপার! এবং আমি সেটা দেখব। কোন মেয়ের সর্বনাশ করার সুযোগ আর আমি তোমাকে দেব না। এর পরে যদি কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হও তখন তার জানা দরকার তুমি কী চরিত্রের মানুষ। না,

না। আবার বলছি আমি কোথাও তোমার নাম যাতে বের না হয়ে পড়ে তার চেষ্টা করব। আমার সঙ্গে তোমাকে কেউ দেখবে না। সেই প্রবৃত্তি আমার নেই।' অনীতা উঠে দাঁড়াল। অনীশ নীরক্ত হয়ে কথাগুলো শুনছিল। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না। কোনমতে বলতে পারল, 'আমাকে তুমি ক্ষমা কর অনীতা। সেদিন চলে আসার পর বিবেকের জ্বালায় আমি জ্বলে পুড়ে মরছি। তোমার স্টেটমেণ্ট কাগজে পড়েছি। আমাকে ক্ষমা কর!'

'না বাবা। ক্ষমাটমা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' অনীতা দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

অনীশ উঠে দাঁড়াল, 'এক মিনিট প্লীজ। তুমি কেন সুযোগ পেয়েও আমাকে এক্সপোজ করলে না? শুনলাম এর জন্যে তুমি সাসপেণ্ডেড হচ্ছ। তবু—।'

'ঘেন্নায়। তোমার নাম বলামাত্র ওরা তোমাকে টেনে আনত। তোমার মত একটা কেন্নোর চেহারা দেখিয়ে আমাকে প্রমাণ করতে হত আমি অসদাচরণ করিনি। এর চেয়ে লজ্জা আর কিছুই ছিল না। বাংলাদেশের মেয়েরা এসব মুখ বুজে মেনে নেয়। তোমার মত ছেলেরা সেই সুযোগ নেয়। আমি ছাড়ব না তোমাকে অনীশ।' দরজা খুলে অনীতা বেরিয়ে এসে দেখল শূন্য করিডোরের প্রান্তে নৃপেন একা দাঁড়িয়ে আছে।

অনীতা তার কাছে পৌঁছে বলল, 'চলুন।'

নৃপেন জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'কিসের কী ব্যাপার?' অনীতা সহজ হতে চেষ্টা করল।

'আপনি হঠাৎ সোম সাহেবের ঘরে।'

'আচ্ছা, আপনারা একজন অফিসারকে সাহেব বলেন কেন?'

'সাহেব? ও, চিরকাল অফিসারদের সাহেব বলা হয়ে আসছে, তাই!'

'অর্থাৎ এক্ষেত্রেও সেই ভিক্টোরিয়ার চাপানো আইন—তাই না?'

'যা বলেছেন। কিন্তু উত্তরটা পেলাম না।'

'মিস্টার সোমের সঙ্গে আমার কিছু দরকার ছিল। ব্যক্তিগত।'

নৃপেন আর কথা বাড়াল না। রাস্তায় বেরিয়ে ওরা ট্রামে চাপতেই নৃপেন সজাগ হল। অনীতাকে কেউ কেউ ঘুরে দেখছে। এবং যেহেতু সে সঙ্গে রয়েছে তার দিকেও দৃষ্টি পড়ছে। সে নিচু গলায় অনীতাকে ব্যাপারটা বলল।

অনীতা কাঁধ ঝাঁকালো। উত্তর দিল না। নৃপেন দেখল কিছুক্ষণ চাওয়াচায়ির পর লোকগুলোর আগ্রহ কমে গেল। এইসময় একটি অবাঙালী মহিলা নেমে

যেতেই অনীতা বসার জায়গা পেল। তার পাশে এক প্রৌঢ়া বসেছিলেন যাঁকে কয়েকবার তাকাতে দেখেছে নৃপেন। ভদ্রমহিলা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি অনীতা?' অনীতা মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। ভদ্রমহিলা বললেন, 'তুমি খুব ভাল করেছ ভাই। খুব ভাল। এখন কোথায় চললে?

অনীতার মুখে হাসি ফুটল, 'উকিলবাবুর সঙ্গে কথা বলতে।'

নীতা, কয়েক মাস পরে

আজকাল উকিলবাবু অফিসের সামনে আসে না। ধর্মতলা এলাকাটায় নীতা স্বচ্ছন্দ নয় বলে উকিলবাবু চলে আসে রাসবিহারীর এক রেস্তোরাঁয়। শনিবার নীতার অফিস বন্ধ থাকে। প্রতিমাসেই যেহেতু কেসের তারিখ পড়ে তাই মাসের প্রথম শনিবার নীতা বিকেল বেলায় সেখানে উকিলবাবুর সঙ্গে দেখা করে। গত দু'মাস লোকটা দুশো করে টাকা নিয়েছিল। এতে কিছুটা অসুবিধে হয় নিশ্চয়ই কিন্তু নীতা ব্যাপারটাকে মেনে নিয়েছে। অতবড় একটা ঘটনা জীবনে ঘটেছিল অথচ কাকপক্ষীতে টের পেল না, এ কম কথা নয়। লোকটা যদি মাসে দুশো টাকা নিয়ে তাকে আড়ালে রাখে তো এর চেয়ে ভাল কী আর আছে! এখন নীতা মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াতে পারে। অফিস থেকে বেরিয়ে সাড়ে ছ'টার মধ্যে বাড়িতে ফিরে আসে। এক রাত্রে বাইরে কাটানোর জের আর বাড়িতে চলছে না। সব কিছু বেশ স্বাভাবিক।

প্রথম দু'মাস লোকটাকে টাকা দিতে যাওয়ার সময় খারাপ লাগত ঠিকই। কেমন একটা অপরাধবোধের সঙ্গে অসহায়তা মিশে থাকত। কিন্তু ক্রমশ কাজের কথার বাইরে কিছু সাধারণ কথাবার্তা বলার পর জড়তাটা অনেক কেটেছে। লোকটা তাকে বুঝিয়েছে যে, কেস যাতে জীবনে আর হাকিমের সামনে না ওঠে তার জন্যে খুব চেষ্টা করছে। তার মত ভদ্র, গৃহস্থ মহিলাকে যাতে পাঁচজনের লোভী চোখের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে না হয় এমন ব্যবস্থা করতে চাইছে উকিলবাবু। এই কারণেই মুখ বন্ধ করতে কিছু খরচা করতে হচ্ছে। খরচের টাকা হাত পেতে নিতে বড় কুণ্ঠা হয় উকিলবাবুর। নিজের জন্যে একটা পয়সাও নিচ্ছে না। নেওয়ার প্রবৃত্তিও নেই। যদিও এই বিবরণ বিশ্বাস করেনি নীতা। ব্ল্যাকমেইল শব্দটা সে অনেকাল ধরেই জানে। উকিলবাবু তাকে ব্ল্যাকমেইল করছে এই বোধ খুবই প্রবল। তবে কথা হল ব্ল্যাকমেলারদের যে আচরণের গল্প সে পড়েছে তার সঙ্গে উকিলবাবুর কথাবার্তার কোন মিল নেই!

এছাড়া নীতার কোন সমস্যা নেই। অনীশের ব্যাপারটাকে সে সমস্যার মধ্যে ফেলতে আর রাজি নয়। ও ব্যাপারে নীতার মন স্থির হয়ে গেছে। অনীশ প্রবঞ্চক, স্বার্থপর এবং অমানুষ। যদিও সে নীতার শরীরে কোনদিন হাত দেয়নি তবু নারীসঙ্গ পাওয়ার লোভেই তার সঙ্গে মিশেছিল। ওর মনে কোনরকম ভালবাসার

জন্ম হয়নি। এরকম ধারণা প্রবল হওয়ায় সে এখন অনায়াসে অনীশকে উপেক্ষা করতে পারে। ঘোলা জল শান্ত হলে, পলি তলায় চলে যাওয়ার সময়টুকু দিয়ে অনীশ একদিন অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রাম স্টপেজে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল নীতা। গম্ভীর মুখে এগিয়ে গিয়ে ট্রামে উঠেছিল এবং দেখেছিল অনীশও সেই ট্রামে উঠেছে। গড়িয়াহাট ছাড়িয়ে নিজের স্টপেজে নেমে নীতা দেখল অনীশও নামছে। সে কোন কথা বলেনি। কয়েক মিনিটের পায়ে হাঁটা রাস্তায় ইচ্ছে করেই রিকশা নিয়েছিল উপেক্ষা বোঝাতে। অনীশ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। নীতা জানত বাড়ি বয়ে কথা বলতে আসার মেরুদণ্ড অনীশের নেই। এবং তারপর সব ছিমছাম। অনীশ আর তাকে বিরক্ত করেনি।

দুশো টাকা আলাদা করে নিয়ে ট্রাম থেকে নেমে রেস্তোরাঁয় ঢুকল নীতা, বাঁ দিকের কোণায় বসেছিল উকিলবাবু, চোখাচোখি হওয়ামাত্র হাত তুলল। নীতার মনে হল লোকটার আজ কোথাও নেমন্তন্ন আছে। বেশ সেজেগুজে চলে এসেছে। আসলে প্রত্যেক মানুষই নিজস্ব এলাকায় সামাজিক মানুষ। সেখানে কেউ বাবা, ভাই অথবা স্বামী। ব্যবহারের কারণে বাইরের লোকের কাছে যে চরিত্র ফুটে ওঠে সেটাই তার আসল চরিত্র নয়। এখন ওই লোকটাকে ব্ল্যাকমেলার দূরের কথা উকিল বলেই মনে হচ্ছে না। ব্ল্যাকমেলার তো বটেই, সে এমন কোন আত্মীয় নয় যে, বেগার খাটার জন্যে প্রতি মাসে টাকা নিয়ে যাবে। নীতা মুখের ভঙ্গি না পাল্টে উকিলবাবুর টেবিলে চলে এল।

উকিল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার টাইম সেন্স দারুণ। ঠিক সময়ে এসেছেন।'

উল্টোদিকের চেয়ারে বসে নীতা চারপাশে নজর বোলাল। না, পরিচিত কোন মুখ চোখে পড়ল না। সে ব্যাগে হাত দিতেই উকিলবাবু বলল, 'আরে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনি যদি এমন করেন তাহলে আর আমি আসতে পারব না। টাকা তো দেবেন, আসামাত্রই কেন?'

নীতা হাত সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেসটা কি শেষ হতে দেরি হবে?'

'কিছুই বলতে পারছি না। জমিজমার কেস তো তিনপুরুষ ধরে চলে। আপনি

যদি একবার কাঠগড়ায় উঠতেন তাহলে একদিনেই কেস খতম হয়ে যেত। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। আর আমিও এখন সেটা আপনাকে সাজেস্ট করতে পারি না। ফলে একে ওকে টাকা খাইয়ে—, ছেড়ে দিন ওটা আমার ওপর। আগে বলুন কী খাবেন?' উকিলবাবু হাত নেড়ে বয়কে ডাকল।

নীতা আপত্তি করল, 'না, না, আমি কিছু খাব না।'

'যাচ্চলে। তাহলে আমারও খাওয়া হল না। সেই সকাল আটটায় বেরিয়েছি।'

'আপনি খান।'

'আমি একা খেতে পারি না।'

বয় এসে দাঁড়িয়েছিল। উকিলবাবু নীতার দিকে তাকাতে সে বলল, 'আমার জন্যে চা বলুন। অবেলায় খেয়েছি। সত্যি বলছি খেতে পারব না।'

উকিলবাবু হাসল, 'তাহলে জোর করব না। তুমি দুটো চা দাও।'

বয় চলে গেলে নীতার খারাপ লাগল। তার জন্যে লোকটার খাওয়া হল না। সে পোশাকের দিকে তাকিয়ে কথা ঘোরাতে চাইল, 'কোথাও গিয়েছিলেন বুঝি?'

'কোথায় আর যাব! মক্কেলদের সঙ্গেই সময় কাটল।'

'বাড়ি থেকে খেয়ে আসা উচিত ছিল।'

'আমি বাড়িতে শুধু চা খাই। লাঞ্চ ডিনার হোটেলে।'

'কেন?'

'কেন আবার? যিনি করে দিতে পারেন তিনি এখনও আসেননি। বুড়ো মা থাকেন বর্ধমানের গ্রামে। উকিলবাবু হাসল, 'মেসে থাকতে চাই না বলে বাড়ি ভাড়া করে আছি।'

'কিন্তু রোজ হোটেলে গেলে তো পেট ঠিক থাকবে না!'

'ছেড়ে দিন আমার কথা। যা হয় একদিন হবে। আপনার চাকরি কতদিন?'

'বেশিদিন নয়।'

'সেটা অবশ্য দেখেই আন্দাজ করেছিলাম।'

'ওমা! কী করে?'

'বেশিদিন চাকরি করা মেয়েদের মধ্যে আড়ষ্টতা থাকে না। আপনি সেটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি।'

'কি যে বলেন!' নীতা মুখ ফেরাল। সে কি খুব আনস্মার্ট? কেউ তো বলেনি!

চা খাওয়া হয়ে গেলে উকিলবাবু বলল, 'আপনার বোধহয় বেশি দেরি হয়ে

গেল !'

'মোটেই না। আমি খুব ব্যস্ত মানুষ নই। বরং আপনাকে আমার জন্যে এত কষ্ট করে এখানে আসতে হল। নিশ্চয়ই কোথাও যাওয়ার আছে !' নীতা বলল।

'কোথাও নেই। আপনার সঙ্গে দেখা করব বলে আজ আর কোন মক্কেল রাখিনি।'

নীতা ব্যাগটা খুলতেই উকিলবাবু বলল, 'শুনুন।'

নীতা চোখ তুলল। উকিলবাবু বলল, 'ওটা আজ থাক।'

'মানে ?' নীতা অবাক হল।

'থাক না।' উকিলবাবু চোখ বন্ধ করে হাসল।

'যদি কেস ওঠে ?'

'দেখা যাক। চেষ্টা করব টাকা না দিয়ে ব্যাপারটা চাপা দিতে।'

'কিন্তু যদি না পারেন ?' নীতার ভয় ভয় করছিল।

'তাহলে এক কাজ করুন। দিন তিনেক বাদে, এই ধরুন বুধবার আপনার সময় হবে ? সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ?'

'কেন ?'

'যদি টাকা ছাড়া ম্যানেজ করতে পারি তাহলে বলে দেব, নইলে টাকাটা দেবেন।'

'তার চেয়ে আজই নিয়ে যান না।'

'নাঃ। আমার খারাপ লাগছে।'

নীতা মাথা নাড়ল, 'বেশ। কোথায় যাব বলুন ?'

'এতদূরে নয়। ডালহৌসি থেকে আসতে হবে তো। আয়কর ভবন চেনেন ?'

নীতা মাথা নাড়ল।

উকিলবাবু বলল, 'ওর সামনে ঠিক সাড়ে পাঁচটায়।' উকিলবাবু চায়ের দাম মিটিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আমি উকিল হিসেবে বোধহয় মন রেখে কথা বলতে পারি না। কিন্তু মানুষ খুব খারাপ নই।'

কথাটার মানে স্পষ্ট হল না নীতার কাছে। ওরা ফুটপাতে নেমে এল। নীতা শেষবার বলল, 'দেখুন ওই পুরো ব্যাপারটা আমি ভুলে যেতে চাই, আপনি সাহায্য করুন।'

'একশবার করব। আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। ও হ্যাঁ, একটা কথা, যে বন্ধুর সঙ্গে ভিক্টোরিয়ায় গিয়েছিলেন তার নাম ঠিকানা আমি

জানতে চাইনি, কিন্তু তিনি তার আচরণ সম্পর্কে কী কৈফিয়ত দিলেন ?' উকিলবাবু হাসি মুখে প্রশ্ন করল।

'সেটা শোনার কোন আগ্রহ আমার আর নেই। সে আমার কাছে মৃত।'

উকিলবাবু মাথা নাড়ল, 'চলি। বুধবার দেখা হবে। টাকাটা বেঁচে গেলে খাওয়াবেন কিন্তু।'

বুধবার নীতা উকিলবাবুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেল।

অনীতা, মাসের পর মাস

যে কোন নতুন ঘটনা নিয়ে খবরের কাগজ বেশিদিন ব্যস্ত থাকে না। অনীতার প্রতিবাদ এবং সেই সংক্রান্ত সংবাদ ধীরে ধীরে প্রথম পাতা থেকে ভেতরে ছাপা হতে হতে একসময় বন্ধ হয়ে গেল। রাস্তাঘাটে আজকাল কৌতূহলী হয়ে তাকাবার মুখও কমে গেছে। অনীতার বিরুদ্ধে আনা মামলা বিচারক বাতিল করে দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন, অনীতা পাল্টা মানহানির মামলা করবে কিনা। বিচারকের কাছে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, অত রাত্রে যখন বারবনিতাদের ধরা হচ্ছিল তখন অনীতা দেবীর পরিচয় জানা যায়নি। থানায় এসে তিনি নিজের এবং তাঁর বন্ধুর কোন পরিচয় প্রকাশ করেননি বলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। কোন বৃহৎ কর্মকাণ্ডে কিছু ভুল-ত্রুটি হতেই পারে কিন্তু সংশ্লিষ্ট পক্ষ যদি পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাহলে সেই ভুল সংশোধন করে নেওয়া যায়। বিচারক পুলিশকে ভবিষ্যতে আরও সতর্ক হয়ে কাজ করার নির্দেশ দিয়ে মামলা বাতিল করেছেন।

পাল্টা মানহানির মামলা করার বিপক্ষে অনীতার দাদারা। তাঁদের বক্তব্য এ ব্যাপারে যথেষ্ট হয়েছে। অনীতা প্রতিবাদ করে সুবিচার পেয়েছে। মানহানির মামলা দায়ের করে অতিরিক্ত কোন লাভ হবে না। হয়তো কিছু টাকা পয়সা পাওয়া যেতে পারে কিন্তু টাকা পয়সার বিনিময়ে সম্ভ্রম ফেরত পাওয়া যায় না। তাছাড়া অনীতা যখন তার সঙ্গীর কোনরকম পরিচয় প্রকাশ করতে রাজি নয় তখন এ ব্যাপারে না এগোনোই ভাল। শেষপর্যন্ত উপদেশ মেনে নিয়েছে অনীতা। এখন সে অফিস আর বাড়ির মধ্যে জীবন সীমাবদ্ধ রেখেছে। যেহেতু বিচারে সে দোষী সাব্যস্ত হয়নি তাই চাকরির ক্ষেত্রে কোন অসুবিধের সামনে পড়তে হয়নি, কিন্তু অনীতা জানে তার সহকর্মীদের মনে কিছুটা ধন্ধ থেকেই গিয়েছে। তাকে একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা ভাবতে কেউ কেউ মন থেকে রাজি নয়। মানুষের স্বভাবমত মানুষ চলবে। সে চেষ্টা করেও ওই সন্দেহ দূর করতে পারবে না।

অনীশের সঙ্গে তার কিঞ্চিৎ বাক্যালাপ আছে। ব্যাপারটা অভিনব; অনীতা অনেকসময় নিজের আচরণ নিয়ে ভেবেছে। সে কি স্যাডিস্ট হয়ে যাচ্ছে? কিন্তু এইসব ভাবনা তার সবসময় সক্রিয় থাকে না। করিডোরে অনীশের সঙ্গে দেখা হলে সে বেশ সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন আছেন অনীশবাবু?' কেউ সামনে থাকলে অনীশ কোনমতে 'ভাল' গোছের কিছু বলে সরে যায়। না থাকলে

মুখ ফিরিয়ে নেয়। তৃতীয় বার এমন হবার পর অনীশ সাহস করে বেয়ারাকে দিয়ে ডাকিয়ে পাঠিয়েছিল। অনীতা বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'উনি ডাকছেন কেন জিজ্ঞাসা কর!' লোকটা ফিরে এসে জানিয়েছিল, 'জরুরী দরকার।'

অনীতা হেসে চলে এসেছিল অনীশের ঘরে। দরজাটা ইচ্ছে করেই খোলা রেখে প্রশ্ন করেছিল, 'বলুন? কিছু দরকার আছে?'

অন'শ নিচু গলায় বলেছিল, 'বসো। আই কাণ্ট স্ট্যাণ্ড দিস।'

'সেটা আপনার সমস্যা। কেন ডেকেছেন?'

'অনীতা, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।'

'এটা কি কোন নাটকের সংলাপ?'

'মানে?'

'সরকারী চাকরিতে এইরকম সংলাপ কোন ওপরওয়ালা বলে না।'

'অনীতা, তুমি— ?'

'আরে! আপনি আমাকে অনেকক্ষণ থেকে তুমি তুমি করছেন কেন?'

অনীশ দুহাতে মুখ ঢাকল। এইসময় চ্যাটার্জী সাহেব করিডোর দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে মুখ বাড়ালেন। তারপর ঘরের ভেতরে দু-পা এসে ইশারায় অনীতার কাছে জানতে চাইলেন, 'কী ব্যাপার?'

অনীতা খুব গম্ভীর মুখে বললেন, 'উনি বোধহয় কোন মানসিক আঘাত পেয়েছেন। হঠাৎ পিওন দিয়ে আমাকে ডেকে এনে ক্ষমা চাইছেন। কোন কারণ ছাড়াই। ওঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া দরকার।'

চ্যাটার্জী ব্যস্ত হলেন, 'সে কী! অনীশ, অনীশ কি হয়েছে?'

অনীশ চোখ থেকে হাত সরাল, 'কিছু না।'

অনীতা বাইরে বেরিয়ে এসে ঠোঁট কামড়াল।

এরপর দিন সাতেক অনীশ আসেনি। চ্যাটার্জী সাহেব একদিন ফাইল দেখতে দেখতে বললেন, 'আপনি সেদিন ঠিকই বলেছিলেন, বেচারা অনীশ অসুস্থ ছিল।'

'এখন কেমন আছেন?' নিস্পৃহ ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল অনীতা।

'ভাল খুব ভাল।' হাসলেন ভদ্রলোক, 'আসলে অল্প বয়সে ভাল চাকরি করার প্রেসারটা নিতে পারেনি। বিয়ে-থা হয়ে গেলে ঠিক হয়ে যাবে।'

অনীতা কোন জবাব দিল না। চ্যাটার্জী সাহেব বললেন, 'ওরা খুব কনজারভেটিভ পরিবার। যার সঙ্গে অনীশের বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে সেই মেয়েটি আবার আমার পরিচিত।'

'এই অসুস্থ ছেলের সঙ্গে আপনার পরিচিত মেয়ের বিয়ে দেবেন ?'

'আমি দেবার কে ? সম্বন্ধ তো আমি করিনি। তাছাড়া অনীশ যে অসুস্থ তা আগে জানতাম না মনে হয় সাময়িক ব্যাপার।'

'মেয়েটি কী করে ?'

'বি. এ. পাশ করার পর বাড়িতেই বসে আছে।'

অনীতা আর কথা বাড়াল না। তার শরীরে একটা উত্তপ্ত প্রবাহ জন্ম নিল। সেই রাত্রে সে কিছুতেই ঘুমাতে পারল না। দিন দুই বাদে অনীশ জয়েন করতেই সে ওর ঘরে গেল। তাকে দেখে অনীশ চমকে উঠল। অনীতা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল, 'মেয়েটার সর্বনাশ করতে চাইছেন কেন ?'

'মেয়ে ? কোন্ মেয়ে ?' থতমত খেয়ে গেল অনীশ।

'চ্যাটার্জী সাহেবের পরিচিত যাকে বিয়ে করতে চলেছেন ?'

'ও ব্যাপারটা আমার মা দেখছেন।'

'তাহলে আমি কি আপনার মায়ের সঙ্গে কথা বলব ?'

'অনীতা, আই বেগ ইওর এক্সকিউজ !'

'কেন ?' হাসল অনীতা।

'আমি অন্যায় করেছিলাম, স্বীকার করছি।'

'না, না, ওটা না করলে আপনাকে আমি চিনতেই পারতাম না।'

'ওয়েল, বল, কী করলে তুমি আমাকে রেহাই দেবে ?'

'আপনি যদি ওই কটা দিন আমার জীবন থেকে মুছে দিতে পারেন—।'

'কী করে সম্ভব ?'

'জানি, সম্ভব নয়।'

'তাহলে ?'

'রেহাই দেবার প্রশ্ন ওঠে না।'

'তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছ অনীতা।'

'তাই ?'

'উঃ, আমি কী করি !'

'একটা কাজ করুন। আপনার মা আর ওই মেয়েটিকে ডেকে সত্যি ঘটনাটা বলে যান। ওঁরা যদি আপনাকে ক্ষমা করেন তাহলে, আমার কাছে রেহাই পাবেন।'

'ইমপসিবল।'

'সত্যি তাই।'

'কিন্তু ধরো আমার মা যদি তোমার গল্প না শোনে ?'

'গল্প ? তিনি না শুনতে পারেন কিন্তু মেয়েটি শুনবে।'

'যদি সে না শোনে ?'

'আপনার নাম কাগজে উঠবে। আমি মানহানির মামলা করব।'

'কিন্তু কী প্রমাণ আছে আমি সেদিন তোমার সঙ্গে ছিলাম ?'

'সেটা আপনাকে বলব কেন ?'

'ও. কে. ! আমি তোমাকে প্রতিশোধ নিতে দেব না। আমি বিয়ে করব না।'

'সুমতির জন্যে ধন্যবাদ। অন্তত একটা মেয়ে বেঁচে গেল।'

'বেঁচে গেল ?'

'অবশ্যই। আপনার মত একটি মানুষের সঙ্গে বিয়ে মানে তো তার আত্মহত্যা। আমি বলি কি অনীশবাবু, যেমন আছেন তেমন থাকুন। চাকরিতে আরও উন্নতি করুন, আরও ক্যারিয়ারিস্ট হন, ঘুস নিন, ফূর্তি করুন। বিয়ে থা করার কথা এ জীবনে আর নাই বা ভাবলেন।' উঠে দাঁড়াল অনীতা।

'তুমি ? তুমি বিয়ে করবে না ?'

'পাগল ? আর একটা লোক সারাজীবন সন্দেহে জ্বলবে আর আমাকে জ্বালাবে। দ্বিতীয়বার এক বোকামি করি ? প্রথমবার বুঝিনি, দ্বিতীয়বার জেনেশুনে ভুল করব ?'

অনীতা ঘর থেকে বেরিয়ে আসামাত্র আবিষ্কার করল বড় ক্লান্ত লাগছে শরীর মন।

নিজের চেয়ারে বসে কেমন ঝুম মেরে গেল অনীতা। ক্রমশ একটা খারাপ লাগা বোধ মাথা তুলতে লাগল। সে কি খুব ছোট মনের মেয়ে হয়ে যাচ্ছে ? এভাবে কাউকে জব্দ করার চেষ্টার মধ্যে এক ধরনের ক্ষণিক আরাম পাওয়া যায় বটে কিন্তু তৃপ্তি আসে না। অনীশ যা করতে চায় করুক, মানুষটাকে যখন সে ঘেন্নায় ছুঁয়ে দেখবে না তখন সে কী করছে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ। এইসব উদার ভাবনা প্রলম্বিত হওয়ামাত্র অনীতার আহত সত্তা ফুঁসে উঠল, অসম্ভব। তাকে স্যাডিস্ট কিংবা যাই বলা হোক, কোন অবস্থায় ওই স্বার্থসর্বস্ব মানুষটিকে সুখে বাস করতে দিতে পারে না সে।

•

এর দিন কয়েক বাদেই এক রবিবার বিকেলে কিছু কেনাকাটা করতে গড়িয়াহাটার মোড়ে গিয়েছিল অনীতা। এবং সেখানেই চাটার্জী সাহেবদের সঙ্গে

দেখা হল। ভদ্রলোক পাজামা, পাঞ্জাবি পরেছেন বলে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। তিনিই ডাকলেন, 'কী ব্যাপার? মার্কেটিং?'

অনীতা হাসল, 'এই টুকিটাকি।'

ভদ্রলোকের পাশে দুজন বয়স্কা মহিলা এবং ছিমছাম চেহারার একটি যুবতী দাঁড়িয়ে। চ্যাটার্জী সাহেব তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অনীতার আলাপ করিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই মহিলা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওমা! এঁর কথা কাগজে লেখা হয়েছিল, না?'

চ্যাটার্জী সাহেব খানিকটা অপ্রস্তুত, কী বলবেন ভেবে পেলেন না। ভদ্রমহিলা সেটা লক্ষ্য না করে হাউমাউ করে বলে গেলেন, 'ওঃ, আপনার ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে খুব সাহসী আপনি। আমি হলে কিছুতেই অমন করতে পারতাম না। আচ্ছা, আপনার সেই বন্ধুটির কী হল? মানে, যে আপনাকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল?'

অনীতা শান্ত মুখে জবাব দিল, 'তিনি আছেন তাঁর মত।'

'এরকম লোকের সঙ্গে কখনই আর কথা বলবেন না!'

অনীতা হাসল। পাশের বয়স্কা বললেন, 'এই কথাই তো মেয়েকে বলি। আজকালকার ছেলেরা কোন দায়িত্ব নিতে চায় না। ঘুরঘুর করে মধু খাওয়া হলেই কেটে পড়ে।'

যুবতী হাসল, 'আঃ, মা! এখনও তোমার ভয়।'

এবার চ্যাটার্জী সাহেব, সম্ভবত প্রসঙ্গ বদলাবার কারণেই বললেন, 'ওহো, সেদিন আপনাকে বলছিলাম সোমের সঙ্গে আমার পরিচিত একটি মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছে, এ সেই। ওর নাম সুহাসিনী, যাদবপুর থেকে পাশ করেছে।'

অনীতা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাঃ, এমন নাম আজকাল শোনা যায় না।'

দ্বিতীয় বয়স্কা বললেন, 'আমরা একটু পুরনো-ঘেঁষা।'

সুহাসিনী বলল, 'আপনি কিন্তু মেয়েদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।'

দ্বিতীয় বয়স্কা বললেন, 'তাতে কী লাভ? ওরই বদনাম হল। তা সত্যি বাবা, অমন ছেলের সঙ্গে রাতবেরাতে খারাপ জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার কী দরকার ছিল?'

'খারাপ জায়গা?' অনীতা গম্ভীর হয়ে গেল।

'ভিক্টোরিয়া গড়ের-মাঠ ধর্মতলা যে সন্ধের পর খারাপ হয়ে যায় তা তো সবাই

জানে। সন্ধের পর একা মেট্রো সিনেমার সামনে দিয়ে স্বচ্ছন্দে হাঁটা যায়?'

চ্যাটার্জী সাহেব বললেন 'তোমরা কে কী কিনবে বলছিলে?'

অনীতা বিদায় নিতে চাইল।

সুহাসিনী বলল "মা, তোমরা কেনাকাটি করে এস, আমি একটু ওঁর সঙ্গে কথা বলি।'

'ওমা! ওর তো কাজ থাকতে পারে। কেন আটকে রাখছিস।'

সুহাসিনী অনীতাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার অসুবিধে হবে?'

অনীতা অদ্ভুত হাসল, 'মোটেই না।'

বয়স্কারা নিতান্ত অনিচ্ছায় সামনের দোকানে ঢুকে গেলেন চ্যাটার্জী সাহেবকে নিয়ে।

অনীতা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি অনেকদিন চাকরি করছেন?'

অনীতা মাথা নাড়ল, 'না।'

'আপনাদের বেশ মজা। কেমন চাকরি পেয়ে গিয়েছেন। আমাকে তো বাড়ি থেকে চাকরি করতে দেবেই না। আচ্ছা, থানায় নিয়ে গিয়ে ওরা আপনাকে মারধোর করেছিল?'

'না তো!'

'আপনার খুব ভয় লাগেনি?'

'তা লেগেছিল।'

'এসব কথা জিজ্ঞাসা করছি বলে খুব খারাপ লাগছে আপনার, না?'

'একটু।'

'ও।' সুহাসিনী দোকানের দিকে তাকাল যেখানে তার মা আছেন। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করব আপনাকে, কিছু মনে করবেন না তো?'

'বেশ তো, করুন।'

'অনীশ, মানে আপনাদের অফিসের, কেমন মানুষ?'

'আপনার সঙ্গে আলাপ নেই?'

'না। মানে একদিন বাড়িতে এসেছিলেন, দেখেছিলাম। শুনেছি খুব পড়াশুনা করে, চাকরিতে অনেক উন্নতি করবে। কাউকে তো চট করে জিজ্ঞাসা করা যায় না। দেখে মনে হল খুব গম্ভীর। আমি আবার গম্ভীর লোকদের একটুও পছন্দ করি না। অবশ্য আমার দেখায় ভুল হতে পারে।'

হঠাৎ অনীতার মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিম করতে লাগল। সমস্ত শরীরে জ্বলুনি শুরু হল। তার মুখ থমথমে হয়ে গেল। সে নিচু গলায় বলল, 'অনীশকে বিয়ে করবেন না।'

'মানে ?' মেয়েটি আঁতকে উঠল।

'নিজের স্বার্থের জন্যে ও আপনাকে বিসর্জন দিতে দেরি করবে না।'

'এসব কী বলছেন ?'

'মিথ্যে বলছি না। আমাদের অফিসে তার প্রমাণ আছে।'

'প্রমাণ আছে ?'

'একজন মহিলাকে পথে বসাতে গিয়েছিল অনীশ।'

'ভগবান !'

'অনুরোধ করব কথাগুলো কাউকে না বলতে। শুধু আপনি চাইবেন বিয়ের আগে একা অনীশের সঙ্গে কথা বলতে। যদি ও আসে তখন এগুলো বলে ওর কাছে ব্যাখ্যা জানতে চাইবেন। দেখবেন তখন ও নিজেই আর বিয়ে করবে না। আমার কথা আপনার এখন খারাপ লাগতে পারে কিন্তু শুনলে বাকি জীবনটা জ্বলে পুড়ে মরবেন না। আচ্ছা, চলি।'

অনীতা আর দাঁড়াল না। কেনাকাটা মাথায় উঠল, সোজা বাড়িতে এসে বিছানায় উপুড় হল সে। এবং তখনই সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে কান্না ছিটকে এল গলায়। প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল অনীতা। শব্দ কানে যাওয়ামাত্র দাদা-বউদি-মা ছুটে আসবে। আবার এক প্রস্থ কৈফিয়ত দেওয়া। কিন্তু কখনও কখনও নিজের শরীর এবং মনের ওপর মানুষের কর্তৃত্ব থাকে না। নিজের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছিল অনীতাকে। তারপর কান্না থেমে গেলে শুধুই যখন অবসাদ তখন মনে হল সে আর একটা ভাল কাজ করেছে। এ ভাবে দেখা হওয়াটা নিতান্তই কাকতালীয় ব্যাপার কিন্তু সেটা হল বলে একটা সহজ মেয়েকে রক্ষা করতে পারল সে। এর পরেও যদি মেয়েটি— ? না, কোন মেয়ে ভালবাসা না থাকলে অন্ধ হয় না। হয়তো সুহাসিনী তার মাকে ঘটনাটা বলবে, তিনি চ্যাটার্জী সাহেবকে। চ্যাটার্জী সাহেব আগামীকাল তার কাছে কৈফিয়ত চাইবেন। চাইলে সে বলবে অনীশের সঙ্গে কথা বলতে। একটু সুস্থ হল অনীতা। এবং তার পরেই বিপরীত চিন্তাটা মাথায় ছড়িয়ে পড়ল। এভাবে প্রতিশোধ কতদিন নিতে পারে সে ? বড় ছোট লাগল নিজেকে। খুব ছোট। এবং সেই সঙ্গে অনীশের ওপর রাগ—লোকটা তার মনটাকেও ছোট করে দিল।

চ্যাটার্জী সাহেব কিন্তু পরদিন অফিসে দেখা হলে কিছু বললেন না। হয় ভদ্রলোক অত্যন্ত বুদ্ধিমান নয় সুহাসিনী তাঁকে কিছুই জানায়নি। একটু স্বস্তি পেল অনীতা। ওঁর ঘর থেকে বেরিয়ে অনীশের ঘরের সামনে দিয়ে ফেরার পথে সে থমকে দাঁড়াল। দরজাটা খুলতেই দেখল অনীশ একজন কেরানির সঙ্গে কাজের কথা বলছে। চোখে চোখ পড়ামাত্র গুটিয়ে গেল অনীশ। অনীতা খুব শান্ত গলায় বলল, 'কাল গড়িয়াহাটে সুহাসিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল হঠাৎই। ওকে কিছু কথা বলে দিয়েছি। ভাল করেছি না? ওর অন্তত একটু উপকার করা গেল।'

অনীশ কেরানিটির দিকে তাকাল। তারপর স্মার্ট হবার চেষ্টায় বলল, 'হ্যাঁ। ভালই। আপনি কাজটা করেছেন বলে ধন্যবাদ।'

অনীতা আর দাঁড়াল না। এইসব সংলাপের সঠিক অর্থ কেরানিটি বুঝবে না। কিন্তু সে যে আগবাড়িয়ে অনীশের সঙ্গে কথা বলেছিল এবং একটা পূর্বসূত্র ছিল সেটা বুঝে নিয়ে আলোচনা শুরু করতে দ্বিধা করবে না। অনীশের মুখটা কেমন শুকিয়ে গিয়েছিল। শত্রুকে বাগে পেয়েও কিন্তু আনন্দটা তেমন জুতসই হচ্ছে না অনীতার। সে বুঝতে পারছে এসব করাটা কুরুচিকর কিন্তু না করেও পারছে না।

তিনদিন বাদে সন্ধের পরে বাড়িতে ফিরে চমকে গেল অনীতা। বড়বউদি তাড়াতাড়ি এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ গো, তলে তলে এত?'

'মানে?' অনীতা বিরক্ত হল।

'অনীশকে চেনো না?'

'কোন্ অনীশ?'

'তোমার অফিসে অফিসারের চাকরি করে!'

'কী হয়েছে?' অনীতা গম্ভীর হয়ে গেল।

'ওঘরে তার মা আর বোন এসে বসে আছেন।'

'কেন?' অনীতা কূল পাচ্ছিল না।

'আহা ন্যাকা। জানো না বুঝি!'

'সত্যি বলছি, আমি কিছুই জানি না।'

'তোমার সঙ্গে আলাপ নেই বলছ?'

'আছে, খুব সামান্য।'

'যাচ্চলে! আমি ভাবলাম—। তোমার সম্বন্ধ নিয়ে এসেছেন। ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। মা আর তোমার দাদা কথা বলছেন ওঁদের সঙ্গে। মা বলেছেন একটু ফ্রেশ হয়ে ওঘরে আসতে।' বড়বউদি রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

নিজের খাটে বসে রইল অনীতা কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে। এটা কী হল? অনীশ হঠাৎ এত স্মার্ট হয়ে গেল কী করে? সে কি তার বাড়িতে সব কথা খুলে বলেছে। ওঁরা জেনে গিয়েছেন ছেলের বিয়ে অন্য কোথাও দেওয়া সম্ভব নয় তাই এখানে এসেছেন। এবং সেক্ষেত্রে তো তাঁরা অত্যন্ত বাধ্য হয়ে কাজটা করছেন। আর অনীশ বিয়ে করতে চাইলে সে রাজি হবে কেন? একটা স্বার্থপর, মেরুদণ্ডহীন সরীসৃপকে সে বিয়ে করতে পারে না। অথচ বউদির মুখ দেখে মনে হল আহ্লাদে যেন গলে পড়ছেন। মাথাটা খুব গরম হয়ে গেল অনীতার। ফ্রেশ হবার বদলে ওই অফিসের পোশাকেই সে ওদের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। মা কিছু বলছিলেন, মুখ তুলে তাকে দেখে কথা থামিয়ে ভুরু কোঁচকালেন। একজন বয়স্কা আর তাঁর সঙ্গিনী যুবতী এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে। মা কথা বললেন, 'ফিরলি? যা বাথরুম থেকে ঘুরে এখানে আয়।'

'না, ঠিক আছে।' অনীতা জবাব দিল।

বড়দা বললেন, 'এই আমার বোন অনীতা।'

'বাঃ। এসো, বসো।' বয়স্কা ডাকলেন।

পঞ্চম চেয়ারটিতে বসল অনীতা। বয়স্কা বললেন, 'তোমার কথা কাগজে পড়েছি। অনীশ তো তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এরকম মেয়ে আজকের দিনে দরকার। মেয়েদের বোল্ড হতে হবে। তোমার সঙ্গে তো আমার ছেলের আলাপ আছে? একই বাড়িতে তোমাদের অফিস না?'

অনীতা মাথা নেড়ে নিঃশব্দে 'হ্যাঁ' বলল।

বয়স্কা বললেন, 'এই তো মাসখানেক হল ওর কনফার্মেশন হয়েছে। খুব চিন্তায় ছিল। তারপরই ওর বিয়ের সম্বন্ধ করতে লাগলাম। কিছুতেই মেয়ে পছন্দ হয় না ছেলের। আমার ভাসুরপোর শাশুড়ি একটি সম্বন্ধ এনেছিলেন, কথাবার্তা সব পাকা হল; হঠাৎ ছেলে বিগড়ে গেল। ওই মেয়েকে বিয়ে করবে না। বিয়ে যদি করতে হয় তো আপনার মেয়েকেই করবে।'

অনীতা দেখল মা কথাটা শুনে খুব খুশি হলেন। বড়দা বললেন, 'একটা কথা বলা দরকার, ও এক রাত্তির থানায় থাকতে বাধ্য হয়েছিল। এই ঘটনা না লুকিয়ে ও নিজেই প্রকাশ করেছে। ব্যাপারটা নিয়ে পরে যেন জল না ঘোলা হয়।'

বয়স্কা বললেন, 'এসব সে জানে। জেনেশুনেই নিজের ইচ্ছের কথা জানিয়েছে।'

মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের দাবিদাওয়ার ব্যাপারটা।'

বয়স্কা বললেন, 'আমাদের পরিবারে বরপণ নেওয়ার চল নেই।'

এই সময় যুবতী, সম্ভবত অনীশের বোন বলেই মনে হল অনীতার, বলল, 'মা, তোমরা এত কথা বলছ, আগে জিজ্ঞাসা কর ওঁর সম্মতি আছে কিনা!'

সঙ্গে সঙ্গে সব কটা চোখ অনীতার ওপর, আর সে একটু কুঁকড়ে গেল। মা বললেন, 'ছেলে যখন ভাল তখন আর অসম্মতি হবে কেন?'

যুবতী বলল, 'তবুও—।'

অনীতা উঠে দাঁড়াল, 'আমার একটু ওঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

বয়স্কা বললেন, 'তা বলো। কিন্তু মা, আমরা একটু, ওই যাকে বলে, সংরক্ষণশীল পরিবার। আজ অবধি ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে মেয়ের বাড়িতে যাইনি। নিয়মটা ভেঙেছি ছেলের জেদের জন্যে। কিন্তু একবার যখন ভাঙতে হল তখন তোমার মুখে না শুনতে রাজি নই।'

বড়দা বললেন, 'সে তো একশবার। তবে আমাদের কর্তব্য ছেলে সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নেওয়া। দিন সাতেক সময় চাইছি। তারপরেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেব।'

বয়স্কা বললেন, 'আশ্চর্য!'

অনীতার মা জানতে চাইলেন, 'কী হল?'

'আমার ধারণা ছিল সব কিছু ঠিক হয়েই আছে।' তিনি তাঁর মেয়ের দিকে তাকালেন, 'তোর দাদার কথায় তাই মনে হয়নি?'

যুবতী মাথা নাড়ল, 'দাদাকে তো চেন! নিজের পড়াশুনা আর চাকরি ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বাস্তব জ্ঞান নেই।'

'আপনারা কথা বলুন, আমি এলাম।' অনীতা উঠে এল। নিজের ঘরে পৌঁছে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল চোখ বন্ধ করে। একটু বাদেই ঝড় উঠবে। ওরা চলে গেলেই মা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। বাড়ি বয়ে দাবিদাওয়াহীন সরকারী অফিসার পাত্রের সম্বন্ধ এলে যে কোন মায়ের মাথা ঠাণ্ডা রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে। মা তাই উষ্ণ হতেই পারেন। কিন্তু অনীশের সাহস দেখে সে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। অনীশ কী করে ভাবল সে ওকে বিয়ে করবে? এত কাণ্ডের পর? লোকটা বাড়িতে কোন কথা বলেনি। বলবার মত মেরুদণ্ড নেই ওর। এমন ভান করেছে যেন একটা দৃঢ়চেতা মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে সে। আর ওর মায়ের কথায় মনে হল

তিনি বুঝেছেন অনীশের সঙ্গে তার বেশ ভাবসাব আছে। শরীরে জ্বলুনি আরম্ভ হল। লোকটা বুঝতে পেরেছে অন্য কোথাও জানিয়ে বিয়ে করা তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু বিয়ে না করে থাকা যাবে না। এক্ষেত্রে যদি সে অনীতাকে বিয়ে করে তাহলে ভবিষ্যতে সে কোনও সমস্যা সৃষ্টি করবে না। শুধু নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই বাড়িতে এই বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে।

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না অনীতার। সন্ধেবেলায় ওরা চলে যাওয়ার পর খুব রাগারাগি করেছিল ব্যাপারটা নিয়ে। তার নাকি ওভাবে মুখের ওপর কথা বলা উচিত হয়নি। ছেলেটি সম্পর্কে যদি কিছু মন্দ ব্যাপার জানা থাকে তাহলে সে পরে বলতে পারত। বড়বউদি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'প্রেম নেই যখন তখন কী ব্যাপারে ছেলের সঙ্গে কথা বলবে ?'

অনীতা উত্তর দেয়নি। এবার বড়দা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এক সঙ্গে চাকরি করিস, কিছু কি ওর বিরুদ্ধে শুনেছিস ?'

অনীতা নিচু গলায় বলেছিল, 'স্বার্থ ছাড়া ভদ্রলোক আর কিছু জানেন না।'

বড়বউদি বলেছিলেন, 'সেটা তো ভালই। বিয়ের পর তোমার স্বার্থটাও ওর হবে। এতে তো তুমি সুখীই হবে। মেয়েরা এরকম ছেলে পেলে বর্তে যায়।'

মা শেষ কথা বলেছিলেন, 'যা বলবার বল। নিজের যাতে ভাল হয় তাই কর।'

রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে তখনও ভাবনাটা ওকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। অনীশের সঙ্গে দেখা করে নতুন কী কথা সে বলতে পারে ? না, ওই লোকটাকে আর এই জীবনে ভালবাসা সম্ভব নয়। তার চেয়ে অনীশকে মুক্ত করে দিলে কেমন হয় ? বেশ একটা উদারতা দেখানো যেতে পারে। বড় গলায় বলতে পারবে, যাও, তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম, নিশ্চিন্ত হও, তোমার জীবনে আর কখনও কাঁটা হয়ে দাঁড়াব না। যে আমার কাছে মৃত তাকে নিয়ে আর আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। ভাবনাটা সম্পূর্ণ হতেই সে উঠে বসল বিছানায়। অসম্ভব। লোকটা বিশ্বময় চরে খাবে, একটা নতুন মেয়ের বিশ্বাসকে ব্যবহার করবে আর সে পড়ে রইবে একা, অবহেলিত হয়ে, এটা কিছুতেই হতে দিতে পারে না সে। মাথা নাড়ল অনীতা। না। মুক্তি দিতে পারে না সে অনীশকে।

অফিসে পৌঁছেই অনীতা সোজা চলে এল অনীশের ঘরে। অফিসাররা সাধারণত সময়মতই আসেন। অনীশের আবার সময়ে আসার বাতিক খুব। একাই বসেছিল সে তার ঘরে। অনীতাকে ঢুকতে দেখে সোজা হয়ে বসল। অনীতা টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ার টেনে নিয়ে বলল, 'আপনার মা বোনকে পাঠিয়েছিলেন

বিয়ের সম্বন্ধ করতে। এত কাণ্ডের পর আপনি ভাবলেন কী করে আমি আপনাকে বিয়ে করব ?'

'আমি, আমি প্রায়শ্চিত করতে চাই।' অনীশ মুখ নিচু করল।

অনীতা থমকে গেল, 'আমি আপনার প্রস্তাবে মত দিলে সারাজীবন ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবেন। কারণ ওটি আপনাকে ঘিরে আমি কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু আপনার মা যেহেতু নিজে আমাদের বাড়িতে গিয়েছেন তাই তাঁর সম্মান রাখতে আমি রাজি হলাম। তোমাকে আমি সারা জীবনের জন্যে গ্রহণ করছি একটি শর্তে, তুমি কখনই আমার ওপর তোমার মত চাপিয়ে দেবে না। এতে যদি রাজি থাকো তাহলে বল।'

অনীশ নিঃশ্বাস ফেলল, 'আমার অন্য কোন উপায় নেই।'

'বেশ। বাড়িতে বলে দিও।' অনীতা উঠে পড়ল। হঠাৎ মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল তার। হেসে বলল, 'বিয়ের দিন দেখা হবে। এর মধ্যে আর কোন কথা নয়।'

নীতা এবং তার সংসার

ট্রাম থেকে নেমে ঘড়ি দেখল। দশ মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছে। গত দুমাস উকিলবাবু কোন টাকা নেয়নি। মনে মনে কৃতজ্ঞ ছিল সে এই কারণে। কিন্তু আজ সমস্ত ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে গেল। সকালে অনেকদিন বাদে মন্দিরার বাড়িতে গিয়েছিল সে। মন্দিরার সঙ্গে কলেজে একসময় গভীর বন্ধুত্ব ছিল। ওর বিয়ের দিন ঠিক হওয়ায় গতকাল বাড়িতে এসেছিল কিন্তু নীতার সঙ্গে দেখা হয়নি। মন্দিরার দাদা আইনব্যবসায়ী, একথা মনেই ছিল না। ভদ্রলোক খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির এবং মন্দিরার থেকে বয়সে অনেক বড়। দেখা হওয়ামাত্র ভদ্রলোক জমিয়ে গল্প শুরু করলেন। আদালতের গল্প ছাড়া অন্য কোন বিষয় তিনি জানেন না। এবং তখনই খুব সাহস করে নীতা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'যদি কখনও পুলিশ ভুল করে একটি ভাল মেয়েকে গ্রেফতার করে প্রকাশ্যে অশ্লীল আচরণ করার দায়ে এবং তাদের হাতে কোন প্রমাণ না থাকে তাহলে কেসটির কী হবে?'

মন্দিরার দাদা বলেছিলেন, 'পুলিশ যে রেইড করে এইসব মেয়েদের ধরে এটা এখন রুটিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্টিকুলার কোন কেস হলে পুলিশ ইচ্ছে করলে মিথ্যে সাক্ষী সাজিয়ে কয়েকমাসের জেলের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। কিন্তু একশভাগ ক্ষেত্রেই কোর্টে তুলে একটা ফাইন আদায় করে ছেড়ে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রথম দিন জামিন নেবার পর সেই কেস আর কোর্টে ওঠেই না। পুলিশের খাতায় লেখা থাকে, মিসিং।'

অনীতা জানতে চাইল, 'সম্পত্তির মামলার মত সেটা কি দীর্ঘদিন চলে?'

'মাথাখারাপ? অমন ব্যাপারে মাথা ঘামানোর কার সময় আছে?'

অর্থাৎ তার ব্যাপারটা সেইদিনই মিটে যেতে পারত। অথবা সে যদি উপস্থিত না হয় তাহলে পুলিশ মিসিং কিংবা নন-ট্রেসেবল বলে কেস শেষ করে দেবে। জামিনদারকে দিয়ে এত সাধারণ ব্যাপারে টাকা-হ্যাঁচড়া করবে না। পুলিশের কাছে ব্যাপারটা সাধারন ব্যাপার হলেও তার কাছে সেই দিন সাধারণ ছিল না। আর এই কারণেই উকিলবাবুর সঙ্গে আজও তাকে দেখা করতে হচ্ছে। লোকটা যদিও টাকা পয়সা নিচ্ছে না তবু দেখা হলেই কেসের কথা বলছে যে কেস অনেক আগেই চাপা পড়ে গিয়েছে। নীতা ঠিক করল আজ এই নিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করবে।

রেস্টুরেন্টে ঢোকামাত্র উকিলবাবুকে দেখতে পেল সে। হাত তুলে ইশারা করে

হাসছে। আজও সেজেছে লোকটা। নীতা দেখল রেস্টুরেণ্টে বেশ ভিড় থাকলেও উকিলবাবু একটা খালি টেবিল দখলে রাখতে পেরেছে। নীতা গিয়ে বসতেই উকিলবাবু বলল, 'উঃ, খুব টেনশন হচ্ছিল! এত দেরি তো তুমি কখনও করো না।'

'ট্রামটা পেতে দেরি হয়ে গেল।'

'কী খাবে বল?'

'শুধু চা।'

'কী ব্যাপার বল তো, তুমি কিছুই খাও না?'

'না খেলে মানুষ বাঁচে?'

'আজ কোন কথা শুনব না। দুটো ফিশ রোল বলছি।'

নীতা কথা বাড়াল না। বয় অর্ডার নিয়ে চলে গেলে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার কেসের ব্যাপারটা এখন কোন্ স্টেজে আছে?'

উকিলবাবুর মুখ ফেরাল, 'কেস? ও। তোমাকে তো বলেছি আমি থাকতে ওই ব্যাপারে তোমাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। এই শর্মা তোমার গায়ে আঁচ লাগতে দেবে না।'

'তবু আমার তো জানা দরকার।'

'কী হবে জেনে? তোমাকে তো আর টাকা-পয়সা খরচ করতে হচ্ছে না।'

'টাকা-পয়সাই সব কথা নয়।'

'তা অবশ্য'। উকিলবাবু ঠোঁট কামড়াল, 'আমার খুব খারাপ লাগে প্রথম দিকে তোমার কাছে টাকা চেয়েছি ওদের পেমেণ্ট করতে। তা এখন যা অবস্থা তাতে আর কিছু চিন্তা করার নেই তোমার।'

'চিন্তাটা থাকছেই। সারাজীবন একটা আতঙ্ক নিয়ে বাঁচতে হবে।'

'কেন?'

'আমার জীবনের একটা ঘটনা যা সবার কাছে গোপন হয়ে আছে যদি তা কখনও প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে কোথায় দাঁড়াব আমি?'

'প্রকাশ হবে না।'

'এই গ্যারান্টি কে দেবে আমাকে?'

'আমি।'

'মানে?'

'আমি ছাড়া কেউ জানে না তুমি ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত!'

নীতা চোখ তুলল, 'কীভাবে?'

'তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

নীতা মুখ নামাল। এই কদিনের মেলামেশা, সিনেমা দেখা, কথা বলা কি কোথাও একটা সম্পর্কের ভিত তৈরি করছিল? এইসময় উকিলবাবু জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি মনে হয় আমি বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছি?'

নীতা কেঁপে উঠল। কিন্তু জবাব দিল না।

খাবার এল। উকিলবাবু বোধহয় বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। বলল, 'নাও খেয়ে নাও।'

খেতে পারল না নীতা সহজভাবে। এই লোকটা যে আজই প্রস্তাব দেবে জানলে সে হয়তো আসত না। লোকটার সম্পর্কে ভাল করে কিছুই জানে না। তার রুচির সঙ্গে মিলবে কিনা তাতেও সন্দেহ। উকিলদের সে কোনকালে পছন্দ করে না কারণ ওদের অনর্গল মিথ্যে বলতে হয়। সাংসারিক জীবনেও সে সেই মিথ্যে এসে যাবে না তা কে বলতে পারে। তাছাড়া লোকটার চেহারা অত্যন্ত সাধারণ। শুধু একটাই ওর সপক্ষে প্রথম দিকে যাকে শয়তান বলে মনে হয়েছিল মেলামেশার পর ধারণাটা বদলেছে! ভিতরে ভিতরে লোকটা কিন্তু সাদামাটা। পড়তে অসুবিধে হয় না। শুধু এটুকু জেনে কাউকে বিয়ে করা যায় কি? নীতা ঠিক করল যে যাওয়ার সময় সে তার অক্ষমতা জানিয়ে দেবে।

খাওয়া শেষ হলে উকিলবাবু জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা নীতা, আমি কি তোমার সঙ্গে কখনও খুব খারাপ ব্যবহার করেছি? মানে, যা থেকে আমাকে অপছন্দ হয়?'

নীতা অবাক হল, 'আমি কি কখনও সেকথা বলেছি? আপনি খারাপ ব্যবহার করলে আমি এভাবে দেখা করতে আসতাম না।'

উকিলবাবু বলল, 'এটা ঠিক বললে না। খারাপ ব্যবহার করলেও তোমাকে আসতে হত।'

নীতার কপালে ভাঁজ পড়ল, 'মানে?'

'কথাটাকে অন্যভাবে নিও না। আমি যদি খারাপ ব্যবহার করতাম এবং সেটা সহ্যের মধ্যে থাকলে তুমি মেনে নিতে কারণ তোমার জীবনের এই ঘটনাটা প্রকাশ হয়ে পড়ুক তা কখনও চাইতে না। মেয়ে পরপুরুষের সঙ্গে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে থানায় বেশ্যাদের মধ্যে রাত কাটিয়েছে, একগাদা মানুষের চোখের সামনে আদালতে উঠে জামিন নিয়েছে এ খবর শুনলে পাড়ার লোক তো দূরের কথা বাড়ির মানুষরাই ক্ষমা করবে না। কোন পুরুষ তোমাকে বিয়ে করতে

চাইবে না। তুমি সেটা চাইবে না বলেই আমি যদি খারাপ ব্যবহার করতাম তাহলে সেটা মেনে নিতে। না না, আমি ভয় দেখাচ্ছি না। তুমি না চাইলে আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না। শুধু জানতে ইচ্ছে হচ্ছে যার সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গিয়েছিলে তাকেই কি বিয়ে করতে চাইছ?'

'মানে?'

'মানে আমি ছাড়া একমাত্র সেই লোকটি তোমার ঘটনা জানে। হয়তো তোমার ভালবাসা এখনও তার জন্যে রয়েছে।

সোজা হয়ে বসল নীতা, 'আপনি ভুল বলছেন। সেই লোকটি আমার কাছে মৃত। আমি তার কথা ভুলে গিয়েছি। ভালবাসতে শুরু করেছিলাম, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তখন অন্ধ হবার সময় পাইনি। ও ব্যাপারে আমি আর চিন্তা করি না।'

উকিলবাবু মাথা নিচু করে ছিল। বয় এসে বিল দিতে পকেট থেকে টাকা বের করতে যাচ্ছিল, নীতা বাধা দিল, 'আজ আমি দেব।'

'কেন?'

'রোজ আপনি কেন দেবেন?'

বিলের টাকা নিয়ে বয় চলে গেলে বিষণ্ণগলায় উকিলবাবু বলল, 'সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। নিজের ব্যাপারে কখনও স্বপ্ন দেখিনি জানেন, ক্লায়েন্ট নিয়ে সময় কেটে যেত। মা বারংবার লিখতেন সংসারী হতে আর আমি এড়িয়ে গিয়েছি। এবার লিখলাম তোমার আশা পূর্ণ করতে যাচ্ছি। যাক্ গে।'

ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। উকিলবাবু বলল, 'বাড়ি ফিরবেন?'

নীতা মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।'

'তাহলে !' উকিলবাবু দাঁড়িয়ে পড়ল।

নীতা অন্য দিকে মুখ ফেরাল, 'শুনুন, আমার মা দাদারা বেশ কনজারভেটিভ। আমার পক্ষে ওঁদের কিছু বলা অসম্ভব। আপনি কাউকে পাঠান কথা বলতে।' নীতা আর দাঁড়াল না।

একদা সন্ধ্যায়, নীতা উকিলবাবু এবং অনীতা অনীশ

খিদিরপুরের বড়মাসীর বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন ছিল। গত এক বছর এইরকম অনেক নেমন্তন্ন এড়িয়ে গিয়েছিল অনীতা। যে কটি পারেনি তার মধ্যে এটি একটি। আটটা নাগাদ মাসীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠেছিল ওরা। অনীশ গাড়ি কিনেছে, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড। কিন্তু গাড়িটা ভাল। পেছনের সিটটাই যা গোলমেলে। বসলেই মাঝখানে চলে যেতে হয়। পাশের লোকের সঙ্গে শরীর ঠেকে যায়। আজও সিটে বসে অনীতা ড্রাইভারকে বলল, 'তোমাকে এই সিটটা বদলাতে আর কতবার বলতে হবে।'

ড্রাইভার বিড়বিড় করল, 'সাহেব···।'

অনীশ নিচু গলায় জবাব দিল, 'গাড়িটা দুদিন বসাতে হবে তাহলে—।'

'এতদিন চলছিল যখন তখন গাড়ি ছাড়া দুদিন চলে যাবে।

'ঠিক আছে, ড্রাইভার, কাল গ্যারাজে নিয়ে যেও।' অনীশ হুকুম দিল।'

ওরা কোন কথা বলছিল না। ক্রমশঃ গাড়ি চিড়িয়াখানার পাশ দিয়ে রেসকোর্সের ধার দিয়ে এগিয়ে চলছিল। বাঁ দিকে মুখ ঘুরিয়ে অনীতা চাপা স্বরে বলে উঠল, 'বিউটিফুল। ছবির চেয়ে সুন্দর। ড্রাইভার, ভিক্টোরিয়ার সামনে চল।'

অনীশ অন্যমনস্ক ছিল, চমকে উঠল, 'ভিক্টোরিয়া?'

আর তখনই অনীতার মনে পড়ল। একটু থমকে গেল সে। কিন্তু সেটাকে কাটিয়ে উঠতে সময় নিল না, 'দূর থেকে দারুণ লাগছে। কাছে যাব।'

'কী হবে গিয়ে?' আপত্তি জানাল অনীশ।

'মানে?' ফোঁস করে উঠল অনীতা।

'দূর থেকে যা ভাল লাগে তাকে দূরেই রাখা ঠিক না?'

'বাজে বকো না। সেবার প্রথম ভিক্টোরিয়ায় গিয়ে কিস্যু দেখিনি। আজ দেখব। তাছাড়া ওখানে যে কেন বিয়ের পর তোমাকে নিয়ে এতদিন যাইনি তাই ভাবছি। তোমার শিক্ষা তো ওখান থেকেই শুরু করা উচিত ছিল।'

ভিক্টোরিয়ার সামনে গাড়ি থামল। কিন্তু কিন্তু করে অনীশ বলল, 'এখান থেকেই তো ভাল দেখা যাচ্ছে। লাইট অ্যাণ্ড শেড—।'

'আমরা ভেতরে যাব।'

অগত্যা অনীশকেও পা বাড়াতে হল। রাতের ভিক্টোরিয়ায় এখনও নারী-পুরুষের চমৎকার ভিড়। ওরা হাঁটছিল। অনীশ চারপাশে নজর রাখছিল। হাঁটতে হাঁটতে অনীতা ঘুরে এল পেছন দিকে। দূরের একটা বেঞ্চি দেখিয়ে বলল, 'আমরা সেবার ওখানে বসেছিলাম, তাই না? চল ওখানে যাব।'

অনীশ প্রতিবাদ করল, 'কী দরকার। ওখানে দুজন বসে আছে।'

'তাতে কী? বেঞ্চিটা কম বড় নয়। তুমি কি এখনও চাকরির ভয় করছ?'

'মানে?'

'মানে তুমি জানো।' অনীতা এগিয়ে চলল।

বেঞ্চির কাছে এসে দেখল, দুজন বসে আছে চুপচাপ। কিন্তু আরও দুজনের বসতে না পারার কোন কারণ নেই।

কিছুটা ব্যবধান রেখে অনীতা বসল। বসে ডাকল, 'এসো।'

অনীশ অত্যন্ত অস্বস্তি নিয়ে অনীতার পাশে বসে চারপাশে তাকাল। আলো থাকলেও অন্ধকার জড়িয়ে আছে গাছপালায়, মাঠের মধ্যে। এখনই দুটো সেপাই অন্ধকার ফুঁড়ে উদয় হবে। অনীশ নিজেকে বোঝাল, হলেও ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সেপাইদের মুখের ওপর বলে দেবে তারা স্বামী স্ত্রী। ভদ্রভাবে বসে আছে। বেশি ঝামেলা করলে সেপাইরা বিপদে পড়বে কারণ এই ভদ্রমহিলা হলেন তিনি যিনি কোর্টে দাঁড়িয়ে পুলিশকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, খবরের কাগজে ছবি ছাপা হয়েছিল। শুনে নিশ্চয়ই ওরা দ্বিতীয়বার এই ভুল করবে না। ব্যাপারটা মনে মনে সাজিয়ে স্বস্তি পেল অনীশ। তার খুব সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিল। পকেট হাতড়ে সে প্যাকেট পেল কিন্তু দেশলাই নেই। মনে পড়ল অনীতার মাসতুতো দাদা সিগারেট ধরাতে নিয়ে আর ফেরত দেননি। অনীতা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'সিগারেট—'

'ঠিক আছে, খাও।'

'কিন্তু দেশলাই নেই।'

'ওঃ, কোন কাজ গুছিয়ে করতে পার না। কোথায় ফেললে?'

'তোমার দাদা—।'

'মানে? আমার দাদা এত জিনিস থাকতে সামান্য দেশলাই ফেরত দেয়নি?'

'না, না, ভুল করেও হতে পারে। মানে ভুলই হয়েছে। অমন হয়।'

'একটা দেশলাই কিনে আনো।'

'তুমি একা বসে থাকবে ?'

অনীতা কিছু বলতে যাচ্ছিল এই সময় পাশের ভদ্রলোক বলল, 'এই নিন।' তার হাতে দেশলাই। অনীশ বলল, 'ধন্যবাদ।' সে দেশলাইটা নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে ফেরত দিয়ে দিল। 'অন্যের জিনিস এভাবে ব্যবহার করাটা ভাল লাগল না অনীতার। কিন্তু ভদ্রলোক শুনতে পাবে বলে সে কিছু বলল না। অনীশ পাশে বসে বলল, 'জায়গাটা খুব নির্জন হয়ে আসছে।'

অনীতা এবার হাসল, 'ভয় পাচ্ছ ?'

'তা ঠিক নয়!'

পাশের ভদ্রলোক বলল, 'কলকাতায় তো বেড়াবার, বসার জায়গা খুব কম।'

অনীশ জবাব দিল, 'যা বলেছেন। কিন্তু গভর্নমেণ্ট প্রটেস্ট করার বদলে··· ;'

'আঃ। চুপ করো।' অনীতা তাকে থামিয়ে দিল।

ভদ্রলোক বলল, 'না, না। কিছু হবে না। আমরা এত লোক আছি।'

'মুশকিল হল কিছু খারাপ মেয়ে এসে জায়গাটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। পুলিশ বুঝতে চায় না কে খারাপ কে ভাল। ঝামেলা করে তাই।'

'সেটা ঠিক।' ভদ্রলোক বলল, 'তবে আমি চিনতে পারি।'

'আপনি কী করেন ? পুলিশে আছেন ?'

'না, না। আমি উকিল। কোর্টে এমন কেস তো রোজ দেখতে হয়। তবে মেয়েরা আসে ব্যবসা করতে, তাদের ব্যাপারটা বুঝি, কিন্তু যেসব ছেলে এখানে ফুর্তি করতে আসে শাস্তি হওয়া উচিত তাদেরই।' উকিলবাবু বলল।

অনীশ জবাব দিল না। উকিলবাবু পাশে বসা নীতাকে বলল, 'এবার কি একটু হাঁটতে পারবে বলে মনে হচ্ছে ?'

নীতা ঘাড় নাড়ল, 'হুঁ।'

উকিলবাবু উঠে দাঁড়াল, 'আচ্ছা চলি। আমার স্ত্রীকে ডাক্তার দুবেলা হাঁটতে বলেছেন। অ্যাডভান্স স্টেজ। প্রথমবার। এমন নিশ্চিন্তে আর কোথায় হাঁটা যায় বলুন।'

যত্ন করে হাত ধরে উকিলবাবু নীতাকে তুলে ধরল। খুব ধীরে স্বামীর সঙ্গে কয়েক পা হাঁটল নীতা। অনীতা ওর স্ফীত উদর এবং শ্লথ ভঙ্গি দেখে মুখ ফিরিয়ে অনীশকে বলল, 'সিগারেট শেষ হয়েছে ?'

অনীশ বলল, 'না।'

অনীতা বলল, 'তাড়াতাড়ি শেষ কর। আমি বাড়ি ফিরব।'

অনীশ বলল, 'এত তাড়াতাড়ি ?'

অনীতা বলল, 'আমার আর এখানে বসতে একটুও ভাল লাগছে না।'

অনীশ ব্যস্ত হল, 'কেন, শরীর খারাপ লাগছে ?'

অনীতা মাথা নাড়ল, 'না।'

অনীশ বোকার মত প্রশ্ন করল, 'তাহলে ?'

অনীতা উঠে দাঁড়াল। নীতা উকিলবাবুকে জড়িয়ে ধরে আবার হাঁটছে। এইসময় দুজন সেপাই কোথা থেকে বেরিয়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল। নীতা তাদের দেখে অস্ফুট আওয়াজ করল। উকিলবাবু জিজ্ঞাসা করল, 'কা চাই ভাই ?'

সেপাইরা ততক্ষণে নীতাকে দেখেছে। একজন হিন্দিতে বলল, 'না সাহেব, কিছু না। এত শরীর খারাপ তবু দিদিকে কেন এনেছেন, এখানে ? ট্যাক্সি ডেকে দেব ?'

উকিলবাবু মাথা নাড়লেন, 'খুব ভাল হয়।' লোক দুটো গেটের দিকে ছুটল।

গাড়িতে ফিরে এসে অনীতা চোখ বন্ধ করল। স্টিয়ারিঙ-এ বসে স্টার্ট নেবার আগে অনীতার দিকে তাকিয়ে অনীশ জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি বল তো, খুব খারাপ লাগছে শরীর ?

'আমার শরীর খারাপ হওয়ার মত কিছু হয়েছে ?'

'না।' অনীশ মাথা নাড়ল।

'তবে জিজ্ঞাসা করছ কেন ? বুঝতে যদি না পারো তাহলে চুপ করে থাকো।'

গাড়ি চালাতে চালাতে অনীশ বলল, 'পুলিশ দুটো কেমন পাল্টে গিয়েছে, না ? কী সুন্দর ব্যবহার করল ! আমরা আজ মিছিমিছি ভয় পাচ্ছিলাম।'

অনীতা চোখ বন্ধ করে বসেছিল। লোকটা মেরুদণ্ডহীন, কিন্তু এতটা নির্বোধ কে জানত ! তার খুব মায়া হল। মায়া বড় হলে কি ভালবাসা হয়ে যায় ? কে জানে। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার বাগান থেকে আজ সে অনীশের জন্যে কিছু মায়া নিয়ে এল। নিজের প্রয়োজনেই।